

GOVERNMENT OF INDIA.
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. **180. Qa.**

Book No. **89. 1.**

G. B. A. N. 4

N. L. 38.

Vol. 2

MGIPC—S2—2 LNL—1-5-51—10,000.

**GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY
CALCUTTA**

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 6 nP. will be charged for each day the book is kept beyond a month

N. L. 44.

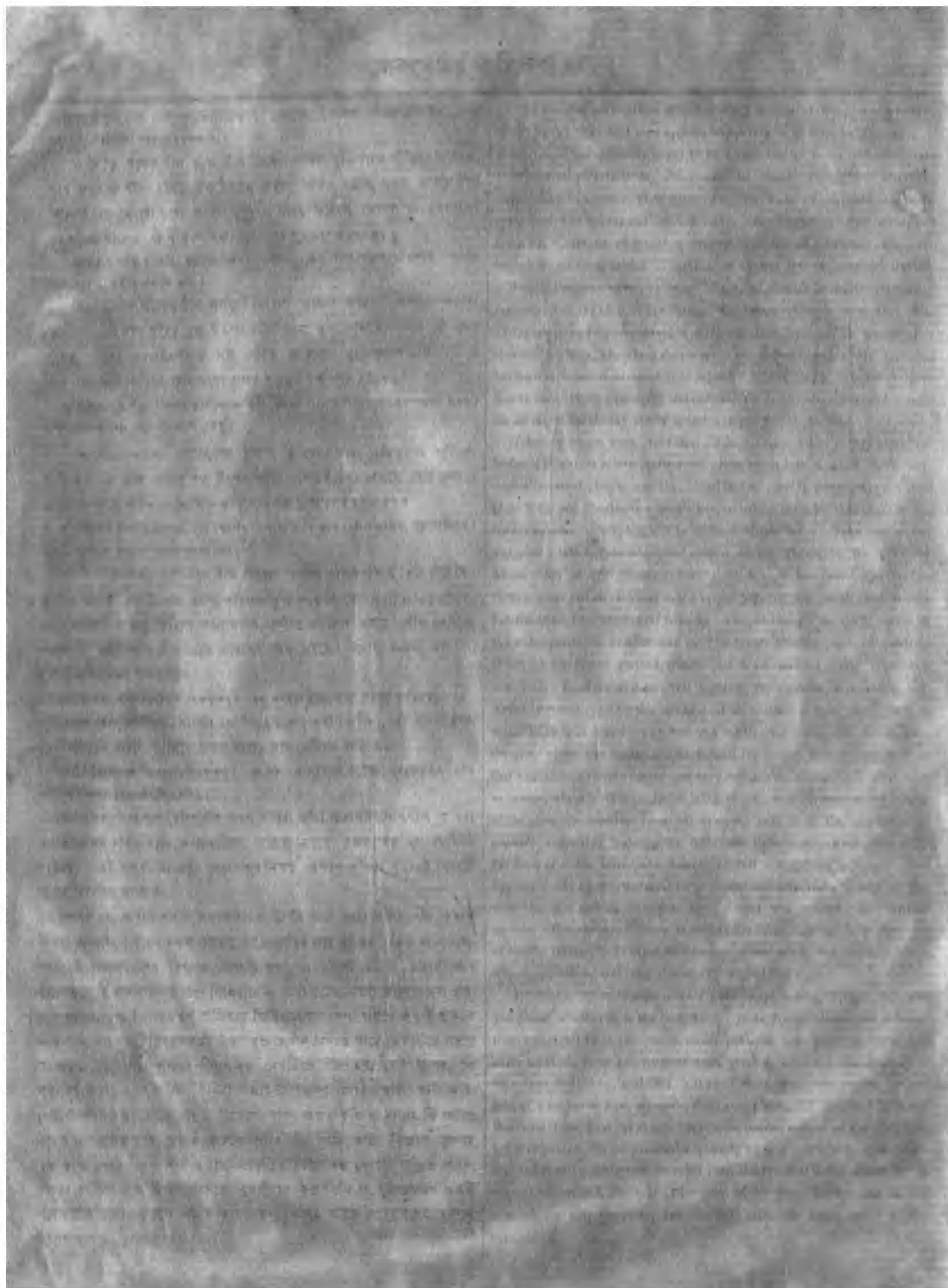
MOIPC -S3 -8 LNF-63- 7-6-63 - 50,000.

180. Qa. 89. 1. 180. Qa. 89. 1

কৃত্তিক

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

THESE RESEARCHES HAVE BEEN SUPPORTED BY THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL ON AGING, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, WASHINGTON, D.C.



LABORATORY

शुद्धीकरण, प्रयोग, आदि विज्ञान-प्रयोग-प्रयोग



शुद्धीकरण, प्रयोग, आदि विज्ञान-प्रयोग-प्रयोग

কলসীঘরনে কিঞ্চিৎ জলঃ বৈরিণঃ মুখঃ । বস্ত্রকাঠক বা তেজাঃ গোমদাবধনে কিপেৎ ।
জালরোধো ভবেত্ত দুষ্টানাঃ নও ইবৃশঃ ।

শরৎপণের চর্চিত ভাষুল ও দস্তকাঠ আনিয়া সপের মুখে নিক্ষেপ করিলে সেই সকল শরৎ মুখরোধ হইয়া থাকে । এইরূপে চুই ব্যক্তিকে শাসিত করা যায় ।

নিখেরামাফিতঃ মন্ত্রঃ অশাসিত্তভবনাঃ । যন্তর্কে ভুলঃ কীলঃ কবীরককাঠমঃ ।
নিবনেঃ কৃতকারস শালারঃ ভাওনাবৃৎ ।

কুস্তানকরে এক অল্প পরিমিত করবীরকাঠ আনিয়া তাহাতে অশনিতভবনা নামক নিরোদ্ধৃত মন্ত্র লিখিয়া কৃতকারের গুহে পুতিয়া রাখিবে । এইরূপ করিলে সেই কৃতকারের ভাগ্যক্ষয় বিনাশ পায় ।

গোকুরঃ শূরবেবক বীজঃ বা কোকিলাক্ষঃ । শূররত্ন মলঃ বাব মূলঃ বা খেতভূজকঃ ।
পাকস্থানে তু ভাওনাঃ কিঞ্চিৎ কোটরঃ প্রভঃ ।

গোকুর, শুঙ্গী, কুলিয়াখারার বীজ, শূররের মূল ও খেতভূজার মূল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাকস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিলে সেই পাকশালার পাকপাত্র নক্ষয় কুটিয়া যায় ।

লতাকরগুণীঃ বা টকপেন গহৈব কুঃ । কৃতা ভাওঃ কুটোব উকানাঃ মন্ত্র উচ্যতে ।
মদন মদন বাহাঃ ।

লতাকরগুণার বীজ সোহাগার সহিত পাকস্থানে পুতিয়া রাখিলে পাকপাত্র কুটিত হয় । ও মদন মদন বাহা, এই মন্ত্রে পুর্নোক্ত কাব্যসকল করিবে ।

মধুকর্ষকীলস্ত চিত্রাঃ চতুরভূজঃ । নিবনৈরলশালারঃ তৈলঃ তত্র বিনশতি ।

চিত্রানকরে চতুরভূজ পরিমিত মধুকর্ষকের কীলক তৈলকারকের গুহে প্রোথিত করিয়া রাখিলে সেই গুহের তৈল নষ্ট হইয়া যায় ।

কোকিলাক্ষ বীজানি তৈলযন্ত্রে মধ্যতঃ । নিক্ষিপেতৈলজালে বা ন তৈলঃ নিঃসরেততঃ ।
ও মন্ত্র বহু বাহাঃ ।

কুলিয়াখারার বীজ তৈলযন্ত্রে কিঞ্চিৎ তৈলজালে নিক্ষেপ করিলে সেই তৈলযন্ত্র হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না । ও মন্ত্র বহু বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ।

বস্ত্রকাঠককাঠমঃ বস্ত্রাকারঃ কারেৎ । পথ্যাপারঃ কেরে কিঞ্চিৎ তত্র বিনশতি ।
ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে পাতব বস্ত্রঃ সুরপতিরাঙ্গাপরতি হুঁ কটু বাহাঃ ।

বস্ত্রকের কাষ্ঠাকানের বৃত্তিকা আনিয়া তাহা বস্ত্রাকার করিবে, এই বস্ত্র পথ্য-
পারে ও কেরে নিক্ষেপ করিলে পথ্যাময় ও সেই কেরে দ্রব্য সকল নষ্ট হইয়া যায় । ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে পাতব বস্ত্রঃ সুরপতিরাঙ্গাপরতি হুঁ কটু বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হইবে ।

যন্ত্রেচাপ উরিচৈতঃ বক্ষীকৃতিকান্ । আদ্যঃ কারেতঃ মটকোণা চতুরভূজঃ ।
ও নমো কিপেতঃ বস্ত্রনাশে ভবেৎ প্রভঃ ।
তরাভাবে বিনিক্ষিপ্য ভাওক বিনশতি । ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে বস্ত্রঃ পাতব এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাঙ্গাপরতি বাহাঃ ।

যে দিকে ইন্দ্রবহু উদিত হয়, সেই দিকের বক্ষীকৃতিকা আনিয়া মটকোণ, বটু ও তন্তু ত একটি বস্ত্রনির্মাণ করিবে । এই বস্ত্র কেরে নিক্ষেপ করিলে কেরে দ্রব্য নষ্ট হয় এবং তরাভাবে নিক্ষেপ করিলে সেই ভাওক নষ্ট হইয়া যায় । ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে বস্ত্রঃ পাতব পাতব এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাঙ্গাপরতি বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ।

পদকঃ চূর্ণিতঃ কেপ্যঃ প্রলম্বাভ্য তেন তৈঃ । নাপেরং সর্গপাকানি সেকাভপনমানি ।

পদক চূর্ণকরিয়া প্রলম্ব পায়ে নিক্ষেপ করিবে, পরে এই প্রলম্বা শাক বা উপবন সেক করিলে সেই শাক ও উপবনসকল নষ্ট হইয়া যায় ।

পদকঃ চূর্ণিতঃ কেপ্যঃ প্রলম্বাভ্য তেন তৈঃ । নাপেরং সর্গপাকানি সেকাভপনমানি ।
পদকঃ চূর্ণিতঃ কেপ্যঃ প্রলম্বাভ্য তেন তৈঃ । নাপেরং সর্গপাকানি সেকাভপনমানি ।
ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে বস্ত্রঃ পাতব পাতব এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাঙ্গাপরতি বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ।

বালুকা ও খেতসর্বপ একত্র করিয়া কেরে নিক্ষেপ করিলে মন্ত্রের প্রভাবে

সেই কেরে পতঙ্গ, পক্ষী, কীট, শূকর, ঘৃণ ও মুখিক ইহারা আগমন করিতে পারে না । ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে বস্ত্রঃ পাতব পাতব এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাঙ্গাপরতি বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ।

ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে বস্ত্রঃ পাতব পাতব এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাঙ্গাপরতি বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ।

ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে বস্ত্রঃ পাতব পাতব এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাঙ্গাপরতি বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ।

ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে বস্ত্রঃ পাতব পাতব এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাঙ্গাপরতি বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ।

ও নমো ভগবতে বস্ত্রিণে বস্ত্রঃ পাতব পাতব এহেহি ভগবন্ সুরপতিরাঙ্গাপরতি বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ।

যজ্ঞীকরণ ।

মন্ত্রে বস্ত্রযন্ত্রে বস্ত্র চূর্ণকৃতিকান্ । নিবনেচাভ্যে বস্ত্র উচ্যতে পুনঃ প্রভঃ ।
কোন মন্ত্রে যে ভানে প্রবেশ করে, সেই ভানে চূর্ণকৃতিকার কটক প্রোথিত করিয়া রাখিবে, ইহাতে সেই মন্ত্রে বস্ত্র অর্থাৎ ক্রীত হইয়া থাকে এবং ঐ চূর্ণক-
কটক উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে উক্ত বস্ত্রের শাস্তি হয় ও সেই ব্যক্তি ক্রীত হইতে পারে ।

প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।
হরিদ্রা ও বটু বিন্দু নামক কীট সমভাগে একত্র চূর্ণকরিয়া প্রলম্বাভ্যে ভাবনা দিবে । এই চূর্ণ বাহাকে পান্যবনভ্যে, কিঞ্চিৎ বাহাঃ আসনের নিয়ে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তির ক্রীত প্রাপ্তি হয় ।

প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।
প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।

প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।
প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।

প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।

প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।
প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।

প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।
প্রলম্বাভ্যে বস্ত্রাঃ নিবা বটু বিন্দুচূর্ণকান্ । পান্যবনভ্যে বস্ত্রাঃ জায়েত পুনঃ ।

পরে সংস্থাপনপূর্বক গৃহমধ্যে রাখিবে। ইহাতে সেই গৃহের সুবিকসকল বিনাশ পাইয়া থাকে ॥

সুবিকাকর্ষক বাবৎ সাবরীতড়ৈলতঃ । সুবীরবসরা চূর্ণং কৃতং তটৈব কর্পটে । নীপো মৎসুসম্ভাভং রাজ্যো বা কর্ণয়েৎ ক্রবৎ ॥

পূর্বোক্ত সুবিকাকর্ষক জব্য, সাবরীলবণ, শুভ্র, তৈল ও কর্কটের বসা, এই সকল জব্য একত্র চূর্ণকরিয়া বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া বস্ত্রি প্রস্তুতকরিবে। এই বস্ত্রিকাঘারা রাজ্যিতে নীপ প্রজ্জালিত করিলে সেই গৃহ হইতে উকুন ও ছারপোকাসকল পলায়ন করিয়া থাকে ॥

কট্যাঃ কুতীকট্যাঃ বস্ত্রা পরনাম্ বাস্তি মৎসুনাঃ । মোহীতপুণ্ণাণি বহিস্থে নিবেশয়েৎ । তদীপনর্যাসেব কিম্বা নস্তত্র মৎসুনাঃ ॥

পানার মূল কটীতে বন্ধনকরিয়া রাজ্যিতে পয়নকরিয়া থাকিলে, ছারপোকা সকল নষ্ট হয় এবং মোহীত পুণ ও তাহার পুণ অগ্নিতে দগ্ধকরিলে সেই অগ্নির আলোক দর্শনমাত্র উকুন ও ছারপোকা প্রভৃতি বিনাশ পায় ॥

অর্কচূরনর্যঃ বস্ত্রিঃ ভাবয়েৎ বাবকেন চ । নীপঃ তৎ কটুতৈলেন নিঃশেষ্য বাস্তি মৎসুনাঃ ॥

আকন্দের তুলাঘারা বস্ত্রি প্রস্তুতকরিয়া তাহা যবের কাথে ভাবনা দিবে এবং ঐ বস্ত্রি কটুতৈলে সিদ্ধ করিয়া নীপ প্রজ্জালিত করিবে, এই নীপদর্শনমাত্র উকুন ও ছারপোকাসকল নিঃশেষ হইয়া থাকে ॥

অর্কচূরন কলং পুণং লাক্ষা জীবাশুগুণ্ডঃ । খেতাপরাজিতামূলং ভ্রাত্তকবিক্রতম্ । পুণঃ সর্জরসোপেতঃ প্রদেহো গৃহবধাতঃ । সর্পাশু মৎসুনাঃ মুখা গন্ধাৎ বাস্তি দিশো নম্ ॥

অর্কচূরকের কল ও পুণ, লাক্ষা, জীবাশুগুণ্ড, খেতাপরাজিতার মূল, ভ্রাত্তক, বইচকাঠ ও ধূনা, এই সকল জব্য সমপরিমাণে একত্র করিয়া গৃহমধ্যে ধূপ দিলে তাহার গন্ধে সর্প, উকুন, ছারপোকা ও মুখিক ইত্যন্তঃ পলায়ন করিয়া যায় ॥

মুস্তমিছারভ্রাত্তকপিকক্কলঃ শুভ্রম্ । চূর্ণং তাহুকলোপেতং নহেৎ সর্জরসাবিতম্ । মৎসুনাঃ সর্পাঃ সর্পাঃ মুখাঃ বিবকীটকাঃ । পলায়ন্তি গৃহং তজ্জা যথা যুদ্ধেহু কাতরাঃ । রাজবৃক- কলং বজ্রা খট্টায়াং মৎসুনাঃ পহম্ ॥

মুখা, খেতসর্বপ, ভেলা, আলকুশীকল, শুভ্র, আকন্দকল ও ধূনা, এই সকল জব্য একত্র চূর্ণকরিয়া গৃহমধ্যে দগ্ধ করত ধূপ দিলে উকুন, ছারপোকা, মশক, সর্প, মুখিক ও অজ্ঞান কিবকীট, ইহারা গৃহ পরিত্যাগকরিয়া পলায়নকরে এবং পোনালু- বৃকের কল খট্টাতে বন্ধনকরিয়া রাখিলে ছারপোকা সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥

লঘুকাননরঃ পীঠং শুভ্রাপিষ্টেন লেপয়েৎ । শুভ্রমেতজ্জলে কিমুপুণ্ডিষ্টং ন মজ্জতি ॥

লঘুকাননর্য্য একখানি পিড়ি প্রস্তুতকরিয়া তাহা শুভ্রাপিষ্টঘারা লেপনকরিবে, পরে ঐ পিড়ি মোজে শুক করিয়া জলে নিক্ষেপকরিবে। এই পিড়ির উপর উপ- বেশন করিলে তাহা জলে নিমগ্ন হয় না ॥

এরওত চ বীজানি নিষতৈলং তটৈব চ । বস্ত্রিঃ সর্জরসোপেতং তৈললিপ্তাঃ জলে কিপেৎ । জলিতা নীপবস্ত্রিভেদ্য বাববস্ত্রিণ সংশয়ঃ ॥

এরওবীজ, নিষতৈল ও ধূনা এই সকল জব্য একত্র করিয়া বস্ত্রি প্রস্তুতকরিবে। এই বস্ত্রি তৈলাক্ত ও প্রজ্জালিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। যাবৎকাল ঐ বস্ত্রি দগ্ধ হইয়া নিঃশেষ না হয়, তাবৎকাল জলিতে থাকে ॥

শিলা-ভালক-সিন্দূর-রোচনা-জ্বন-হিজুলঃ । কুর্খভূজমিৎ পশ্চাত্তিষ্ঠাং লেপয়েৎ করে । নটা মুত্যাগ্নিবর্ত্তে বর্ণনামুটবন্ধনং ॥

মনঃশিলা, হরিতাল, সিন্দূর, গোয়োচনা, রসাজন ও হিজুল, এই সকল জব্য একটি কচ্ছপকে ভক্ষণ করাইয়া সেই কচ্ছপের বিষ্ঠা গ্রহণ করিবে এবং এই বিষ্ঠা- ঘারা হস্তলেপনপূর্বক মুষ্টিবন্ধন করিয়া রাখিবে। এই মুষ্টিপ্রদর্শন করিলে নট ও নর্ত্তকী তাহাদের কর্তব্য নৃত্যাদিকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥

জক কুর্খভ সপ্তাহং তালকং ভোজয়েৎ শুভং । ভয়লৈর্লেপয়েৎ পানিঃ মুষ্টিবন্ধং নটান্তরে । দিবর্ত্তে নটাঃ সর্পে সত্যাঃ পতন্তি কোতুকঃ ॥

একটি কচ্ছপকে সপ্তাহপর্য্যন্ত হরিতাল ভক্ষণ করাইয়া তাহার বিষ্ঠা গ্রহণ করিবে এবং সেই বিষ্ঠাঘারা হস্ত লেপনকরত মুষ্টিবন্ধন করিয়া নটকে প্রদর্শন করিবে। ইহাতে সেই নট নৃত্য করিতে পারে না এবং সত্যগণ অতিশয় কৌতুক দর্শন করে ॥

উলুক্ক কপালেন যুতেনাভ্যুতকচ্ছলং তেন মেহেহজিতে চিত্রং রাজ্যো পঠতি পুস্তকং ॥

পেটকের মস্তকের খুলি যুতাক্ত করিয়া তাহাতে কচ্ছলপাত করিবে। এই কচ্ছলঘারা চক্ষু অজ্ঞিত করিলে সেই ব্যক্তি অন্ধকারময় রাজ্যিতে পুস্তক পাঠ করিতে পারে ॥

উলুক্কনরঃ পিত্তং কাকপিত্তঞ্চ শোণিতং । এতবর্ত্ত্যজিতে রাজ্যো বিচরেক্ষিবেসে যথা ॥

পেটকের হৃদয় ও পিত্ত এবং কাকের পিত্ত ও রক্ত, এই সকল জব্য সমপরিমাণে লইয়া বস্ত্রি প্রস্তুতকরিবে। এই বস্ত্রি দর্শনকরিয়া তদ্বারা চক্ষু অজ্ঞিত করিলে সেই ব্যক্তি দিবসের জায় অন্ধকার রজনীতেও বিচরণ করিতে পারে ॥

রজনী চিরজীবানাং বসারজ্যাক্ষিচূর্ণকঃ । অজ্ঞিতাক্ষো নরন্তেন কৃকরাত্মো ভূ পশ্যতি ॥

হরিতা, কুকলাসের বসা, রক্ত এবং চক্ষু, এই সকল জব্য সমভাগে একত্র চূর্ণ- করিয়া চক্ষু অজ্ঞিত করিলে সেই ব্যক্তি কৃকপক্ষের অন্ধকারাবৃত রাজ্যিতেও দিবসের জায় বিচরণ করিতে পারে ॥

শিখিগারাবতভবা গল্পরীটপূরীযজা । শুটিকাংশর্মাভ্রাণে তালময়ং তিনত্বাং ॥

ময়ূর, পারাবত ও গঞ্জনপক্ষী, ইহাদিগের বিষ্ঠাঘারা শুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই শুটিকাংশর্ষ করাইলে তৎক্ষণাৎ বাদ্যযন্ত্রসকল ভগ্ন হইয়া যায় ॥

পাঠামূলং গলে বজ্রা কীরত্যাওহিতং বিধিঃ । জারতে তৎক্ষণাদেব সত্যনেতরঃ সংশয়ঃ । গন্ধক- রেব ধূপেন পুণ্ণাগামজ্যবর্তা ॥

আকনাদির মূল উত্তোলন করিয়া তাহা ছদ্মভাণ্ডে স্থাপন করিবে। পরে এই মূল গলে বন্ধনকরিলে সেই ব্যক্তি রাজ্যিতে দিবাবৎ দর্শনকরিতে পারে এবং গন্ধকের ধূম যে কোন পুণ্ডে দেওয়া যায়, সেই পুণ্ড অজ্ঞ বর্ণ হইয়া থাকে ॥

কটুতুহাখটৈলেন পারাবতভবঃ মলং । মূলঞ্চ পেথিতং তেন গর্দভস্তাহি চৈব হি । ললাটে তিলকং তেন কৃদাসো বৃজতে জনৈঃ । দশাত্তো নাত্র সন্দেহো যথা লক্ষ্যেরো নৃপঃ ॥

তিক্ত তুহীকলের বীজের তৈল, পারাবতের বিষ্ঠা, তিক্ততুহী মূল ও গর্দভের অস্থি, এই সকল জব্য সমভাগে একত্র পেথনকরিয়া ললাটে তিলক করিবে। ইহাতে মনুষ্যগণ সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্যের রাবণের জায় দশমুখবিশিষ্ট দেখিতে পায় ॥

মণ্ডুকবসরা নীপমরণ্যে আলয়েশি । চতুর্দিকু চ তদ্ব্যথা সাগরো বৃজতে জনৈঃ ॥

কোন অরণ্যমধ্যে মণ্ডুকের বসাঘারা রাজ্যিকালে প্রদীপ জালিলে সেই স্থানের চতুর্দিকে মনুষ্যসকল সমুদ্রবৎ দেখিতে পায় ॥

খেতখর্জুরে মূল, কৈচো ও খেত অত্র, এই সকল জব্য সমপরিমাণে একত্র করিয়া ময়ূরপিত্তের সহিত পেথনকরিবে এবং ঐ পিষ্টজব্য রাজ্যিতে গৃহোপরি এক এক মুষ্টি নিক্ষেপকরিলে অলদগ্নিবৎ দেখা যায় ॥

ধাত্রিকাবীজপিত্তেন পিণ্ডং কৃদা এববৃত্তঃ । বহকালং প্রদীপ্তং নীপো জলতি কোতুকঃ ॥

আমলকীর বীজ পেথন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, এই পিণ্ড প্রজ্জালিত করিলে বহুকাল জলিতে থাকে, ইহা বিশেষ কৌতুকজনক ॥

অশানাদিঘিষায়া চতুরলারসমিতং । শর্করা চ চতুস্তম্বাং পোনসাবসরা লিপেৎ ॥

বিবিধবিষা কাঠমধ্যে বিবিকিপেৎ । আদিত্যরশ্মিসম্পর্কজ্বলতোব ন সংশয়ঃ ॥

কৌতুকং লোকে জারতে দিবতাবিতং ॥

চারিখণ্ড অজারের সহিত অশানের অদি আনিয়া ঐ চারিখণ্ড অজার সর্ববসা- ঘারা লেপন ও ছাগছদ্মে নিক্ষেপকরিবে। পরে ঐ অজার কাঠমধ্যে নি- ক্ষেপকরিলে সূর্য্যরশ্মিবোধে তৎক্ষণাৎ সেই কাঠ জলিয়া উঠে। ইহা মহানবের ক্রীড়্য, লোকে ইহাতে বিশেষ কৌতুক দেখিতে পায় ॥

উন্নতত্ব কৃষ্ণাঙ্গি কোদ্রবস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গি চ। সমস্ত বস্ত্রবস্ত্রে নীলং প্রমাণ্য কঙ্কলং।
নগরেন্নে নেকক বিদ্যা পশ্যতি তরিকান্দ।

মুচুরার কাঠ ও কোদ্রব অর্থাৎ ধাতুবিশেষের তুণ একত্র মিল্ককরিয়া সেই তুণ
বস্ত্রে বন্ধনকরিয়া রাখিবে, পরে এই বস্ত্র জ্বালাইয়া তাহার অধিশিখার কঙ্কলপাত
করিবে। এই কঙ্কলদ্বারা চক্ষুঃ অজ্ঞিত করিলে দিবাতে তারকা দেখিতে পার ॥

ক্রমশঃ—

অদৃশ্যকরণ।

লক্ষ্যকং জপেদ্রব্যঃ রাজদ্বারে গুচিঃ হিতঃ। কীরেণ মালতীপুষ্পহাতে সিধ্যতি যক্ষিণী।
দ্ব্যতি গুটিকাঃ সা তু মুখদ্বাণ্ডাচারিণী। ঐ মনসে মননবিড়ম্বিনে আরম্ভঃ বেহি বে দেহি
শ্রী বাহা।

প্রথমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া রাজদ্বারে উপবেশনপূর্বক ঐ মননে মননবিড়ম্বিনে
আমুসং দেহিমে দেহি শ্রী বাহা, এই মন্ত্র একলক্ষ জপকরিবে। তৎপরে চুদ্-
সিক্ত মালতীপুষ্পদ্বারা জপের দশাংশসংখ্যায় হোমকরিবে। ইহাতে যক্ষিণী সিদ্ধা
হইয়া গুটিকা প্রদানকরেন। এই গুটিকা মুখমধ্যে ধারণকরিলে মনুষ্য সর্ব-
সমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে ॥

বিশাখাঃ নিধিঃ ধ্যায়া জপন বানেন পাদিনা। অদৃশ্যকারিণীঃ বিদ্যাঃ লক্ষ্যজাপে প্রযুক্তিঃ।
ও নমো বিখ্যাত মহেশ্বর মম পদাটতঃ ॥

সাধক রাজিকালে নিধি চিন্তাকরতঃ বামহস্তে ও নমো বিখ্যাত মহেশ্বর মম
পদাটতঃ, এই মন্ত্র জপকরিতে থাকিবে। একলক্ষ মন্ত্রজপ হইলে দেবী প্রসন্ন
হইয়া সাধককে অদৃশ্যকারিণী বিদ্যা প্রদানকরেন, এই বিদ্যাপ্রভাবে সাধক
অদৃশ্য হইতে পারে ॥

অমূল্যতৈলসংস্কৃত্য বচা সপ্তদিনাবধি। ত্রিলোহবৈষ্ণবতা ধাতুগুটিকাঃ কারয়েচ্ছতঃ। অদৃশ্য-
কারিণী ধ্যায়া মুখদ্বাণ্ডা নাত্র সংশয়ঃ ॥

এক খণ্ড বচ সপ্তদিনপর্যন্ত অক্সোলেতলে সিক্তকরিয়া রাখিবে। তৎপরে ঐ
বচ ত্রিলোহ (স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র)-বৈষ্ণবিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুতকরিবে। এই
গুটিকা মুখে ধারণকরিলে সর্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে ॥

কাকোলুক পক্ষাণ আক্কেশাতথৈব চ। অস্ত্রধৃমপতং বক্ষ্যঃ হৃদ্যচূর্ণতঃ কারয়েৎ। অক্সো-
লেতগুটিকাঃ কৃতা শিরসি ধারয়েৎ। অদৃশ্যো জায়তে কিংবা দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥

কাক ও পেচকের পক্ষ এবং স্বীয় কেশ, এই সকল দ্রব্য অস্ত্রধূমে মিল্ককরিয়া
হৃদ্য চূর্ণকরিবে। পরে এই চূর্ণের সহিত অক্সোলেতল মিশ্রিত করিয়া গুটিকা
প্রস্তুতকরিবে, এই গুটিকা মস্তকে ধারণকরিলে মনুষ্য সর্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে
পারে, এমন কি তাহাকে দেবগণও দেখিতে পান না ॥

পুষ্কলীবোধিতঃ তৈলঃ বর্জিঃ কৃষ্ণাজতজ্ঞাঃ। গোরোচনামধুভ্যাক নরমুণ্ডে প্রলেপয়েৎ।
নীলং প্রমাণ্য চৈকশ্মিরপরে গৃহ কঙ্কলং। তল্লজনাঞ্জিতো মর্শো বিবেচনাপি ন দৃশ্যতে ॥

জীবপুত্রিকাবীজের তৈলে পদ্মসূত্রকৃত বর্জি সিক্ত করিয়া রাখিবে। পরে চুইটি
নরমুণ্ড আনিয়া তাহা গোরোচনা ও মধুদ্বারা লেপনকরিয়া তাহার একটিতে
প্রদীপ জালিবে ও অগ্নিতে কঙ্কলপাত করিবে। এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষুঃ অজ্ঞিত
করিলে সেই ব্যক্তিকে জগতের কোন লোক দেখিতে পায় না ॥ ক্রমশঃ—

অথ নিধিদর্শন অঞ্জন।

পরংকালে তু সংগ্রাহ্য তুলতা রক্তবর্ণকা। সিন্দূরপুগুতিতঃ কৃতাঃ রবিতুলেন বেষ্টয়েৎ। অতি-
কৃতিলাভিলাঃ গ্রাহয়েচ্ছতঃ হৃদীঃ। তৈলবর্জ্যঃ এয়োগেণ কঙ্কলঃ চোস্তরায়ণে। গ্রাহ-
রিষ্যজ্ঞেয়কুর্নিধিঃ পশ্যতি পূর্ববৎ ॥

পরংকালে রক্তবর্ণ কৈচো গ্রহণ করিয়া তাহাকে সিন্দূরদ্বারা অম্লিশিত করিয়া
আকঙ্কলদ্বারা বেটন করত বর্জি প্রস্তুত করিবে। পরে অতিশয় রক্তবর্ণ তিলের
তৈল গ্রহণকরিয়া তাহাতে পূর্বকৃত বর্জি আর্দ্র করিয়া নীল প্রমাণিত করিবে,
অনন্তর এই নীলনিধার কঙ্কলপাত করিয়া লইবে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিদিবসে এই

কার্য করিলে কার্যসিদ্ধি হয়, এই কঙ্কলদ্বারা চক্ষুঃ অজ্ঞিত করিলে সেই ব্যক্তি
পাতালস্থিত নিধি দর্শনকরিতে পারে ॥ ক্রমশঃ—

অথ কুমারাজ্ঞন।

পুযানকত্বোৎপন্ন পিত্তীতগরুড়কং। বড়মূলমিতাঃ কুর্ঘ্যাজ্ঞাং নকরয়েৎ। দাপ-
য়েত শিলাপুটে কুমারঃ বা কুমারিকাঃ। তজ্জিলায়ানভোরেণ রোচনং হেমগৈরিকং। শিহুই-
মঞ্জয়েৎ মন্ত্রমুদ্রা পূর্ববৎ। রক্তিতরা নদাকরা তটৈবাজ্ঞারিষিঃ লভেৎ ॥

পুযানকত্রে পিত্তীতগরুড়কের মূল গ্রহণকরিয়া তদ্বারা হ্রদ অমূলপরিমিত
শলাকা প্রস্তুত করিবে। পরে একটি কুমার কিবা কুমারীকে শিলার উপরে রাখিয়া
মানকরাইবে। অনন্তর সেই মানবশিষ্ট শিলাতলস্থিত জলে গোরোচনা ও স্বর্ণগৈরিক
উত্তমরূপে বর্ষণকরিয়া অঞ্জন প্রস্তুতকরিবে এবং পূর্বোক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিতকরিয়া ঐ
পিত্তীতগরুর শলাকা দ্বারা চক্ষুঃ অজ্ঞিত করিলে নিধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

অথ পাদাজ্ঞন।

তুলসীমূলিকাঃ পুষাঃ শনিবারে সমুদ্রয়েৎ। শিপিষা কাকিকেরাধ মধুনা যুতমঞ্জয়েৎ। পাব-
জাতে কুমারঃ বা কস্তকাঃ বা ততো নিধিঃ। মূশাতে নাত্র সংশয়ঃ পাতালান্তর্গততথা ॥

শনিবার পুযানকত্রে তুলসীর মূল উত্তোলনকরিয়া কাঁজীর সহিত পেয়ণ-
করিবে এবং মধুদ্বারা অঞ্জন প্রস্তুতকরিয়া রাখিবে, পরে ঐ অঞ্জন কোন একটি
বালক বা বালিকার পাদদেশে লেপন করিয়া তাহা গ্রহণপূর্বক চক্ষুতে
অঞ্জন করিলে, পাতালগর্ভস্থ নিধি নিঃসন্দেহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে পাদাজ্ঞন
বলে ॥ ক্রমশঃ—

অথ লেপাজ্ঞন।

গোকীরেণ তু সংপিষ্য তিলকোদ্রবরাজিকা। কণাবীজকং সংপিষ্য বিশাখাঃ বিবিহলং।
জট্টো লেপো ভবেদময়ঃ প্রাপ্তস্তম নিধিঃ দিশেৎ ॥

তিল, কোদ্রব (ধাতুবিশেষ), রাইসর্বপ ও পিপুলের বীজ, এইসকল গোহুণ্ডে
পেষণকরিয়া রাজিগোণ্ডে যে স্থলে নিধি আছে এরূপ সংশয় হয়, সেইস্থলে লেপন-
করিয়া রাখিবে। পরে প্রাতঃকালে ঐ স্থলে যদি ঐ অঞ্জনলেপ বিলুপ্ত হইয়াছে,
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাহইলে অবশ্য সেই স্থলে নিধি আছে জানা যাইবে ॥

ক্রমশঃ—

অথ মাত্রাজ্ঞন।

প্রশিষ্য নগরভাঙ্গলক্ষ্যকং জপেদ্রব্যঃ। পঠনং হৃদৈশ্চ ত্রোপেতঃ কুতে হোমে দশাংশতঃ।
প্রচ্ছতাজ্ঞানং হংসী যেন পশ্যতি ভূনিধিঃ। ও নমো হংসি হংসজাতে শ্রী বাহা ॥

নগরের মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া ও নমো হংসী চংসজাতে শ্রী বাহা, এই
মন্ত্র একলক্ষ জপ ও পাঠ করিবে এবং ঐ মন্ত্রজপের দশাংশসংখ্যায় হুতাকৃত হ্রদদ্বারা
হোম করিবে। এইরূপ করিলে হংসী নারী মাতৃকা প্রসন্ন হইয়া অঞ্জন প্রদান
করেন। এই অঞ্জনে চক্ষুঃ অজ্ঞিত করিলে ভূগত নিধি দর্শন হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

অথ অজ্ঞাতনিধি গ্রহণ।

রক্তচারিসহস্রৈশ শিলামূলশতেন চ। রজাণ্যক সহস্রৈশ শিখাবন্ধোবিধীরতে। ও রক্ত রক্ত
বিচ্ছেদাঃ। অনেক সর্বসহায়ানাং শিখাবন্ধনঃ কুর্ঘ্যৎ ॥

সাধক নিধি গ্রহণকরিবার পূর্বে স্বয়ং এবং সঙ্গীয় লোকদিগের শিখাবন্ধন
করিবে। ও রক্ত রক্ত বিচ্ছেদাঃ, এই মন্ত্রে শিখাবন্ধন করা কর্তব্য ॥ ক্রমশঃ—

অথ সৌভাগ্যকরণ।

গোরোচনাকুর্ঘ্যমাতাঃ বস্ত্র নাম সংলিখ্য মধুযথো দ্বাপয়েৎ সখাঃ সৌভাগ্যং ভবতি। গোরো-
চনয়া ভূর্জো বস্ত্র নামাভিলিখ্য মধুযথো দ্বাপয়েৎ সৌভাগ্যং ভবতি। কুর্ঘ্যমগোরোচনামত্বেন
বস্ত্র নাম সংলিখ্য মধুযথো দ্বাপয়েৎ সৌভাগ্যং ভবতি ॥

গোরোচনা ও কুর্ঘ্যদ্বারা ভূর্জপত্রের বাহার নাম লিখিয়া মধুযথো দ্বাপন করিবে,
সেই ব্যক্তি সৌভাগ্য লাভকরিবে। গোরোচনাদ্বারা ভূর্জপত্রের বাহার নাম লিখিয়া

মুখ্যে স্থাপনকরিলে সেই মানব সৌভাগ্যবান হইবে। কুহুম, গোয়ালচন্দ্র ও জালজায়া ভূজপত্র বাহার নাম লিখিয়া মধুমধ্যে স্থাপনকরিবে, সেই মধুময়ের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

ক্রমশঃ—

অথ ক্রোধ উপশম।

কটকের ভালপড়ে নামাভিলাষ কর্দমে স্থাপনকর। কুপিতঃ প্রসন্নো ভবতি। গোয়ালচন্দ্র ভূজপত্র বাহার নাম লিখিয়া পুরোষধ্যে স্থাপনকর, কুপিতঃ প্রসন্নো ভবতি। ও শান্তে প্রশান্তে সর্বকুছোপশমিষ্যাহ। অনেক মন্ত্রেণ ত্রিসেকাং সপ্তবারমুখং মুখং মাঙ্করেন। ততঃ ক্রোধোপশমদো ভবতি। এসাদেশো ভবতি।

ভালপড়ে কটকদ্বারা বাহার নাম লিখিয়া কর্দমে সংস্থাপনকরিবে, সেই ব্যক্তি কুপিত হইলেও প্রসন্ন হইবে। আর গোয়ালচন্দ্রদ্বারা ভূজপত্র বাহার নাম লিখিয়া মধুমধ্যে স্থাপনকরা যায়, সেই ব্যক্তির ক্রোধশান্তি হয়। ও শান্তে প্রশান্তে সর্বকুছোপশমিষ্যাহ, এই মন্ত্র ত্রিসেকা সপ্তবার জপ করিয়া মুখমার্জন করিলে ক্রোধশান্তি হইয়া প্রসন্ন হয়।

ক্রমশঃ—

অথ গজনিবারণ।

বিষপত্র চূর্ণিত মূলঃ কুর্ধ্যাক্ত ভং সমন। তলিষ্টাকং নরং দুষ্ট। দূরে গচ্ছতি কুজরঃ। মূলঃ মকটবল্যাস্ত বাহো বন্ধক মুর্ছনি। দুষ্টদন্তিহরঃ দূরং চিত্রং সংযাতি জায়তে।

ভজনকালে বিষপত্র গ্রহণ করিয়া তাহা স্তম্ভ চূর্ণকরিবে, এই চূর্ণদ্বারা সর্বাঙ্গ অমূলিগ্ন করিলে তাহাকে দর্শনমাত্র হস্তী দূরে পলায়ন করে। আর আলকুশীলতার মূল বাহতে কিছা মস্তকে বন্ধনকরিলে দুই হস্তীও দূরে পলায়ন করে।

ক্রমশঃ—

অথ অদাতাকে দাতাকরণ।

গোয়ালচন্দ্রা শ্বানামিকারজেন ভূজপত্র বাহার নাম লিখিয়া মধুমধ্যে স্থাপনকর স অদাতা দাতা ভবতি।

বীষ অনামিকাকুলির রক্ত ও গোয়ালচন্দ্রদ্বারা ভূজপত্র বাহার নাম লিখিয়া মধুমধ্যে স্থাপন করায়, সেই ব্যক্তি অদাতা হইলেও দাতা হয়।

ক্রমশঃ—

অথ নৌকাস্তম্ভন।

জরগাং কীরকটিষ্ঠ কীলং পকাজুলং ক্রিপেং। নৌকামধ্যে তদা নৌকাস্তম্ভনং জারতে ধ্রুবঃ।

ভরগীনকালে ঐদুধর, অথবা ও বটাদি কীরীকৃষ্ণের পঞ্চাঙ্গুলপরিমিত এক এক পণ্ড কাঠ নৌকামধ্যে নিক্ষেপকরিলে নৌকাস্তম্ভন হয়।

ক্রমশঃ—

অথ মেঘস্তম্ভন।

ইষ্টকষয়সমুদ্রমধ্যে মেঘসংখ্যকচতুরস্রঃ বিলিখ্য উদ্যানে স্থাপনকর তদা মেঘান্ স্তম্ভয়তি। যত্রঃ ও মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় বাহ।

একখানা ইষ্টকের উপরে মেঘসংখ্যায় অর্থাৎ চারিটি চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে আর একখানা ইষ্টক চাপা দিয়া ও মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় বাহ, এই মন্ত্রে ঐ ইষ্টকদ্বয় কোন উদ্যানে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, ইহাতে মেঘস্তম্ভন হয়।

ক্রমশঃ—

অথ নিদ্রাস্তম্ভন।

মূলঃ বৃহত্যা মধুকং পিষ্ট। নস্তং সমাচরেন। নিদ্রাস্তম্ভনমেতচ্ছ মূলমেঘেন ভাবিতঃ।

যদ্বিমধু ও বৃহতীর মূল একত্র পেষণকরিয়া নস্ত গ্রহণকরিলে নিদ্রাস্তম্ভন হয়।

এই ঐষধ মূলদেব বলিরাছেন।

ক্রমশঃ—

অথ শত্রুস্তম্ভন।

কপিখত চ বন্দ্যকং কুড়িকার্যং সমাহরেন। বস্ত্রসংযুক্ত দেবত পশুস্তম্ভনকং পরং।

কপালের পরগাছা কুড়িকানকালে আহরণ করিয়া মুখে ধারণকরিলে দেবতা-সিপেরও শত্রুস্তম্ভন হয়।

ক্রমশঃ—

অথ গোমহিষাস্তম্ভন।

ইষ্টতামি হস্তাধিঃ পিষ্টকং তলে ধ্রুবং। গাং মেঘীং মহিষীং বাহীং স্তম্ভয়ৎ করিষ্যমি।

উষ্টের অধি গোষ্ঠিহানের চতুর্দিকে ভূমিমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলে গো, মেঘী, মহিষী, ঘোটকী, হস্তিনী প্রভৃতি স্তম্ভিত হয়।

ক্রমশঃ—

অগ্নিস্তম্ভন।

সমুখা হিমবস্ত্রঃ অপিতা যেন তাড়িতঃ। বহিঃ পাখ্যতি রৌদ্রোপি রক্তবানে গৃহে সতি। ও হিমাচলতোত্তরে ভাগে মারিচো নাম রাক্ষসঃ। তত্ত মূত্রপূরীভাভ্যাং হত্যাং স্তম্ভয়ামি বাহ। গৃহদাহসময়ে ও হিমাচলতোত্তরে ভাগে মারিচো নাম রাক্ষসঃ। তত্ত মূত্রপূরীভাভ্যাং হত্যাং স্তম্ভয়ামি বাহ, এই হিমবস্ত্র সপ্তবার জপকরিয়া ভূমিতে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ অতিপ্রচণ্ড বহিও নির্বাপিত হয়।

ক্রমশঃ—

জলস্তম্ভন।

পদ্মকং নাম যদ্রব্যাং মূত্রচূর্ণিত কারয়েৎ। বাপীকুপতড়াগে নিক্ষেপেয্যতে জলঃ। নমো ভগবতে জলঃ স্তম্ভয় বঃ পঃ। অয়ং মন্ত্রঃ সর্বজলে সিদ্ধিঃ।

পদ্মকনামক দ্রব্য আনিয়া তাহা অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ পুকুরিণী, কূপ ও দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপকরিলে ঐ সকল জলাশয়ের জল স্তম্ভিত হয়। ও নমো ভগবতে জলঃ স্তম্ভয় বঃ পঃ, এই মন্ত্রে উক্ত চূর্ণ নিক্ষেপকরিতে হইবে। সর্বপ্রকার জলস্তম্ভন কার্যেই এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে।

মেঘান্তঃ লাবুপিষ্টেন কণ্ডবাং পাঙ্ককারয়ঃ। গোখাচর্ম্মবয়ঃ বন্ধঃ কৃষ্ণাকচর্ম্মরেঙ্কলে।

ঘোষাকল ও অলাবু একত্র পেষণকরিয়া তদ্বারা পাঙ্ককাষয় প্রস্তুতকরিবে। ঐ দুই খানি পাঙ্ককা গোলাপের চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়া লইবে। উক্ত পাঙ্ককাষয় আরোহণ করিয়া জলের উপরে সঞ্চরণ করিতে পারে।

মকরন্ত শৃগালন্ত মকুলন্ত বসাবৃতঃ। জলসর্পিণরোপেতমৈবতৈলেন পাচয়েৎ। তেন নস্তঃ কর্ণলেপঃ কৃদ্বা সান্তম্ভয়েঙ্কলে। ও নমো ভগবতে রুদ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানায় জলঃ স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ।

মকর, শৃগাল ও বেজি, ইহাদিগের বসা এবং জলসর্পের মস্তক, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হরিণের তৈলের সহিত পাককরিবে। এই তৈলদ্বারা নস্তগ্রহণ ও কর্ণলেপন করিলে জলস্তম্ভন করিতে পারে, অর্থাৎ জলমধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিতে সমর্থ হয়। ও নমো ভগবতে রুদ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানায় জলঃ স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ এই মন্ত্রে উক্ত কার্য করিবে।

ক্রমশঃ—

বুদ্ধিস্তম্ভন।

ভুজরাজোহপ্যাপামার্গঃ সিদ্ধার্থঃ সহদেবিকা। তুলাঃ তুলাঃ বচাশ্বেতাঃ দ্রব্যমেঘাঃ সমাহরেন। লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য দ্বিদিনান্তে সমুচ্চরেন। তিলকৈঃ সর্বভূতানাং বুদ্ধিস্তম্ভনকং ভবেন। ও নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্বমুখীভ্যাং বিশ্বামিত্রায় বিশ্বামিত্র আজ্ঞাপরতি। শত্ৰুঃ আগচ্ছাগচ্ছ বাহ। উক্তযোগস্তায়ঃ মরঃ। অনেক মন্ত্রেণ মদীঃ প্রবিষ্টঃ কৃতাজ্ঞলিপ্তরয়েৎ। শত্ৰুণাং বুদ্ধিস্তম্ভো ভবতি।

ভুজরাজ, অপামার্গ, শ্বেতসর্ষপ, দণ্ডোৎপল, বচ, ও শ্বেত আকন্দের মূল, এই সকল আহরণ করিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে, দুই দিবস পরে তাহা উত্তোজনকরিয়া তদ্বারা তিলক করিলে সর্বভূতের বুদ্ধিস্তম্ভন হয়। ও নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্বমুখীভ্যাং বিশ্বামিত্রায় আগচ্ছ আগচ্ছ বাহ। এই মন্ত্র জপকরিয়া সিদ্ধ হইলে বুদ্ধিস্তম্ভন কার্য সফল হইবে।

ক্রমশঃ—

দেহরঞ্জন।

এলাটপত্রকচন্দ্রমনি তোরাক্ষা শিগ্রঃ ঘনামরানি। স পৌরতোহয়ঃ সুররাজবোধ্যঃ খ্যাতঃ হৃৎকো মরমোহবোধ্যঃ।

এলাট, শটী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, বালা, হরীতকী, সজিনা, মুখা, কুহু এবং অন্যান্য স্পর্শকি দ্রব্য, এই সকল পেষণকরিয়া গাত্রোষর্জন করিলে দেহে সুরক হয়। এই গাত্রোষর্জন ঐষধ দেবরাজের বোধ্য। এই গন্ধ বে আশ্রয়করিবে, সেই ব্যক্তি সৌখিন হইবে।

ক্রমশঃ—

মুখরঞ্জন।

মাসিককৃষ্ণবর্ষসংসারঃ সর্কটো যাকিসংসৃতক। হিহো মুখতে পুরুষজ্ঞাতো কবোতি
পুংসাঃ মুখবাসমিহিঃ। চূর্ণঃ মুখাকেশরকৃষ্টকান্যঃ প্রাতর্দিনান্তে পরিলেচি বা জী। অপ্যর্জমানেন
মুখত বাসঃ কপূরতুল্যো ভবতি প্রকাশঃ।

আমের আঠি, জামের আঠি ও পদ্মমূল, এই সকল পেষণকরিয়া মধুর সহিত
রাজিতে মুখে ধারণকরিলে পুরুষের মুখের চূর্ণক নষ্ট হইয়া অগন্ধ বৃদ্ধি পায়।
আর মুখাংশু, নাগকেশর, কুড় এই সকল সমতাগে চূর্ণকরিয়া জীপণ প্রত্যাহ
প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে লেহনকরিবে, এইরূপ একপক্ষপর্যন্ত লেহন করিলে,
সেই জীর মুখে কপূরতুল্য অগন্ধ হইবে ॥

ক্রমশঃ—

কেশরঞ্জন।

ত্রিকলা জৌহরুর্ক ইকুত্বদনতথা। কৃষ্ণমুস্তিকা সার্কি তাণ্ডে মাসঃ নিরোধয়েৎ। তন্মোপা-
ব্রজতে কেশান্ চতুর্দ্বাসঃ হিরো ভবেৎ।

ত্রিকলা, জৌহরুর্ক, ইকুত্ব, ভূজরাজের রস ও কৃষ্ণমুস্তিকা এই সকল দ্রব্য সম-
পরিমাণে একত্র মিশ্রিতকরিয়া কোন পাত্রমধ্যে নিরুদ্ধ করত একমাস রাখিবে,
পরে এই ঔষধ কেশে লেপনকরিলে চারিমাসপর্যন্ত কেশ কৃষ্ণবর্ণ থাকে ॥

ক্রমশঃ—

চূর্ণগাকরণ।

জ্যোষ্ঠানক্রে নিম্ববল্যকং যন্তা অম্রে বীরতে সা চূর্ণগা ভবতি।

জ্যোষ্ঠানক্রে নিম্ববৃক্ষের পরগাছা আহরণকরিয়া বাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করা
যায়, সেই নারী চূর্ণগা হয় ॥

ক্রমশঃ—

নিজ্রালুকরণ।

ও শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা। মহানিজ্রালুকীঃ দেবীঃ মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ। মূলক
কাকজজ্বায়া ধারয়েৎ যঃ শিখোপরি। মন্ত্রেণৈবাবিতঃ বেবাঃ ভবেদ্রিহা বলীরসী।

ও শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা। এই মন্ত্রে নিজ্রাদেবীর পূজা করিবে।
যে ব্যক্তি কাকজজ্বার মূল ও শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে স্বাহা, এই মন্ত্রে
অতিমন্ত্রিত করিয়া মস্তকে ধারণকরে, তাহার অতিশয় নিজ্রা হয় ॥

ভৈরব গৃহমধ্যে চ মন্ত্রঃ শতত্রয়ঃ জপেৎ। মহানিজ্রালুকী ভূবা সর্কো হুপ্রাবিতা জনাঃ।

গৃহমধ্যে উক্ত মন্ত্র তিন শতবার জপ করিলে মহানিজ্রালুকী দেবী আগমন
করেন ও সেই গৃহস্থিত সকল মল্লভা নিজ্রিত হয় ॥

গোরের মাটি পোহুও মানমাটি ম্পানমুস্তিকা নিজ্রালুকী পত্র ফুলবারে সংগু একীকৃত্য অনেক
মন্ত্রেণ গৃহে নিক্ষেপেৎ মল্লভাণাঃ সাত্তে চ ন কেচিৎপি জাগ্রতি।

গোরের মাটি, গরুর মুণ্ড, মানস্থানের মূস্তিকা, ম্পানানের মূস্তিকা ও নিজ্রালুকী
পত্র, এই সকল দ্রব্য মল্লভাণে একত্র করিয়া ও শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিনি মহানিদ্রে
স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠপূর্বক মল্লভাণের পরীয়ে ও গৃহে নিক্ষেপকরিলে সেই গৃহে কোন
ব্যক্তি জাগ্রত থাকিতে পারে না ॥

ক্রমশঃ—

নিগড়াদিভঞ্জন।

হপকারিষ্টিকা কৃষ্ণবর্ষী প্রাক্তম বোধিতঃ। পুষ্কচূর্ণতঃ কৃতা মোহকিটমথাপি বা। হুই-
রক্ঃ দ্বীকৃত্য তিলতৈলেন লেপিতঃ। চক্ষুর্লোপটিকাঃ কৃতা মহালোহঃ তিনমথ্যি।

ইষ্টক ও কৃষ্ণসিদ্ধ হুইচূর্ণ করিয়া তাহার সহিত মোহমল মিশ্রিত করিবে। পরে
হুইচায়া দ্রুতরক্ প্রাক্তম করিয়া তাহাতে তিলতৈল লেপন করিবে, অনন্তর ঐ
রক্ তে পূর্বকৃত চূর্ণ মাখাইয়া লইবে। এই রক্ দ্বারা মহালোহ তত্ত্ব করিতে
পারি যায় ॥

ঐ রক্ কপূরতে কৃতাঃ উচ্চামসেবয়ার বহুতপার মাধারপয়ার হয় বল বুজা বুজা বুজ
বুজ বালাকৌতুকেজ্ঞানসর্গকার ঐ ঐ বাহা। ঐ রক্ সর্গযোগারভিহা সিদ্ধি।

ও নমো ভগবতে কৃত্যঃ উচ্চামসেবয়ার বহুতপার মাধারপয়ার হয় বল বুজা বুজা বুজ

বুজা বুজ বুজ বালাকৌতুকেজ্ঞানসর্গকার ঐ ঐ বাহা, এই মন্ত্রে অতিমন্ত্রিত করিয়া
পূর্বোক্ত কার্যসকল সাধন করিলেই কলসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥

ক্রমশঃ—

শক্তবৃদ্ধি।

পূর্নাবাচ্যার্থকঃ চ বলাঃ বিজীতসত্তবাঃ। শক্তবলো ক্রিপেতেন শক্তবৃদ্ধিসং প্রবৎ।

পূর্নাবাচ্যার্থক্রে বহেতাবৃক্ষের পরগাছা আহরণকরিয়া শক্তক্রে নিক্ষেপ
করিলে নিশ্চয় শক্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥

ক্রমশঃ—

শত্রুজ্ঞানরণ।

অবধকীলমবিভাঃ বজ্র গেহে বলাহুলৎ। হাপরেবীর্ষবাতা ভাঙতাপি নহি মংগেঃ।

শত্রুজ্ঞানপরিমিত অবধবৃক্ষের কীলক অধিনীনক্রে গ্রহণপূর্বক বাহার গৃহমধ্যে
সংস্থাপন করাবার, সেই ব্যক্তি বহুকালপর্যন্ত বিনেদে শ্রমণ করিয়া থাকে, ইহার
সংশয় নাই ॥

ক্রমশঃ—

অশ্বমারণ।

কৃষ্ণজীরকচূর্ণেন অজিতাতো ন শক্ততি। তত্রেন কালরেতসুঃ হুহো ভবতি ঘোটকঃ।

কৃষ্ণজীরক চূর্ণদ্বারা অশ্বের চক্ষু অজিত করিলে অশ্ব দেহিতে পার না এবং
ঘোল দিয়া চক্ষু কালনকরিলে সেই ঘোটক মৃত হয় ॥

ক্রমশঃ—

গোপানাং চূর্ণনাশনং।

বিক্রিপেদহুহাধাঃ অশ্বকাটক কীলকম্। অষ্টাঙ্গুলঃ গোপনেহে গোহুহা পরিণততি।

অহুহাধানক্রে অষ্টাঙ্গুলপরিমাণ জামকাটের কীলক গোপগৃহে নিক্ষেপ
করিলে সেই গোপের গৃহস্থিত গোহুহা নষ্ট হইয়া যায় ॥

ক্রমশঃ—

বাক্যসিদ্ধি।

কৃত্তিকারঃ মূহীবৃক্ষল্যক ধারয়েৎ করে। বাক্যসিদ্ধিভবেত মহাকৃত্তিকীং বৃত্তাঃ।

কৃত্তিকানক্রে মূহীবৃক্ষের পরগাছা আহরণকরিয়া হস্তে ধারণকরিলে তাহার
বাক্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা অতিআশ্চর্যজনক ব্যাপার ॥

ক্রমশঃ—

ধনধান্যাক্ষয়করণ।

ধকে চ পূর্বকৃত্তিকাঃ দাড়িমীবৃক্ষসত্তবাঃ। বৃক্ষাবনী ধনে বেদা অক্ষয় ভবতি প্রবৎ।

পূর্বকৃত্তিকানক্রে দাড়িমীবৃক্ষসত্ত্ব গুলকলতা আনিয়া সজিত ধনে দিলে সেই
ধন অক্ষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যয়ে তাহার হ্রাস হয় না ॥

ক্রমশঃ—

বধিরতা দূরীকরণ।

শিখরিকারমুস্তকেন মলেন তৎকৃত্তককেন সাধিতঃ তিলমঃ। অপহরতি কর্ণনাং বাধিষ্ণ-
কাপি পুরণাৎ।

অপানার্গের কারমুস্তক জলে তাহার ককের সহিত তিলতৈল পাককরিবে। এই
তৈলে কর্ণ পূরণকরিলে কর্ণনাশ ও বধিরতা দূর হয় ॥

হলমূলকবারেণ তৈলমহাং বিপাচয়েৎ। প্রত্যং ককঃ প্রবাহেব বাধির্ঘো পরবৌধৎ।

হলমূল অর্থাৎ বিষ, ভোণা, গাজারী, পারলী, গনিরারি, শালপানি, চাভুলিয়া,
বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকলের মূলের কাষ ১৬ সের লইয়া তাহাতে
তৈল ৪ সের পাক করিবে এবং পাককালে ঐ হলমূল পেষণকরিয়া তাহাতে
দিবে। বিধিপূর্বক এই তৈল পাককরিয়া তাহার কর্ণ পূরণকরিবে। ইহা
বধিরতারোগের মহৌষধ ॥

ক্রমশঃ—

মস্তদূরীকরণ।

বহুতিকাঃ জরা পুখা মূলবা হরবারজঃ। চলকতা মূল বাস্তি প্রত্যোকঃ বস্তাববাতঃ।

ভেঁতুল, জরাজী, পরপুখা কিবা করবীহৃক্ষের মূলদ্বারা বস্তাবাব করিলে
চলিত মস্ত দূর হয় ॥

তাম্রপাণ্ডে ককঃ পাচ্যবতরচূর্ণকঃ মধু। পিহি। চ শুক্লা কাষ্ঠা বৈতর্পিয়া কপিঃ হরৎ।

হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত পেণকরিয়া তাল্পায়ে কিছুকাল পাককরিবে এবং তাহারারা শুটিকা প্রভৃত করিয়া মুখে ধারণকরিলে দন্তের ক্রমি বিনাশ পায় ॥

ক্রমশঃ—

অত্যাচারকরণ ।

নরনারীঃ সকলকর্তব্যমতিব্রহ্মণঃ । প্রাতঃ পূর্ণানি সংগৃহ্য যান্দি নিরসি ধারণেৎ ।
কৌপীনঃ সংপরিভাষ্য ভূতঃকেন্দ্রো ভীমসদেবঃ ।

সন্ধ্যাকালে একটি বটবৃক্ষ অভিযন্ত্রিত করিয়া রাখিবে । পরদিবস প্রাতঃকালে ঐ বৃক্ষের পুষ্প আনিয়া মালা প্রদানপূর্বক মন্তকে ধারণকরিবে । তৎপরে কৌপীন পরিভ্যাগ করিয়া ভোজন করিতে বসিলে ভীমের স্তার ভোজন করিতে পারে ॥

ক্রমশঃ—

অনাহার ।

অন্নানি কুকলাসত্ত মজ্জা করজাবীজকঃ । পিষ্টা তদুত্তলিকাঃ কৃথা ত্রিলোহেন তু বেষ্টিতাঃ ।
তাং যজ্ঞে ধারণেৎ বোহসৌ ক্ষুণ্ণপিপাসা ন বাধতে । ও শাং চাঃ শরীরমমৃতমাকর্ষয় বাহা ।

কুকলাসের অন্ন (নাড়ীভূজী) এবং করজাবীজের শাঁস একত্র পেণকরিয়া শুটিকা করিবে । এই শুটিকা ত্রিলোহদ্বারা বেষ্টন করিয়া মুখে ধারণকরিবে । যে ব্যক্তি ও শাং চাঃ শরীরমমৃতমাকর্ষয় বাহা, এই মন্ত্র পাঠপূর্বক উক্ত কার্য্য করিবে, তাহাকে কুথা কিংবা পিপাসা কোম ক্লেশ দিতে পারে না ॥

ক্রমশঃ—

পাচুকাসাধন ।

অবনমসেহুদীভৈলৈঃ পেণয়েৎ বেতসর্ষপঃ । তন্নিগুহত্তপাযজ্ঞ যোজনানাং শতং ত্রয়েৎ ॥

অবনাল ও ইন্দুরীকলের তৈলের সহিত বেতসর্ষপ পেণকরিবে । পরে ঐ পিষ্ট-ব্রহ্মদ্বারা হস্তপদ লেপনকরিলে সেই ব্যক্তি শতযোজন গমনকরিতে পারে ॥

ক্রমশঃ—

বৃশ্চিকবিষনিবারণ ।

শিরীষবীজঃ গোমেঘঃ দাড়িমস্ত চ মূলকঃ । অর্ককীরহুতঃ হস্তি ধূপো বৃশ্চিকমঃ বিষম্ ।

শিরীষবীজ, গোমেঘ, দাড়িমের মূল ও আকন্দের ছুই এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ পায় ॥

পুত্রজীবকলায়জ্জাঃ পলাশোথাঃ করজাবীজঃ । মজ্জাঃ তোরৈঃ প্রলেপোৎসঃ হস্তি বৃশ্চিকমঃ বিষম্ ।

জীবপুত্রিকাকল, পলাশবীজ এবং করজাবীজ এই সকলের মজ্জা একত্র জলের সহিত পেণকরিয়া দংশহানে লেপনকরিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ পায় ॥

হিঙ্গু বা জললেপে বৃশ্চিকোৎসঃ বিষঃ হরেৎ ॥

হিঙ্গু জলের সহিত গুলিয়া দংশহানে লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয় ॥

ক্রমশঃ—

মূষিকবিষনিবারণ ।

বৃহস্পাং সমাহার পিষ্টা তদুত্তলবারিণা । লেপাদামুবিষঃ হস্তি পিবেদা কীরশাচিভাম্ ।

বৃহগোধিকা, অর্থাৎ টিকটিকী তত্তুলোদকের সহিত পেণকরিয়া দংশহানে লেপনকরিলে ইন্দুরবিষ বিনাশ পায় ; অথবা উহা ছুইয়ের সহিত পাককরিয়া পানকরিলে ইন্দুরবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥

ক্রমশঃ—

কুকুরবিষনিবারণ ।

ভক্তং তৈলমাক্ষরিক লেপাদামুবিষঃ হরেৎ ॥

ইক্ষুভুজ, তৈল ও আকন্দের ছুই এই সকল একত্র পেণকরিয়া দংশহানে লেপনকরিলে কুকুরদংশনজন্য বিষপীড়া নিবারণ হয় ॥

উন্নতভ্রমোবটানাং কুমারীদলসৈবম্ । হৃৎকোং বহুরেং পিষ্টা ত্রিবিধাঃ হৃৎবাহম্ ।

উন্নত কুকুরের দংশন করিলে স্তম্ভকুমারীপত্র ও সৈবর পেণকরিয়া কিঞ্চিৎ ঝিক করিবে এবং দংশহানে বন্ধনকরিয়া রাখিবে । তিন দিন পরে ঐ বন্ধন খুলিয়া লিবে, ইহাতে কুকুরবিষ বিনষ্ট হয় ॥

ক্রমশঃ—

মৎস্তবিষনিবারণ ।

মৃদ্বিমৎস্তবিষঃ বেদাৎ কিঞ্চিদমৃতসমমিতাৎ ॥

শুকীমৎস্তের কষ্টক বিদ্ধ হইলে ক্ষতস্থানে মৃত মাখাইয়া অগ্নিতে বেদ দিবে, ইহাতে সেই বিষবেদনার শক্তি হয় ॥

ক্রমশঃ—

ব্যাভ্রাদিবিষনিবারণ ।

তথা নিম্বচকৈব শরীরকৃৎসঃ তথা । উকোদকেন লেপঃ ভ্রাম্ববৃষবিষাপহঃ । তথা দার-
হরিজাঃ লেপো দন্তবিষাপহঃ ॥

নিম্ববৃক্ষের ছাল ও শরীরকৃৎসঃ তথা একত্র উকোদকের সহিত পেণকরিয়া লেপ দিলে, নখ ও দন্তাঘাতজন্য বিষ বিনষ্ট হয় এবং ক্ষতস্থানে দারহরিজা লেপন-
করিলে দন্তবিষ নিবারণ হয় ॥

ক্রমশঃ—

সর্বজন্তুবিষনিবারণ ।

পুত্রজীবকলায়জ্জাঃ শীততোরেন পেণিতাম্ । লেপনাজ্জননৈস্ত্র পানাদা নিষ্করাজতঃ । বায়-
মৃদ্বিকোনাগবৃশ্চিকাদিবিষঃ হরেৎ ॥ দুঃসহঃ বহিঃ চান্ত বিকোটক বিনাশয়েৎ ॥

জীবপুত্রিকাকলের শাঁস শীতলজলের সহিত পেণকরিয়া ছুই রতি পরিমাণে লেপন, অজ্ঞন, নস্ত বা পানে প্রয়োগ করিলে ব্যাভ্র, মৃষিক, গো, সর্প ও বৃশ্চিকাদির বিষ বিনষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনে অস্ত্রাভ্র দুঃসহ বিষ ও বিকোটক বিনাশ পায় ॥

ক্রমশঃ—

অথ সর্পবিষপ্রতিকার ।

সর্পসকল অশীতিপ্রকার । বিষবিদ্যাং বিদ্যাগণ তাহাদিগকে পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—দর্কীকর, মণ্ডলী, রাজীমস্ত, নির্জিব ও বৈকরজ । যে সকল সর্পের মন্তকে চক্র, লাজল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশাকার চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্কীকর বলে । দর্কীকর সর্প কণাবিশিষ্ট ও শীত্ৰগামী । যে সকল সর্প দ্বিবিধ মণ্ডলাকার চিহ্নে চিত্রিত, স্থল, মন্দগামী ও প্রদীপ্তস্বর্ষের স্তায় আভা-
বিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী বলে এবং চাকচৈক্যশালী ও শরীরের উজ্জ্বল-
ভাগে বিবিধবর্ণের বেথাকার চিহ্নদ্বারা চিত্রিত যে সকল সর্প, তাহাদিগকে রাজীমস্ত বলে । মুক্কা কিংবা রৌপ্যের স্তায় আভাবিশিষ্ট অথবা কপিলবর্ণ সর্পকেও রাজীমস্ত বলিয়া থাকে ॥

সর্পসকল চারি জাতি, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । যে সকল সর্পের শরীরে সঙ্গল ও স্ববর্ণের স্তায় আভা আছে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলে । যে সকল সর্প চাকচৈক্যশালী ও আভ্রোবী, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতি, তাহাদিগের শরীরে চক্র, স্বর্ঘ্য, ছত্র বা পদ্মের স্তায় চিহ্ন থাকে, তাহাদিগের শরীর কৃষ্ণ, রক্ত, ধূস্র, অথবা পারাবতের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট এবং তাহাদের শরীর বজ্রবৎ দৃঢ়, তাহারা বৈশ্য-
জাতি এবং যে সকল সর্পের শরীরে মনুষ্য কিংবা হস্তীর স্তায় বর্ণবিশিষ্ট, চর্ম অতি-
কর্কশ, তাহারা শূদ্রজাতি ॥

সর্পমাত্রই পুরুষ, জীতি নপুংসক এই তিনপ্রকার ; যে সকল সর্পের চক্ষু, জিহ্বা, মূণ ও মস্তক বৃহৎ, তাহারা পুরুষ । তাহাদের চক্ষুপ্রভৃতি ক্ষুদ্র, তাহারা স্ত্রী এবং তাহাদের চক্ষুপ্রভৃতি মধ্যমাকার, তাহারা নপুংসক । নপুংসক সর্প কোষহীন ও মন্দবিষ, অর্থাৎ তাহাদের বিষ শীঘ্র সঞ্চয় করে না ॥

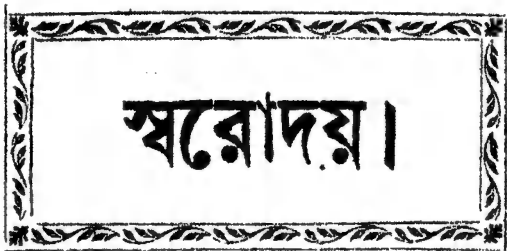
সর্পদংশন কষ্ট তিনপ্রকার, যথা—সর্পিত, রসিত ও নির্জিব । যে দংশনে একটি অথবা অধিক গুলি দন্তের গভীর চিহ্ন রক্তবিশিষ্ট হইয়া কুলিয়া উঠে ও দংশনস্থান বিকৃত হইয়া উঠে, তাহাকে সর্পিত বলে । যে দংশনস্থানে রক্ত, মীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃশ্য হয়, তাহাকে রসিত বলা যায় । যদি দংশনস্থান কুলিয়া না উঠে, অথবা বিকৃত হইয়া উঠে, তাহাকে নির্জিব বলা যায় । নির্জিব দংশনস্থান কুলিয়া না উঠে, অথবা বিকৃত হইয়া উঠে, তাহাকে নির্জিব বলা যায় ॥

ক্রমশঃ—

রোগীর লক্ষণদৃষ্টে সর্পনির্ণয় ।

দক্ষীকরসর্পদংশনে দষ্টব্যক্তির চর্ম, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও মংশস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরের রক্ততা, মস্তকের ভার, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্বলতা, জ্বরণ, কন্ঠ, বাক্যের অবসন্নতা, গলার বড় বড় শব্দ, শরীরের জড়তা, গুড়উল্লার, শ্বাস, কাস, হিকা, বায়ুর উর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাশ্রাব, কোণিঃসরণ, ইন্দ্রিয়ের অবরোধ এবং বায়ুজন্তু অস্ত্রাশ্রুপ্রকার বাতনা জন্মে ॥

ক্রমশঃ—



যে শ্বাসপ্রশ্বাস মানবের নাসাপুটদ্বয়ের মধ্যে অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, ঐ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমে কোন কোন নাড়ীর শক্তিবলে বখানিয়মে চলিতেছে? শ্বাসবহনকালে কিরূপে নাসাপুট মধ্যে বায়ুরূপী পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে? কিরূপে স্বরসাধন করিতে হয়? শ্বাসদ্বারা মানবের কি কি কল সাধিত হইয়া থাকে? বায়ুরূপী পঞ্চতত্ত্বদ্বারা কিরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালের ঘটনা গণনা করা যায়? কোন নাসার শ্বাসবহনকালে কি কি কার্য্য করিতে হইবে? প্রয়োজনবশত কিরূপে এক নাসিকার শ্বাস অল্প নাসিকায় পরিবর্তিত করা যাইতে পারে? কোন নাসিকায় শ্বাসবহনকালে উপাত্তদেবতার জাগ্রদবস্থা জানা যায়? কোন নাসিকায় শ্বাসবহনকালে উপাত্ত-দেবতার নিদ্রাবস্থা পরিজ্ঞাত হয়? কোন নাসিকায় শ্বাসবহনকালে কোন তত্ত্বের উদয়কালে ভ্রাতাও কল্প করিবে? কিরূপে এই শ্বাস ও তত্ত্বদ্বারা প্রমের, সখৎসরের, বৃক্ষের, রোপের, গর্ভের ফলাফল ও মৃত্যুকালজান জন্মে? কিরূপে দেবীবলীকরণ করিতে হয়? ইত্যাদি যে শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাকে স্বরোদয়শাস্ত্র বলে ।

এই স্বরোদয়শাস্ত্র শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়, এই বিষয়ে মহাদেব পার্শ্ব-তীকে যেরূপ বলিয়াছেন, এই স্থলে অগ্রে তাহা উদ্ধৃত করা গেল ।

শ্রুতাদিগুরুতরঃ সারমুপকারপ্রকাশকম্ । ইহং স্বরোদয়ঃ জ্ঞানং জানিনাঃ মন্তকোমণিঃ ॥
স্বহৃৎ সুশ্রুতরঃ জ্ঞানং স্ববোধং সত্যপ্রত্যয়ম্ । আশ্রয়ঃ নাতিকৈ লোকে আধারমাস্তিকৈ জনৈঃ ॥ ১ ॥ শাস্ত্রে শুদ্ধে সন্যাসারে শুভভক্তিকমানসে । দৃঢ়চিত্তে কৃতজ্ঞে চ দেয়ধৈর্য স্বরো-
দয়ম্ ॥ ২ ॥ শঠে চ দুর্জনে শূদ্রে অশান্তে গুরুলোপকে । হীনমন্তে হুরাচারে স্বরোদয়ঃ ন ধীরতে ॥
৩ ॥ শূন্যং কথিতং বেদি বেহস্ত জ্ঞানমুত্তমম্ । যেন বিজ্ঞানবাস্তবং সর্গজ্ঞঃ প্রজ্ঞারতে ॥ ৪ ॥
যে বেদান্ত শাস্ত্রাণি শ্বরে গাঢ়স্মৃত্তমম্ । শ্বরে সর্গক ত্রৈলোক্যঃ শ্বরে আশ্রয়রূপকঃ ॥ ৫ ॥
স্বহীনোহথ নৈবজ্ঞো নাপহীনো যথা গৃহম্ । শাস্ত্রহীনো যথা বক্তা শিরোহীনক যথপুং ॥ ৬ ॥
নাড়ীভেদং যথা প্রাণঃ ভবভেদং তথৈব চ । অমুখা মিজতেমক যো জ্ঞানতি স মুক্তিগঃ ॥ ৭ ॥ সাকারে
বা বিরাকারে শুভবায়ুরুলে কৃতে । কথয়ন্তি শুভং কেচিৎ স্বরজ্ঞানং বরাননে ॥ ৮ ॥ ত্র্যাক-
থপিত্তাধ্যঃ শ্বরেণৈব হি নির্দিষ্টম্ । সৃষ্টিসংহারকর্তা চ শ্বরঃ সাকারাহবরঃ ॥ ৯ ॥ স্বরজ্ঞানাৎ
পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরং বনম্ । স্বরজ্ঞানাৎ পরং শুভং ন বা দুষ্টং ন বা শ্রুতম্ ॥ ১০ ॥ শত্রুঃ
হস্তাৎ স্বরবলৈশ্চ মিত্রসমাগমঃ । লক্ষীপ্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ কীর্তিঃ স্বরবলৈশ্চ তথা ॥ ১১ ॥ কস্তাপ্রাপ্তিঃ
স্বরবলৈঃ স্বরবলৈ রাজদর্শনম্ । স্বরবলৈর্দেবতাসিদ্ধিঃ স্বরবলৈঃ কতিপোবনঃ ॥ ১২ ॥ স্বরবলৈ-
র্গম্যতে যেনৈ ভোজ্যঃ স্বরবলৈশ্চ তথা । লম্বীর্ঘং স্বরবলৈর্গলকৈব নিবারয়েৎ ॥ ১৩ ॥ সর্গশাস্ত্রপুরা
পাকিস্তিত্তিবেদ্যপূর্বকম্ । স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাত্তি কিঞ্চিৎ বরাননে ॥ ১৪ ॥ বায়ুরূপা-
দিকাঃ সর্গে বিখ্যাঃ সর্গৈকবিজ্ঞায়াঃ । অজ্ঞানমোহিতা মূঢ়া যাবজ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৫ ॥ ইহঃ
স্বরোদয়ঃ শাস্ত্রং সর্গশাস্ত্রোক্তমোত্তমম্ । আশ্রয়টপ্রকারার্থঃ প্রাণীপকলিকোপমম্ ॥ ১৬ ॥ যত্নে
কঠিনে পরমৈ ন বা শ্রোক্তঃ প্রমোহতবে । তন্মাদেতৎ স্বরং জ্ঞেয়বাস্তবৈবাস্তবমাদি ॥ ১৭ ॥ ন
তিথি র্চ ন কলং ন বায়ব্রহ্মদেবতা । ন বিষ্টি র্চ ব্যতীপাতো বিজ্ঞান্যাত্মতথৈব চ ॥ ১৮ ॥ সুযোগে
নৈব নৈবেদি প্রভৃতি কথ্যতঃ । প্রাণে স্বরবলে সিদ্ধিঃ সর্গসেব কলঃ শুভম্ ॥ ১৯ ॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র জ্ঞানিগণের মন্তকভূষণের মণিরূপ, ইহা শুধু হইতেও শুভ-
ভর, সুখ হইতে সুশ্রুতর এবং সত্যপ্রত্যয়জনক । এই স্বরশাস্ত্র নাতিক লোকের

পক্ষে আশ্রয়জনক, আত্মিক জন্ম ইহাকে জানের আধার বিবেচনা করেন ॥ ১ ॥
শাস্ত্র, শুভ, সন্যাসারী, শুভভক্ত, একমনা, দৃঢ়চিত্ত ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই স্বরোদয়শাস্ত্র
শিক্ষা দেওয়া বিধেয় ॥ ২ ॥ শঠ, দুর্জন, শূদ্র, অশান্ত, গুরুলোপী অর্থাৎ বাহারা শুক
বীকারকরে না, দুর্বল ও হুরাচারী জনকে স্বরজ্ঞানশিক্ষা দানকরিতে না ॥ ৩ ॥
দেবি ! তুমি শ্রবণ কর—আমি শরীরবিজ্ঞান উত্তররূপে বিবৃত করিতেছি । ইহার
জ্ঞানমাত্রই সর্গজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ স্বরশাস্ত্র হইতেই বেদ, গচ্ছবিদ্যা
(সকৌতবিজ্ঞান) ও অস্ত্রাশ্র শাস্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, যত্নেই জিজ্ঞাসন বর্তমান
আছে এবং স্বরশাস্ত্র হইতেই আশ্রয় স্বরূপ বিদিত হওয়া যায় ॥ ৫ ॥ কর্তব্যবিধি
বাচী, শাস্ত্রহীন বক্তা এবং মন্তকহীন দেহ বেদশ্রম অকরণ্য, স্বরহীন নৈবজ্ঞও
সেইরূপ ॥ ৬ ॥ পুরোক্ত নাড়ীবিচার, তত্ত্বনির্ণয় ও অমুখা নাড়ীর বিষয় যিনি জ্ঞাত
আছেন, তিনিই মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৭ ॥ থপিত্তাদি সমস্ত ত্র্যাক-
থরদ্বারাই নির্দিষ্ট হইয়াছে । সৃষ্টিসংহারকারী মহেশ্বর সাকার স্বররূপ ॥ ৮-৯ ॥
স্বরজ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বক্তা, ধন বা গোপনীয় বিষয় কিছুই কখনও দেখিতে না
তনিতে পাওয়া যায় নাই ॥ ১০ ॥ শত্রুবিনাশ, বহুসমাগম, লক্ষীপ্রাপ্তি, কীর্তিসমুদয়,
কস্তালাভ, রাজদর্শন, দেবতাসিদ্ধি, রাজবলীকরণ, দেশভ্রমণ, খাদ্যাহরণ, লম্বু ও
দীর্ঘ হওয়া, মননিবারণ ইত্যাদি সকল কার্য্যই স্বরবিজ্ঞানবলে সুসিদ্ধ হয় ॥ ১১-১৩ ॥
স্বর হইতে পুরাণ, স্মৃতি, বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্র উৎপন্ন হয় । সুশ্রু ! স্বরজ্ঞান অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ মিত্র জগতে আর কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥ নাম রূপাদি বাহ্য কিছু বিদ্যমান আছে,
সকলই মিথ্যা এবং ভ্রান্তিসমুদয় । মন্তব্য যে পর্য্যন্ত স্বরতত্ত্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়, সে
পর্য্যন্ত অজ্ঞানী ও মূর্খ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ এই স্বরোদয়শাস্ত্র সর্গশাস্ত্র অপেক্ষা
উত্তম, গৃহ আলোকিত করিবার মিমিত্ত প্রদীপপরিধা যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ
আশ্রয়প্রকাশনের জন্য স্বরোদয়শাস্ত্রের জ্ঞান অতি আবশ্যক ॥ ১৬ ॥ এই শাস্ত্র কোন
সাধারণ লোকের নিকট বলিবে না ; এই বিষয় আপনি পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাতাই
রাখিবে ॥ ১৭ ॥ স্বর অবলম্বনে যাত্রাদি কোন কার্য্য করিলে, তাহাতে তিথি, বার,
নক্ষত্র, গ্রহ, দেবতা, বিষ্টি, ব্যতীপাত ও অস্ত্রাশ্র বিজ্ঞ যোগ বিবেচনা করিবে না ।
স্বরজ্ঞানবলেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধি হয়, কোনপ্রকার বিয় তাহার বাধা জন্মাইতে
পারে না ॥ ১৮—১৯ ॥

এই স্বরসাধনকারী ব্যক্তিগণকে অগ্রে মানবশরীরের মধ্যে
যে সকল নাড়ী, বায়ু ও তাহার স্থান আছে, তাহা পরিজ্ঞাত
হওয়া কর্তব্যবিধায় তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে ।

সেহমধ্যে হিতা নাড়ো বহুরূপাঃ সবিস্তরাঃ । জাতবাস্তব বৃধৈর্মিতাঃ বেদহজ্ঞানহেতবৈঃ ॥ ১ ॥
নাতিজ্ঞানকলোদ্বিমুদুরাশ্বে নির্দিষ্টাঃ । দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি বেদহমধ্যে বায়বিতাঃ ॥ ২ ॥ নাড়ীহ
কুণ্ডলী শক্তিজুজ্জ্বলকারণাধিনী । ততো দশোদ্বিগা নাড়ো নৈববাং প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩ ॥ দেহে
তিথিগণতা নাড়া শতুর্গুণতিনঃখায়া । প্রাণা বায়বাত্ত্বাৎ স্বরবায়ুপ্রবাহকাঃ ॥ ৪ ॥ ত্রিধাপুঙ্খ-
মথত্যা বায়ুর্দেহসমমিতঃ । চক্রবত্ত্ব হিতাঃ বেদে সর্গাঃ প্রাণসমাজিতাঃ ॥ ৫ ॥ জাণাং মধ্যে
দশজ্ঞো দশানাঃ তিস্র উত্তমাঃ । ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব অম্বুরা চ তৃতীয়া ॥ ৬ ॥ গাছারী ততি-
জিহবা চ পূবা চৈব দশমিনী । অলম্বুবা কুহলৈব শম্বিনী দশমী তথা ॥ ৭ ॥ ইড়া বামে হিতা
ভাপে দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা । অম্বুরা মধ্যদেশে কু গাছারী বামচক্ষুবি ॥ ৮ ॥ দক্ষিণে হতিজিহবা চ
পূবা কর্ণে চ দক্ষিণে । শম্বিনী বামকর্ণে আনমে চাপ্যলম্বুবা ॥ ৯ ॥ কুহল জিহ্বদেশে কু মূলহাস
চ শম্বিনী । এবঃ বায়ঃ সমাজিতা তিষ্ঠন্তি দশবাচিকাঃ ॥ ১০ ॥ ইড়া পিঙ্গলা অম্বুরা চ প্রাণসম
সমাজিতাঃ । এতাহি দশনাভ্যন্ত দেহমধ্যে বায়বিতাঃ ॥ ১১ ॥ একটপ্রাণসকলং লক্ষয়েৎ বেদ-
মথতঃ । ইড়াপিঙ্গলাঅম্বুরাভ্যনাড়ীভিত্তিহৃৎকর্পঃ ॥ ১২ ॥ ইড়া বামে চ বিজ্ঞো পিঙ্গলা দক্ষিণে
মুখা । ইড়া নাড়ীহিতা বাবা ততোব্যাত্তা চ পিঙ্গলা ॥ ১৩ ॥ ইড়ারঃ সংহিতকলঃ পিঙ্গলারাক
ভাঘরঃ । অম্বুরা শতুর্গুণেশ শম্বুঃসমরূপকঃ ॥ ১৪ ॥ হংকারোনির্ণয়ে প্রোক্তঃ নকারস্ত্র প্রমে-
নমে । হংকারঃ শিবরূপেণ নকারঃ শক্তিরূপেণ ॥ ১৫ ॥ শক্তিরূপহিতকলো বিনবাড়ীপ্রাণ-
হকঃ । বক্তনাড়ীপ্রবাহক শতুর্গুণী দ্বিসপ্ততিঃ ॥ ১৬ ॥

শরীরের অভ্যন্তরে অনেক প্রকার সুবিধিত নাড়ী আছে। শরীরবিজ্ঞানের নিমিত্ত সেই সকল নাড়ী পণ্ডিতবর্গের জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য ॥ ১ ॥ নাড়ির নিয়ে মূলধারের উর্দ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহ্যন্তর হাজার নাড়ী সমস্ত ক্ষীণে ব্যাপ্ত হইয়া আছে ॥ ২ ॥ নাড়ীহিত কুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে শরীরে পরিণত করিয়া আছেন। পুরোক্ত নাড়ীসকলের মধ্যে দশটি নাড়ী উর্দ্ধদিকে এবং অপর দশটি অধোদিকে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩ ॥ অষ্ট চতুর্ভুজি নাড়ী ত্রিবিধগুণে শরীরের সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশ নাড়ী হইতে দশপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ দেহমধ্যে সমস্ত বায়ুপ্রবাহক নাড়ী ত্রিবিধ, উর্দ্ধ ও অধোভাবে অবস্থিত হইয়া চক্রাকারে প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫ ॥ এই সকল নাড়ীর মধ্যে দশটি প্রধান এবং এই দশটির মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রেষ্ঠ। এই তিনটি নাড়ীর নাম,—ইড়া, পিজলা ও সূর্য্য। উক্ত দশটি প্রধান নাড়ীর মধ্যে অপর সাতটির নাম,—গাকারী, হস্তিজিহ্বা, পুবা, বশবিনী, অলম্বুবা, কুহু এবং শিম্বিনী ॥ ৬—৭ ॥ বামদিকে ইড়া, দক্ষিণদিকে পিজলা, অধোদেশে সূর্য্য, বামচক্রে গাকারী, দক্ষিণলোচনে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণকর্ণে পুবা, বামকর্ণে বশবিনী, মুখে অলম্বুবা, লিঙ্গদেশে কুহু এবং মূলধারে শিম্বিনী—এই দশটি নাড়ী এইরূপে দশটি দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ইড়া, পিজলা ও সূর্য্য এই তিন নাড়ী প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া দেহমধ্যে ব্যবহৃত আছে ॥ ৮—১১ ॥ যে সকল নাড়ীর কথা উল্লেখ করা হইল, ইহাদিগের মধ্যে ইড়া, পিজলা ও সূর্য্য এই তিনটি নাড়ীই প্রধান, ইহাদিগের দ্বারা স্বরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ শরীরের মধ্যে বায়ুসঞ্চারণের অতীব করেন, অর্থাৎ উক্ত নাড়ীত্রয়ের মধ্যে যে বায়ুসঞ্চালন হয়, তাহা জানিতে পারেন ॥ ১২ ॥ ইড়ানাড়ী বামদিকে এবং পিজলানাড়ী দক্ষিণদিকে অবস্থিত করে ॥ ১৩ ॥ বামনাসাপুটস্থিত ইড়ানাড়ীতে চন্দ্র অর্থাৎ এই নাড়ীর উপর অধিকাংশ চন্দ্রের আকর্ষণ এবং দক্ষিণনাসাপুটস্থিত পিজলানাড়ীতে সূর্য্য অবস্থিত আছে, অর্থাৎ পিজলা নাড়ীর উপর অধিকাংশ সূর্য্যের আকর্ষণ। ব্রহ্মরূপগামিনী সূর্য্যনাড়ী শিবরূপে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই শব্দই হংসরূপী ॥ ১৪ ॥ শ্বাসপতনকালে হংকার ও শ্বাসগ্রহণসময়ে সকার উচ্চারিত হয়। এই হংকার শিবরূপী এবং সকার শক্তিরূপী ॥ ১৫ ॥ চন্দ্র শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া বাম অর্থাৎ ইড়ানাড়ীতে প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্য শক্তিরূপে দক্ষিণ অর্থাৎ পিজলানাড়ীতে বহিতেছে ॥ ১৬ ॥

নবাসপ্রবাহের মধ্যে অনেকই জানেন যে, উত্তর নাসিকার সমানরূপে বাস বহিয়া থাকে, এইটি তাহাদিগের জ্ঞান, এই শ্বাসপ্রবাস জোয়ারভাটার ন্যায় চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে তিথি অনুসারে সূর্য্য উদয়কালে বাস কিংবা দক্ষিণনাসাপুটে বাসপ্রবাহ আরম্ভ হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ তিথিতে কোন্ নাসিকার বাস অগ্রে উদয় হয়, তাহাদের স্বরোদয়শাস্ত্রে বেরূপ লিখিত আছে, তাহা বলা বাইতেছে।

আদৌ চন্দ্রসিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে। প্রতিপত্তো দিনান্তাহস্ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে। সার্কদ্বিঘটিকা জেয়া শুক্রে ক্রমো শশী রবিঃ। বহত্যেকদিনেনৈব যথা মষ্টীঘটীক্রমাৎ। বহেতাবদ্ ঘটীমধ্যে পঞ্চতত্ত্বানি নির্দিশেৎ ॥

গুরুপক্ষে চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকার শ্বাস ও কুরুপক্ষে সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকার শ্বাস প্রতিপৎ অবধি তিন তিন দিন করিয়া ক্রমে উদয় হয়। সমস্ত আহারান্তে বট্টদণ্ডে গুরুপক্ষে চন্দ্র নাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকার শ্বাস ও কুরুপক্ষে সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকার শ্বাস আড়াই দণ্ডকাল করিয়া ক্রমে উদিত হয়, এইরূপ জন, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব সমস্ত দিব্যাত্রি বট্টদণ্ড মধ্যে প্রতি ২১ আড়াই দণ্ডে এক এক নাসিকার উদিত হয়।

বাহারা স্বরসাধন করেন এবং বাহারা শারীরিক সুস্থ অর্থাৎ বাহাদিগের কফাদির প্রাবল্য না থাকে, তাহাদিগের পক্ষে একটি তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গুরুপক্ষের প্রতিপদ, বিহীরা, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। অরোহণী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা এবং কুরুপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী। দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী। এই সকল তিথিতে প্রথমে সূর্য্যোদয়কালে বামনাসিকার শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল কাল স্থির থাকিবে। পরে ঐ ২ দণ্ড ৩০ পলের পর ৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার শ্বাস বহিবে। এইরূপে দিব্যাত্রি ৬০ দণ্ড মধ্যে বামনাসিকা ও দক্ষিণনাসিকার শ্বাস পরিবর্তিত হইবে।

কুরু ও গুরুপক্ষের কোন্ কোন্ তিন তিথি করিয়া দক্ষিণ-নাসাপুটের শ্বাস সূর্য্যোদয়কালে অগ্রে উদয় হয়, তাহার তালিকা।

কুরুপক্ষের প্রতিপদ, বিহীরা, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, অরোহণী, চতুর্দশী ও অমাবস্তা এবং গুরুপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী এই সকল তিথিতে প্রথমে সূর্য্যোদয়কালে দক্ষিণনাসিকার শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত স্থির থাকে, অনন্তর ঐ ২ দণ্ড ৩০ পলের পর ৫ দণ্ড পর্যন্ত বামনাসিকার শ্বাস বহিবে। এইরূপে দিব্যাত্রি ৬০ দণ্ড মধ্যে দক্ষিণনাসিকা ও বামনাসিকার শ্বাসের পরিবর্তন হইয়া থাকে।

এইরূপে দিব্যাত্রি বট্টদণ্ডমধ্যে দক্ষিণনাসিকার ১২ বার এবং বাম নাসিকার ১২ বার এই ২৪ বার শ্বাসের সংক্রমণ হয়। প্রতি নাসিকার এক এক বারে এক এক ঘণ্টা করিয়া শ্বাস থাকে, এইরূপে দিব্যাত্রি মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ বার শ্বাসের পরিবর্তন হয়। এই শ্বাসপ্রবাহের পরিবর্তনদৃষ্টেই ঘটিকায়ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে *।

যখন এক নাসাপুটে বায়ুবহন হয়, তখন অল্প নাসিকার শ্বাসের বেগ অল্প থাকে এবং যখন এক নাসিকা হইতে অল্প নাসিকার শ্বাস প্রবেশ করে, তখন ক্রমেক বাম ও ক্রমেক দক্ষিণনাসিকার শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। এক নাসিকা হইতে অল্প নাসিকার শ্বাসপ্রবেশের কালই সূর্য্যনাড়ীর উদয়কাল জানিবে।

আড়াইদণ্ডকাল যে এক এক নাসিকার শ্বাসপ্রবাহের বহন হয়, এই সময়ের মধ্যেই পৃথী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই বায়ুরূপী পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। যথা—পৃথীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল, ইংরাজী ২০ মিনিট কাল অবস্থিত করে। এইরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল, ইংরাজী ১৬ মিনিট। অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল, ইংরাজী ১২ মিনিট। বায়ুতত্ত্ব ২০ পল, ইংরাজী ৮ মিনিট এবং আকাশতত্ত্ব ১০ পল, ইংরাজী ৪ মিনিটকাল উদিত হইয়া অবস্থিত করে।

পুরোক্ত তিথি অনুসারে গুরু ও কুরুপক্ষে সূর্য্যের উদয়কালে যে নাসিকাতে প্রথমতঃ শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল স্থিত থাকিয়া তৎপর ক্রমিক ২১৩০ আড়াইদণ্ডকাল করিয়া ৬০ বট্টদণ্ড পর্যন্ত যে নাসিকার পর যে নাসিকাপুটে শ্বাসের উদয় হয়, তাহার দণ্ড পলের তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

গুরুপক্ষে সূর্য্যোদয় হইতে ২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার শ্বাস বহে, ঐ ২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার। ৫ দণ্ড হইতে ৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ১০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ১০ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ১২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ১৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ১৫ দণ্ড হইতে ১৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ১৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ২০ দণ্ড হইতে ২২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ২২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ২৫ দণ্ড হইতে ২৭ দণ্ড ৩০ পর্যন্ত বামনাসিকার, ২৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৩০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ৩০ দণ্ড হইতে ৩২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ৩২ দণ্ড

* আহারান্তের মধ্যে যে ঘটিকায়ত্র পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—বেরুগল-হিতা, “উর্দ্ধাধো ভ্রমতে বহুবলবীজঃ সবাঃ সবাঃ। তত্ত্বং কর্তব্যশালীভ্যে ভ্রমতে কল্পদ্বয়ভাতিঃ”। যেমন ঘটিকায়ত্র উর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হইতেছে, সেইরূপ জীববর্গ কর্তব্যে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, যুগ, হংস, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থায় ভ্রম করিয়া থাকে।



নায়িকাগাথন ।

৩০ পল হইতে ৩৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ৩৫ দণ্ড হইতে ৩৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ৩৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৪০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ৪০ দণ্ড হইতে ৪২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ৪২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৪৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ৪৫ দণ্ড হইতে ৪৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ৪৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ৫০ দণ্ড হইতে ৫২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার, ৫২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার, ৫৫ দণ্ড হইতে ৫৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকার এবং ৫৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৬০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকার বাস বহিয়া থাকে ।

উপরি উক্ত চক্রদ্বারা কৃৎপক্ষের তালিকার কাণ্ড হইতে পারিবে, কেবল বামনাসিকার স্থলে দক্ষিণনাসিকা এবং দক্ষিণনাসিকার স্থলে বামনাসিকা গ্রহণ করিয়া বাসের উদয়কাল জানিতে হইবে। যথা—পূর্বাষ্টম অংশীয়তে তিথি অনুসারে কৃৎপক্ষে সূর্যোদয়কালে দক্ষিণনাসিকা পুটে বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত অবস্থিত থাকিবে, তৎপরে বামনাসিকার বাসের উদয় তইবে। এইরূপে পর পর ২ দণ্ড ৩০ পল করিয়া দক্ষিণ বামনাসিকার এক এক নাসিকার বাসের পরিবর্তন হইবে।

যদি দিবসারাত্রি ২৪ ঘণ্টা মধ্যে কত ঘণ্টা কত মিনিট সময় গুরু ও কৃৎপক্ষভেদে কোন্ নাসিকার বাস প্রযোজিত হইবে, ইহা জানিতে মানস হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত অংশী অনুসারে গণনা করিয়া সমস্ত দিবসারাত্রির তালিকা করিয়া রাখিতে হইবে।

প্রথমত সাধারণ পঞ্জিকাভুক্ত দেখিতে হইবে যে, কোন্ দিবস কত ঘণ্টা কত মিনিটে সূর্যোদয় হয়, তৎপরে তাহার সহিত এক এক ঘণ্টা করিয়া ক্রমে ২৪ ঘণ্টাপর্যন্ত যোগ দিলে ২৪ ঘণ্টার একটি তালিকা প্রস্তুত হইবে। পরে সেই দিবস কোন্ পক্ষের কোন্ তিথি তাহা জানিয়া কোন্ নাসাপুটে অগ্রে সূর্যোদয়কালে বাস প্রযোজিত হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া বিধমসম্মতে গণনা করিয়া ঐ তালিকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন্ ঘণ্টায় কোন্ নাসিকার বাস বহিবে, তাহা লিখিয়া রাখিবে, ইহা দ্বারা ঐ বাসের ব্যতিক্রম হয় কি না তাহা জানিতে পারিবে। কারণ বাসের বিপর্যয় হইলে শারীরিক ও বৈদ্যিক অসুখ ঘটনা ঘটনা থাকে। এই বিবরণ দ্বাৰা সর্বদা সন্নিবেশ বিবৃত হইবে।

পক্ষভেদে ৬০ বর্ষিকপৰ্যন্ত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কেবল ২ দণ্ড ৩০ পলের মধ্যে পক্ষভেদে উদয়ের তালিকা দ্বারা ই সময় নিরূপণ হইতে পারিবে।

প্রথম ২০ পল পর্যন্ত পূর্বাষ্টম, ঐ ২০ পল হইতে ১ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত মধ্যাষ্টম, ঐ ১ দণ্ড ৩০

পল হইতে ২ দণ্ড পর্যন্ত অগ্নিষ্টম, ঐ ২ দণ্ড হইতে ২ দণ্ড ২০ পল পর্যন্ত বাহুষ্ণম, ঐ ২ দণ্ড ২০ পল হইতে ৩ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত আকাশতয়ের উদয় হইয়া থাকে।

যদিও পঞ্জিকাদিগের সময়নিরূপণার্থ ঘণ্টা ঘরের প্রয়োজন নাই, তাহারা আপন আপন বাসের উদয় ও তদ্বোধে তবের উদয় জানিয়াই দিবসারাত্রি ৬০ বর্ষিকপৰ্যন্ত কোন্ সময় কত দণ্ড, পল বা ঘণ্টা, মিনিট সময় জানিতে পারেন এবং অপর কেহ সময় জিজ্ঞাসা করিলেও বলিয়া দিতে পারেন।

ক্রমঃ—



এই তন্ত্রোক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত নায়িকা, ভূত, ভূতিনী, কিন্নর, কিন্নরী, অঙ্গর, অঙ্গরী, যক্ষ, যক্ষী, নাগ, নাগিনী, পিশাচ, পিশাচী, গন্ধর্ভ, দেবকন্তা, অপরাজিতা প্রভৃতি; অষ্টমুন্দরী যথা—মহাভূতকুলমুন্দরী, বিজয়মুন্দরী, বিমলমুন্দরী, সুন্দরী, মনোহরীমুন্দরী, ভূষণমুন্দরী, ধবলমুন্দরী এবং মধুমতীমুন্দরী; অশ্বিন-বাসিনী, ঘোরমুখী, তর্জনীমুখী, কমললোচনী, বিকটমুখী, প্রবলগণেশাচিনী, বিহংকরালী, সৌম্যমুখী, চণ্ডিকাভাষ্যনী, বিদ্যাভাষ্যনী, মহাভাষ্যনী, রৌজ-কাভাষ্যনী, চণ্ডীকাভাষ্যনী, বজ্রকাভাষ্যনী, কুণ্ডলকাভাষ্যনী, অরুকাভাষ্যনী, শুভকাভাষ্যনী, ভূতকাভাষ্যনী; ভূতিনী, কুণ্ডলধারিণী, সিন্ধুরিণী, হারিণী, নটী, অতিনটী, চোটিকা, কামেশ্বরী ও কুমারিকা; অঙ্গরীগণ যথা—তিলোত্তমা, কাকম-মালা, কুলহারিণী, রত্নমালা, রত্না, উর্ধ্বা ও রত্নাভূষণী; অষ্টযক্ষিণী যথা—সুন্দরী, মনোহারিণী, কনকবতী, কামেশ্বরী, রতিপ্রিয়া, পদ্মিনী, মহানটী ও অম্বরগণিণী। অষ্টনাগিনী যথা—অনন্তমুখী, কর্ণটমুখী, পদ্মিনীমুখী, তরুণমুখী, মহাপদ্মমুখী,

করা যায়, এমন নহে, ইহার আর বিশেষ কল আছে, যোগবশে মানবগণ নির্জাতি ও ধর্মজীবী হইতে পারে, এমন কি যোগাত্ম্যাদ্বারা মনুষ্যের অনন্ত-পর্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যেরূপসংহিতায় লিখিত আছে যে, “আমহৃত্তমিবাঙ্কঃসো জীবাশাং নরা বটঃ। যোগানলেন সংহ বটত্বং লভাচরৎ ॥” অর্থাৎ মানব-শরীর আমহৃত্তিকাময় কলসের স্তার, জীবন কলসের স্তার এবং যোগ অগ্নির স্তার। যেমন কলপূর্ণ কাঁচা মাটির কলস গলিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, উহাকে অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া লইলে ঐ কলস দৃঢ়, চিরস্থায়ী ও ব্যবহারোপযোগী হয়, সেই-রূপ জীবনবিশিষ্ট এই দেহ নিরন্তর জীর্ণ ও ক্ষয়িত হইতেছে। ইহাকে যোগানল-দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া লইলে ঐ দেহ অজীর্ণ ও অক্ষয় হইয়া থাকে। উপরিলিখিত বচনে যে বটশব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অর্থ শিবসংহিতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, “প্রাণাপাননাদবিক্সীভীষ্মাপরমাত্মনাং। মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্মন্যৈ বট উচ্যতে।” অর্থাৎ যেহেতু দেহমধ্যে প্রাণ, অপান, নাদ, বিদ্যুৎ, জীবাশ্মা ও পর-মাত্মার একত্র সংমিলন সংঘটিত হয় অতএব দেহকে ঘট, বলিয়া থাকে।

এই প্রাণ এবং অপানবায়ুদ্বারা বায়ুপ্রাশাসের কাষা সাধিত হইতেছে। ঋতুচক্রের প্রভাভে লিখিত আছে যে, “অপানঃ কথতি প্রাণঃ প্রাণোপানক কথতি। রজ্জ্বকো বধা তেনো গতোহ্যাকৃষাতে পুনঃ। তথা চৈতৌ বিবদ্যে সখ্যে সজ্জাজেমিং”। অর্থাৎ অপানবায়ু প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণবায়ুও অপানবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, যেমন তেল অর্থাৎ রজ্জ্বপক্ষী রজ্জ্ব বন্ধ থাকিলে একবার উড়িয়া গেলেও সেই রজ্জ্ব আকর্ষণে প্রত্যাপন্ন করে, সেইরূপ প্রাণবায়ুও নাসারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়া অপানবায়ুর আকর্ষণে পুনর্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করে। এই দুই বায়ুর বিবদ্যে অর্থাৎ নাসা ও বোনিহান দিক বিপরীত ভাবে গমনে জীবনরক্ষা হয়। আর যখন এই বায়ুদ্বয় নাতিগ্রহি তেজ করিয়া একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা দেহ পরিভ্রমণ করে, সুত্বাকালে ইহাকে নাতিহাস বলে।

পট্টার্ঘ্য। যে বায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাতিগ্রহিপর্যন্ত গমনাগমন করে তাহাকে প্রাণবায়ু বলে এবং যে বায়ু বোনি ও জ্বরস্থান হইতে অধোভাগে গমনাগমন করে, তাহাকে অপানবায়ু বলা যায়। যখন নাসারন্ধ্র দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাতিমণ্ডল স্পর্শ করিতে থাকে সেইকালে অপানবায়ুও বোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাতিমণ্ডলের অধোভাগ স্পর্শ করিতে থাকে এইরূপে নাসারন্ধ্র ও বোনিহান উভয়দিক হইতে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুই পুরক অর্থাৎ বায়ুপ্রাশাসকালে নাতিগ্রহিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেক অর্থাৎ বাসের বর্গিগমনকালে দুই বায়ু দুই দিকে গমন করে।

এই নিশ্বাসপ্রশ্বাসই জীবের জীবন, শ্বাস বহির্গত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ক্রমাগত যে ঐ শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবেশ ও নির্গম হইতেছে তাহাদ্বারা জীবের দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ঐ শ্বাস নিরোধ করিতে পারিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, “বাব্ধায়ঃ স্থিতো দেহে তাবজীবিতমুচ্যতে। মরণং তত্ত নিষ্কান্তিত্ততো বায়ু নিবন্ধরৎ ॥” অর্থাৎ যে পর্যন্ত শরীরে বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকালই দেহী জীবিত থাকে। আর সেই বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া পুনর্বার প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু সম্ভবিত হয়। অতএব দেহমধ্যে বায়ু বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই চিরজীবী হওয়া যায় ॥

এই শ্বাসরোধক্রিয়া অভ্যাস করা অতিশয় কঠিন, এই কার্য অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সাধনকরিতে, হঠযোগপ্রদীপিকার লিখিত আছে যে, “যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেত্তঃ শনৈঃ শনৈঃ। তথৈব সেবিতো বায়ুরন্তথা হস্তি সাধকং”। অর্থাৎ যেমন সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্রকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে হয়, তথা তাহাদ্বিককে বশীভূত করিতে গেলে অনিষ্ট সংঘটন হয়, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে শ্বাসরোধ অভ্যাস করিতে, ইহার অন্তথা করিলে সাধকের বিনাশ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্বাসনিরোধ অভ্যাস করিতে, তাহা প্রাণায়ামশিকার উপদেশকালে পরিবেশ বিবৃত হইবে; কথ্য শপথ দেখা যায় যে, সাধারণতঃ বেগনিয়ানে শ্বাস-রোধ করা যায়, তাহার চতুর্ভুজ শ্বাস বহির্গত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রথমে আশ্বাশ্বদ্বারা শ্বাসরোধক্রিয়া অভ্যাস করিতে। কিন্তু ঐ প্রাণায়ামও সাধ্যস্থানে

সাধন করিতে। সচেৎ নানাবিধ যোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হঠযোগপ্রদী-পিকার লিখিত আছে যে, “অমৃত্যাত্ম্যযোগেন লক্ষ্যযোগলভ্যতঃ। যিগ্যাবাসন্ত কাসন্ত শিরঃকর্ণাক্ষিবেরনাঃ। ভবতি বিবিধা যোগাঃ পরমন্ত প্রকোপতঃ।” অর্থাৎ পুরুষোক্ত নিরমপালন মা করিয়া প্রাণায়াম করিলে সাধকের বায়ুপ্রকৃতি হইয়া হিকা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া ও কর্ণশূল প্রভৃতি নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব যথানিয়মে ক্রমে ক্রমে শ্বাসরোধ শিখা করিতে ॥

এই যোগশাস্ত্রের লিখিত এগালী অনুসারে ক্রিয়া করিলে সর্বপ্রকার উৎকট রোগহইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যথা হাতসারমণ্যে করযোগপথ্যন্ত শান্তিহইয়া থাকে। যোগা-ত্ম্যাদ্বারা অপেক্ষবিধ অমৃত অভাববীর শক্তি জন্মে। যোগসিদ্ধি হইলে বাস্ফি, ইচ্ছাশ্রবণে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরজ্ঞান, অতিশুদ্ধবর্ণন, পরশরীরে প্রবেশ, অন্তর্দ্রাঘ, অন্তর্দ্রাবিহ, অগ্নিরোধে ও অনারানে শূন্যপথে বিচরণ, কারবাচনদেহ বারণ, অগ্নিবালবিদ্যা অগ্নিসিদ্ধিপ্রাপ্তি, বেবজুল্যতা ও মৃত্যুভয়তা ইত্যাদি কথ্য জন্মে।

যোগশিকারিদিগকে রাজযোগ, রাজাধিরাজযোগ, পতাকযোগ, জপনিরম, অষ্টাঙ্গযোগ, বড়লযোগ, ইত্যাদি প্রধান প্রধান যোগ এবং যেতি, বস্তী, নেটী, গজকরী, মোতি, বতি, কপালভাতি, লোলিকী, শঙ্করাধিবোগ শিখা করিতে হয়, এতদ্বি সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উদাসন, বীরাসন ও স্বস্তিকাসন ইত্যাদি আসন, বোনিহুয়া, মহাহুয়া, বেচরীহুয়া ও বজ্রাধিহুয়া, ইত্যাদি মুদ্রা; আর মহাবক, মূলবন্ধ, জালকবন্ধ প্রভৃতি বন্ধ শিখা করা কর্তব্য। এতদ্বি দেহমধ্যে যে যে চক্র আছে, যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রাচক্র এই সমুদায় পরিভ্রমণ হইবে। এই সকল বিষয় ক্রমশ এই অকপোদরে বিবৃত হইবে। এইকণ-পাতঞ্জলমণ্ডনের দ্বিতীয়সূত্রে যোগলক্ষণ লিখিত আছে, তাহা দ্বিগে উদ্ধৃত করা গেল ॥

যোগশিষ্টবৃত্তিনিরোধঃ।

চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, অর্থাৎ মনের বৃত্তিসকল বাহ্যবিষয় হইতে রহিত করিয়া অন্তর্মুখে একাগ্রকরাকে চিত্তবৃত্তিনিরোধ বলা যায়।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার ইংরাজি অনুবাদিত পাতঞ্জলমণ্ডনে এই সূত্রের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল।

“Yoga is the suppression of the functions of the thinking principle.”

“Thinking principle” (*chitta*) is of the form of goodness without a taint. “Functions” (*vrtti*) are modifications of the relation between each other of them. “Yoga” or meditation is described to be the “suppression” (*nirudha*), or dissolution in their primary causes, through the direction inward on the suppression of the tendency outward, of the functions in question. The form is a cross-grained ascent of the “functions” of the thinking principle. That suppression being common to all the conditions of the thinking principle is an attribute of all beings, and therefore it becomes at times evident in some one condition or other.”

যোগশিষ্টের মতে চিত্তবৃত্তি অসংযত হইলেও তাহারিদের অবস্থা বিকাপকরিতঃ শাসনিক অবস্থা পাঁচপ্রকারের অধিক হয় না, তাহারিদের নাম যথা,—কিত্ত, মূহ, বিকিত্ত, প্রকৃত্ত এবং নিরুদ্ধ। এগুলি কিপ্রাণের কাছাকাছি বলে, তাহা বলা হইতেছে। রজোভোগের প্রভাবে মন এক বিষয়ে নিষিদ্ধ থাকে না, সর্বত্র অধির থাকে। একবিষয় হাড়িয়া অন্যবিষয়ে আসক্ত হয় এবং পরকণ্ঠেই তাহা হাড়িয়া বিবর্তিত হইয়া থাকে, এইরূপে ক্রমাগত চিত্তের পরি-বর্তন হয়। এই অবস্থাতে মন কোন বিষয়ে সত্তর থাকে না, বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া মন-মুখ্যবিভাগে বিভূত হয়। মনের এইরূপ অবস্থাকে কিপ্রাণের বলা যায়।

মূঢ়াবস্থা যথা—ভ্রমোত্তপের আক্রমণে মন কর্তব্যাকর্তব্যকার্যের বিবেচনারহিত ও কামরোগ-বিহ বশীভূত হইয়া মনকার্যে অনুরক্ত হয়, চিত্তের এইরূপ অবস্থাকেই মূঢ়াবস্থা বলে।

বিকিত্তাবস্থা যথা—সমস্তগুণেরভাবে মন কণকালের লিখিত স্তার ভাঙলা পরিভ্রমণকরিতঃ কেবল মুখ্যধামে মন হয়, মুখ্যজনকবিষয় ভ্রমণকরিতঃ অর্থাৎ মুখ্যজনকবিষয়ে একাগ্র হয়। অকল্পন সমস্তপ্রতিভ কার্যে অনুরক্ত হয়, তখনই তাহাকে বিকিত্তাবস্থা বলা যায়।

একাগ্রাবস্থা যথা—যখন কোন একটী বিষয়ের উপরি দ্বিগ থাকে অথবা চিত্তের মনো-

জনস্বাস্থ্য প্রসারিত হইয়া কেবল সাহিত্যকল্পে উদ্ভিন্ন থাকে, তখনই যম একত্র হয়, যনের এই মনস্বাস্থ্যকে একত্রিত করা হয়।

শিক্ষাব্যবস্থা—শিক্ষাব্যবস্থার যনের কোন অবলম্বন থাকে না, এই যে পাঁচপ্রকার চিত্তের অবস্থা কথিত হইল, ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা, সুচিন্তা ও বিকল্পাবস্থার সহিত যোগের কোন সম্পর্ক নাই। একত্র এবং শিক্ষাব্যবস্থা বোধহয় গণ্য হয়, তদ্ব্যতীত শিক্ষাব্যবস্থাই যোগশাস্ত্রের একত্র বর্ষ।

যোগ অভ্যাস করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম ও শৌচাদিকার্য্য করিতে হয়, ইহাযোগভাসী যোগিগণ বলেন যে, শৌচকর্ম ও নিয়মপালন না করিলে শরীর আসনের উপযোগী হইতে পারে না। অতএব প্রথমতঃ যন্ত্রের সহিত শৌচাচার ও নিয়ম অভ্যাস করা কর্তব্য, বাস্তবিক শৌচকার্য্য সকলের পক্ষেই বিধেয়। ক্রমপে শৌচাচারদ্বারা শরীর সংতুষ্টকরিতে হয় এবং শৌচাদিকার্য্য সাহিত্য হইতে পারে, তাহা পরিক্রমাবধি সিরে নানাপ্রকার হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিত হইল।

যটকর্ণ শরীরের সংতুষ্টকরিনিমিত্ত অগ্রে সপ্তসাধন করিতে হয়। এই সপ্তসাধন কি? তাহা যেরগুসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থহইতে উদ্ধৃত করিয়া সিরে লিখিত হইল।

অথ সপ্তসাধন।

শোধানং দৃঢ়তা চৈব শৈথল্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।

প্রত্যক্ষকৈব নির্লিপ্তং ঘটস্ত সপ্তসাধনং ॥ যেরগুসংহিতা।

শোধান, দৃঢ়তা, শৈথল্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত, ইহাদিগকে শরীরের সপ্তসাধন বলে। যোগ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমতঃ এই সপ্তসাধনদ্বারা শরীরকে সংতুষ্ট করিতে হইবে।

এই বিষয় স্তম্ভাভ্যাসসংহিতার যেরগু লিখিত আছে, তাহার বচন ও অনুবাদ সিরে লিখিত হইল।

যমক নিয়মকর্ত্তব্য আসনক ততঃপরঃ। প্রাণায়ামকর্ত্তব্যঃ ত্রাং প্রত্যাহারক পঞ্চমঃ। যজ্ঞী চ ধারণা প্রোক্তা ধ্যানঃ সপ্তমমুচ্যতে। সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্বপুণ্যফলপ্রদঃ। এবমষ্টাঙ্গযোগক যাজ্ঞবল্ক্যায়ো বিদুঃ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই ষ্টাঙ্গ। উক্ত ষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাসকরিলে সর্বপ্রকার পুণ্যফল প্রাপ্তি হয়।

নিরুক্তরতন্ত্রের চতুর্দশপটলে যোগাঙ্গবিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত করা গেল।

আসনং প্রাণসংযোঃ প্রত্যাহারক ধারণা। ধ্যানঃ সমাধিরেভানি যোগাঙ্গানি বহুবিধ বটঃ। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টি যোগাঙ্গ বলিয়া কথিত আছে।

আদিবামলে যে সকল যোগাঙ্গ উক্ত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া লিখিত হইতেছে।

ইহানীং যোগমষ্টাঙ্গঃ শৃণু লক্ষণসংযুতঃ। যমক নিয়মকর্ত্তব্য আসনং প্রাণসংযমঃ। প্রত্যাহারো ধারণা চ সমাধিঃ বিশেষতঃ। অষ্টাঙ্গযোগ এভিচ্ছ মুক্তিযেব ন সংশয়ঃ।

এইকণ অষ্টাঙ্গযোগ ও তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও সমাধি ইহাদিগকে যোগের অষ্টাঙ্গ বলা যায়। এই ইহাদিগের লক্ষণ পরে কথিত হইবে।

অথ সপ্তসাধনকার্য্যাণি।

যটকর্ণণা পোষণক আসনের ভবেদুঃ। মুদ্রায়াং-স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারণ ধীরতা। প্রাণ-সামান্যবক ধ্যানং প্রত্যাহারমুদ্রা। সমাধিলা মিলিতক মুক্তিযেব ন সংশয়ঃ।

যটকর্ণদ্বারা শরীরের শোধান, আসনদ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রাদ্বারা শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহারদ্বারা শরীরের ধীরতা এবং প্রাণায়ামদ্বারা শরীরের লঘুতা, অগ্নিরা থাকে। আর ধ্যানদ্বারা আত্মাতে ধ্যেয়ের প্রত্যক্ষ ও সমাধিদ্বারা সর্বপ্রকার হাসনাইতে নির্লিপ্ততা লাভ হয়। এই সকল সাধনদ্বারা অবশেষে নিষ্কর মোক্ষ-কলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

বশ্যতন্ত্র-মেস্‌মেরিজাম।

বশ্যতন্ত্রের লিখিত প্রক্রিয়ার শক্তিবলে মানবগণ এতাদৃশ বশীভূত হইয়া পড়ে যে, তাহার কিছুমাত্র বাহুজ্ঞান থাকে না। এই কার্যের একপ্রকার নিজ-কারিগীশক্তি আছে, ইহাচার্য্য একপ্রকার নিজার আবির্ভাব হয় যে, বশ্য ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলেও সে কিছুমাত্র জানিতে পারে না, কিন্তু বশ্য-তারিকের বশ্যব্যক্তিকে কোন প্রশ্ন করিলে সে অনায়াসে তাহার উত্তর করিতে সক্ষম হয় এবং তাহার ঐ নিজাতন্ত্র করাইলে নিজাকালের কোন ঘটনা তাহার মনে থাকে না, যদি চ ঐ সময় তাহার চক্ষু অন্ধনির্মীলিত দেখা যায়, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনাকালে বোধ হয় যেন সে ঐ সকল ঘটনা দেখিতে পাইতেছে। আর বশ্যব্যক্তি তারিকের বাক্য ও শ্রবণের অপর কাহারও কথা শুনিতে পার না, কারণ ঐ যোগ-বলে উক্ত বশীভূত ব্যক্তির আত্মা বশ্যতারিকের আত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকে এবং ঐ বশীভূত ব্যক্তি ঐ বশ্যতারিকের আজ্ঞা বাস্তব গাভ্রোথান করিতে পারে না, তাহার হস্তপাদাদি চালনা ও বাক্য কহিবার শক্তি থাকে না। ঐ তারিকের হস্তে হুচীবিদ্ধ করিলে বশীভূত ব্যক্তি তাহার সঙ্গে হুচীবিদ্ধ হইয়াছে বোধ করিবে। এতদ্বিধ অনেকপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। এই বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ামতে অপ্রত্যক্ষ দর্শন (Clairvoyance) ও বিনা ঔষধে অনেকপ্রকার রোগ হইতে আরোগ্য হইতে পারে (Psychology)। ঐ তন্ত্রের প্রক্রিয়া পূর্বকালে এতদ্রূপে এতাদৃশ প্রচলিত ছিল যে জীলোকাদিও এইবিদ্যায় পারদর্শীনি ছিল, মহাভারতেও এই যোগের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলভানারী কোন রমণী, যোগবিদ্যায় এতাদৃশ অভিজ্ঞা ছিল যে, যোগবলে অর্থাৎ ঐ বশ্যতন্ত্রের প্রক্রিয়ামতে সেই সময়ে মহাযোগী জনকরাজাকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত অভিজ্ঞ করিয়াছিল। যথা—“সুলভাতন্ত্র ধর্ম্মেণ মুক্তো নেতি ন সংশয়ঃ। সত্বং সত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ।” অর্থাৎ যোগিনী সুলভা শুনিতে পাইলেন যে, জনকরাজা মুক্তপুত্র ও মহাযোগী, তখন জনকরাজার মুক্ততা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজধানী মিথিলানগরে উপস্থিত হইয়া, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং আপন আত্মাকে রাজার আত্মাতে প্রবেশিত করিয়াছিলেন। ক্রমপে আপন আত্মাকে জনকরাজার আত্মাতে প্রবেশিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রক্রিয়া ঐ মহাভারতে উপরি উক্ত শ্লোকের পর শ্লোকে লিখিত আছে, যথা “নেত্রাভ্যাসং নেত্রযোরস্ত রশ্মীন্ সংযমা রশ্মিভিঃ। সা চ সঙ্কো-দয়িষ্যন্তী যোগবৈদৈর্ভবজ্জহ ॥” অর্থাৎ সুলভা আপন চক্ষুদ্বয়কে জনকের চক্ষুদ্বয়ের দিকে সমুদ্রে স্থাপিত করিয়া নিজের নেত্ররশ্মিদ্বারা রাজার নেত্ররশ্মি সংযত করিয়া রাজার আত্মাকে যোগরূপ বন্ধনে বন্ধন করিয়াছিলেন। অন্যদ্রুপে অন্যদ্রুপে বিবাহ-কালে যে মুখচক্রিকা অর্থাৎ বরকস্তার পরম্পর মুখাবলোকন প্রথা প্রচলিত আছে, ঐ সময়ে বর কস্তার চক্ষুর উপর এবং কস্তা বরের চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, পরম্পরের আত্মাকর্ষণই বোধহয় এইরূপ দৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্য। এই মুখচক্রিকা বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ, আধুনিক বাজকগণ ক্রিয়াসকলের প্রকৃত অভিপ্রায় জ্ঞানেন না, সুতরাংই বজমানকে যথার্থ উপদেশ দিয়া কার্য্য করাইতে পারেন না, এই নিমিত্তই আবাদিগের হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কার্য্যসকলের যথোপযুক্ত কল দর্শিতেছে না।

কেবল যে বিবাহকালেই এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়, এমন নহে, উক্তরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা অনেকপ্রকার রোগের নিরূপিত হইতেছে। অনেক হস্তদ্বারা ব্যক্তিরা অনেকপ্রকার রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে, আর বশ্যতন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ার একত্র শক্তি যে, তাদের উপর কোনরূপ প্রক্রিয়া করিলে অর্থাৎ জলদ্বারা কৌশলপূর্বক

হস্তচালন করিলে ঐ জনের এইরূপ শক্তি হয় যে, যোগী ব্যক্তি সেই জনপান করিলে যোগহইতে মুক্তি পাইয়া থাকে, এই সকলই বস্ত্ততত্ত্বোক্ত কার্যের বলে সাধিত হইতেছে। এই বস্ত্ততত্ত্বের এই এইরূপ কাহারও নিকট দেখা যায় না এবং বহু অজ্ঞানজ্ঞানেও পাওয়া যাইতেছে না। যদি চ কোন কোন যোগীর নিকট ঐ গ্রন্থ আছে, তাহার প্রাপ্যত্বও উহা বাহির করেন না। বহুকাল হইতেই এই গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, হুইলোকেরা এই তত্ত্বোক্ত কার্যবলে অনেকের অনিষ্টসাধন করিত, কৃষ্ণকিনী যুবতীরা অনেক যুবক ব্যক্তিকে এবং লম্পট যুবকেরাও অনেক কুলযুবতীকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের সর্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে। এই অন্তত ফল ঘটে বলিয়াই কেহ কাহাকে এই তত্ত্বোক্ত কার্য না বলাতে গ্রন্থসমত এই শাস্ত্র প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানভা যেরূপে নেত্ররশ্মিধারা জনকরাজাকে সংযত করিয়াছিল, ইংরাজি মেসমেরিজমও সেইরূপেই হইতেছে। মিঃ জেমসলাহেব তাহার মেসমেরিজম গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “মেঃ মনসিয়ার লাক-টেণ্ট নামক জনৈক ফ্রেঞ্চ মেসমেরিজারও মেসমেরিজ করিবার কালে পরম্পরে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহাই বলিয়াছেন”। আর বলিয়াছেন যে, এক-দৃষ্টিতে উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনিমেষনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেই উক্ত কার্যের বিশেষ ফল পাইতে পারে, তিনি যেরূপ প্রক্রিয়াধারা মেসমেরিজ করিতেন, তাহা স্টেটসহ উদ্ধৃত করা হইল।



He seated himself opposite the patient, and taking his hands, pressed the tips of his thumbs with his own at the same time gazing fixedly into the patients eyes, a method, which frequently produced a powerful effect.

আধুনিক ইংরাজিভিত্তিক মেসমেরিজম, আমাদের প্রাচীন বস্ত্ততত্ত্বোক্ত কার্যের অজ্ঞকরণমাত্র। এই বস্ত্ততত্ত্বোক্ত কার্যের অজ্ঞবলে আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিগণ স্বয়ং একস্থানে থাকিয়াই স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের কার্য দেখিতে পাইতেন এবং অপ্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন। ইহাকেই ইংরাজিতে ক্লারভিসান্স বলে। ইরোরোপথও ক্রেডারিক এক্টানি মেসমলাহেব নামক জনৈক চিকিৎসক ১৭৭৮ খৃঃ এই নিম্নোক্তকারিণী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এই নিমিত্ত ইহার নাম মেসমেরিজ হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে ম্যানিম্যাল ম্যানুয়ালিটিজম বলিয়া থাকেন। ক্লোরক্লার প্রকাশ হওয়ার পূর্বে কোন কোন বিশেষ স্থানের অস্ত্র করিতে হইলে মেসমেরিজমদ্বারা অজ্ঞান করা হইত। অনেকের পূর্বে মেডিকেল কলেজে যত্নে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এইরূপ একস্থানে থাকিয়া যে, যবি ভদ্র ও ভাঙার সিরিগোরি মেঃ উইলিসন, মেঃ জেবল প্রভৃতি সারসংগ্ৰহ এই লব্ধকর্মে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তদুপে যেরূপ ও বস্ত্তপ্রকারে মেসমেরিজম করিতে পারা যায়, তাহার উপদেশ দ্বিতীয়খণ্ডে লিখিত হইবে।

কর্মণঃ—

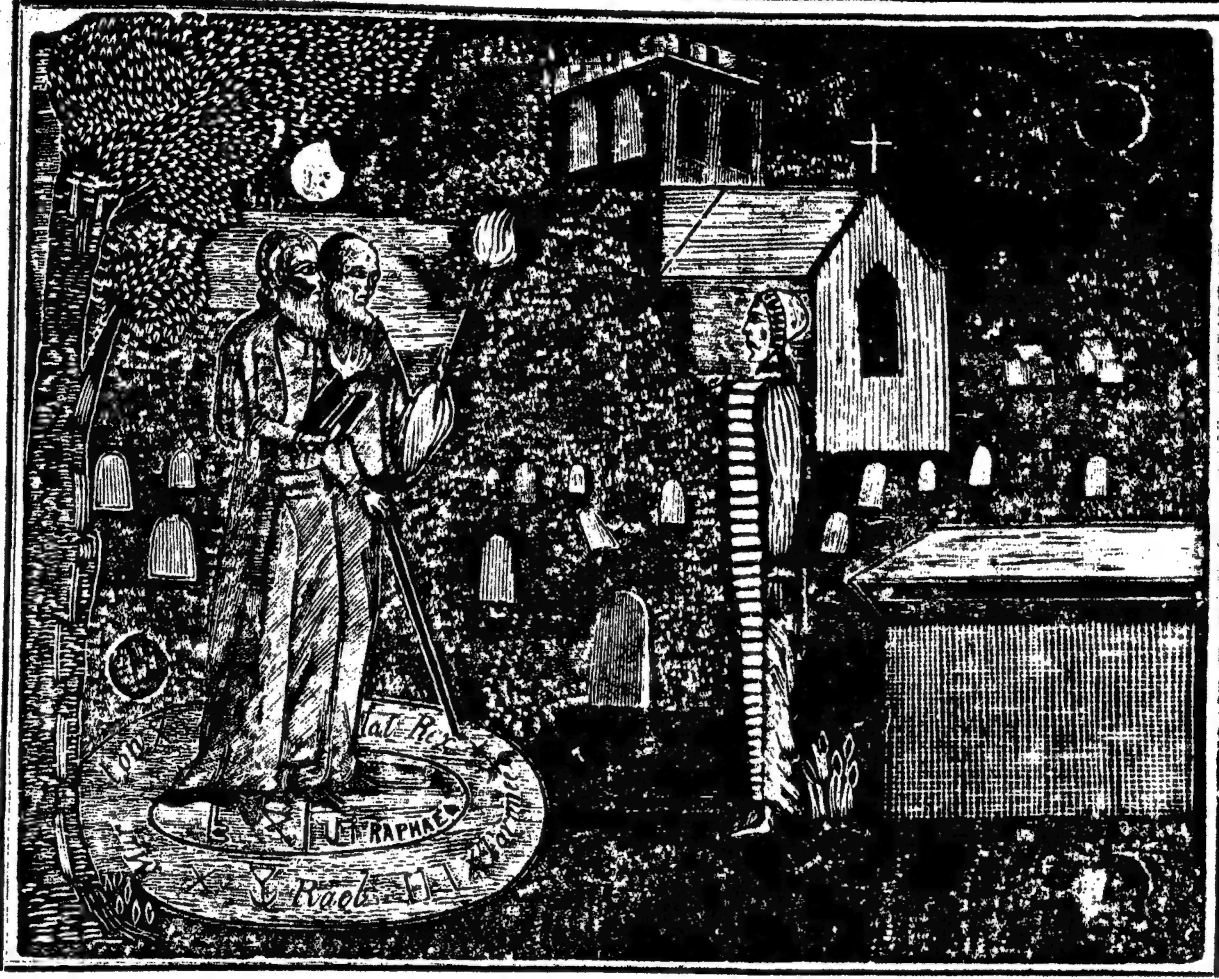
তত্ত্ব।



সর্বশাস্ত্র অপেক্ষা তত্ত্বশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যক্ষকলপ্রদ, বিশেষ “কলাবাগবদন্তঃ” অর্থাৎ কলিযুগে তাত্ত্বিকক্রিয়াই সাক্ষ্যৎ কলপ্রদান করে। যৎযতঃ লিখিত আছে যে, “বিভূর্করিষ্ঠো দেবানাং হৃদানামুদিতধা। নদীনাং বধা গঙ্গা পর্ব-তানাং হিমালয়ঃ। অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং রাজামিত্রো বধা বরঃ। দেবীনাং বধা হৃগী-বর্ণানাং ব্রাহ্মণো বধা। তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তত্ত্বশাস্ত্রমহত্তমং। সর্বকামপ্রদঃ পুণ্যং তত্ত্বং বৈ বেদসম্মতং। কীর্তনং দেবদেবত্বং কল্পত যতমেব চ। পাবনং প্রমথ-নানামিহ শোকে পরত চ”। অর্থাৎ যেরূপ দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু, হৃদয়ের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বখ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে হৃগী, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সর্বশাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব-শাস্ত্র প্রধান। এই তত্ত্বশাস্ত্রে শিক্ষিত ও পারদর্শী হইরা ব্রাহ্মণগণ পূর্বকালে যেরূপ কমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অগাধি অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এই তত্ত্বশাস্ত্রের অজ্ঞবলে পূর্বকালে যেরূপে যবি ও তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র, যন্ত্র ও হোমাদি ক্রিয়াধারা এই শাস্ত্রের অনিষ্টসাধন করিয়াছেন। আর এই তাত্ত্বিক কার্যধারা নির্ভ-নীল ধন, অতঃপরোপে বহুজ্ঞানীরা জান ও আত্মের আরোগ্য হইয়া থাকে। তত্ত্ব-শাস্ত্রের প্রণয়ন দিগ্ভিত্তনাঃ কার্যকরিলে পরস্পরের শীঘ্র সিদ্ধ হন এবং অজ্ঞাত দেবতাদিগের সাক্ষাৎ। তত্ত্বশাস্ত্রসেই হইয়া থাকে।

দেবদেব মহাদেব শ্রী ত্রিম কার্যের নিমিত্ত তত্ত্বশাস্ত্র ত্রিম ত্রিরূপে ও যতঃ যতঃ বিস্তৃত করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, এতলে কিরূপে ইষ্টসাধন হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

এই কার্যের প্রধান নেতা শুদ্ধ, অতএব যখন আমাদের শুদ্ধ ত্রিম বৃত্তির আর গতি নাই, পাত্তোক্ত শুদ্ধ ত্রিম কোন ঐহিক ও পারমার্থিককল প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই এবং শুদ্ধই একমাত্র সত্ত্বিনে নিজায়কর্তা, তখন অগ্রে তত্ত্বোক্ত



ইংরাজীমতে শবসাধন ।

শবসাধন।

এই কার্যের উপযোগী মৃতদেহ আনিয়া অগ্রে শাস্ত্রোক্ত তিথি, সময় ও স্থানে যথাবিধি কার্য্য করিয়া পরে মৃতদেহের উপরি উপবেশনপূর্বক অপ করিলে অতীতদেবতা সিদ্ধ হয়। ইহারই নাম শবসাধন। এই শবসাধন কার্য্য যে অন্তান্তদেশেও প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বকালে ইংলণ্ডপ্রদেশেও এইরূপ কার্য্য হইত। মে: সিবিলাসাহেবের জ্যোতিষগ্রন্থে দেখা যায় যে, এই শবসাধন কার্য্য তিন্ন তিন্ন প্রণালীতে সাধিত হইত। ঐ পুস্তকে আর লিখিত আছে যে, সাধক ব্যক্তি যে কোন মৃত মনুষ্যের আত্মাকে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করে, তাহার শব্দ সাধন করিতে পারে। উক্ত কার্য্যের প্রণালী এই যে, সাধক ঠিক দুইপ্রহর রাত্রির সময় তাহার উত্তরসাধক সমভিব্যাহারে অভিপ্রেত মৃতব্যক্তির কবরস্থানে বাইরা মৃতব্যক্তির কবরের মূর্তিকা খনন করিয়া ফেলিবে। পরে ঐ শবের নিকট যে স্থানে বসিয়া কি দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, অগ্রে সেই স্থান অনোনীত করিয়া লইবে এবং ঐ স্থানের চতুর্দিকে গণ্ডী অর্থাৎ গোলাকার ছোটবড় ছুইটি রেখা অঙ্কিত করিবে, ঐ রেখার মধ্যে বিধিপূর্বক বীজাকর লিখিবে। তাহার মধ্যস্থানে সাধক মন্ত্রপূত যষ্টি ও উত্তর সাধক কার্য্যোপযোগী মন্ত্রপূত মশাল হস্তে করিয়া অবস্থিত করিবে, পরে সাধক ঐ মন্ত্রপূত যষ্টি গ্রহণপূর্বক চতুর্দিক একবার বেটন করিয়া উক্ত যষ্টিদ্বারা মৃত দেহ স্পর্শ করিবে

অনন্তর যথাবিধি কার্য্য করিয়া তিনবার মন্ত্রপাঠ করিলেই ঐ মৃতব্যক্তির আত্মা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাধকের প্রশ্নের উত্তরপ্রদান করিবে। সাধক যদি উচ্চকনে কি অলপতনে কি অপঘাতে মৃতব্যক্তির শবসাধন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে অগ্রে মন্ত্র পাঠকরিয়া ঐ শব আনয়নপূর্বক পূর্বশিরে স্থাপন করিবে, পরে যথাবিধি ও কার্য্যপ্রণালী অনুসারে ক্রিয়া করিয়া তিনবার মন্ত্রপাঠ করিলেই ঐ মৃতদেহ দণ্ডায়মান হইয়া সাধকের প্রশ্নের উত্তর দিবে। কিরূপে সাধক ও উত্তরসাধক গণ্ডীমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে এবং কিরূপে মৃতদেহ সাধকের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে, তাহার একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল। উহার বিশেষ প্রণালী, মন্ত্র ও যন্ত্র আমার প্রকাশিত যাবনিকজিনাদিদেবতাসাধন নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

এইরূপ অন্তর্দেশে কোন্ স্থানে শবসাধন করিবে এবং কিরূপ শব প্রাপ্ত করিবে ও কোন্ কোন্ শব বর্জনকরিবে, তাহা অগ্রে কথিত হইতেছে।

৩য় হাবনিরবসাহ ভাবচূড়ামণি—মৃত্যুগারে নদীতীরে পর্কতে নির্জনেংগি যা। যিম্মপুলে প্রদানে বা তংসরীপে বসহলে। অষ্টম্যাক চতুর্দিক্তাং পক্ষরোকভরোঃপি। ভৌমবাণে তমি আয়া সাধয়েং সিদ্ধিমুত্তমাং। যাবতকক বস্যাং বৃশসীপারিকভবা। ত্রিলা: কুলা: সর্বপাল্য স্থাপনীয়া: এবহুত:। তত: পুরোক্তাজতসহানং পবা সামাজ্যার্থে বিধার পূর্বস্বো মূল্যে কটকারং বদ্বা বাগভূমি: সংশ্রোক্তা ততঃ পণেং বটুকং বোগিনীক চতুর্দিক পুরোদিত: সম্পূজা পুরোক্তবীরাদিনমঃ কুমৌ বিলিখ্য বেচাজেত্যাদিপুরোক্তকরণে পুশাঙ্গলিঙ্গং বদ্বা এণম: শ্রবানাদিগতিভা: পুরোক্তকরণে বলিং বদ্বা অবোরমঃশ্রেণ লিখাবসনং বিধার প্রবর্ণবসনঃশ্রেণ আভারং রক্তরক্তিত তদি হস্তং বদ্বা আভরকাং কুর্য্যাব। অবোরমঃশ্রবনমঃশ্রেণ কু—ও হ্রী কুর কুর একুর একুর বোরাবোরভর তমুরপ চট চট এচট এচট কহ কহ বন বন বক বক বাতর বাতর হু হু, সহস্রারে হু হু। তত: পুরোক্তকরণে কৃত্তিকিং ভাসলালক বিধার জগদ্রূপ।

মহাশিব বলিলেন, দেবি! তুমি যে প্রের করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। আমি মর্ত্যে পশুপত্বে উপায়, পশুপত্বে পশুপত্বে বলিতেছি, প্রবণ কর। সুন্দরি! কাঙ্ক্ষামাসে কিবা কামনামাসে, তৃতীয়াতিথির মহানিশাতে একাকী নির্ভরচিত্তে চিত্তাভ্যাস করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক চর্চিকা দেবীর ধ্যান করিবে। দেবীর স্বরূপ এই,—চর্চিকাদেবী গুরুকর্তা, ভরদ্বারশক্তি, ভীষণনেত্রী, যুগলী, বিজ্ঞা, তালবৃক্ষের স্তায় জম্বাবিশিষ্টা ও আলুগারিতকেশা। এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া যতপূর্বক অনন্তচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। চর্চিকাদেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে—“ও হ্রীং চর্চি চর্চিকে ককলাসকং বোধয় বোধয় বাহা।” এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে। এইরূপ মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া সাধক ককলাসরূপ জানিতে পারিবে; তাহার মনে কোন শোক থাকিবে না। মহেশ্বর! চর্চিকার অমুগ্রহে সাধকের কার্য্য সকল হয়। যে ব্যক্তি এইরূপে সিদ্ধ হয়, সেই সাধক সকলপ্রকার সংবাদ বলিতে পারে। ইহাতে রাজা ও স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূত হয় ॥ ২ ॥

অথবা গোষ্ঠমাসাদ্য নিশীথে সাধকোত্তমঃ। উগ্রচণ্ডাং প্রযত্নেন ধূপদীপৈর্গমনোরমৈঃ ॥ ভক্তিতঃ পরমেশানি পূজয়ে-
তারমায়য়া। নিজমন্ত্রং সহস্রস্ত তদৈব প্রজপেততঃ। ততঃ
সিদ্ধতি দেবেশি! নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৩ ॥

প্রকারান্তরে ককলাসসিদ্ধি; যথা—সাধক নিশার দ্বিপ্রহর সময়ে গোষ্ঠে গমন করিয়া যতপূর্বক মনোহর ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা ভক্তিভাবে “ও হ্রীং”—এই মন্ত্রে উগ্রচণ্ডার পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে। দেবি! এই-রূপ করিলেই, সিদ্ধি হইবে; ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩ ॥

অথবা কামিনীপুষ্পমকরন্দেন সুন্দরি। তিলকং কারয়ে-
শু ক্লি জপেদেতং মনুং ততঃ ॥ তৎকণাং সিদ্ধিমাগ্নৌতি সত্যং
সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ ইতি ককলাসসিদ্ধিঃ।

অন্তপ্রকারে ককলাসসিদ্ধি যথা,—সুন্দরি! কামিনীপুষ্পের মধুরা তিলক করিয়া, মস্তকে হস্ত রাখিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে তৎকণাং সিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সংশয় করিবে না ॥ ৪ ॥

অথ বল্লীসিদ্ধিঃ। বল্লিকাং সাধয়েদ্বিহ্বামদীতীরে মহানিশি।
উগ্রকেশীং প্রযত্নেন পূজয়িত্বা বিশেষতঃ। তারং হুতুগ্রকেশীঞ্চ
চতুর্থস্তাং দ্বিভাবধি। জপেদেতং সহস্রস্ত সিদ্ধত্যেব ন
সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

দেবি! নদীতীরে মহানিশাসময়ে যতপূর্বক বিশেষরূপে উগ্রকেশীর অর্চনা করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি বল্লিকাসাধন করিবে। উগ্রকেশীর মন্ত্র এই—“ও নমো উগ্র-
কেশে বাহা।” এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে, নিঃসন্দেহ সিদ্ধি হয় ॥ ১ ॥

অথবা মুক্তকেশস্ত চিতায়াং পরমেশ্বর!। বগলাং পূজয়েদ্
যজ্ঞাপচারৈর্ধৌচিঠিতৈঃ ॥ ও নমো বগলে মায়। স্বাহাস্তো-
হয়ং মহামনুঃ। অকৌন্তরসহস্রস্ত জপেদনন্তমানসঃ ॥ ততো
দেবি! সমানীয় গোধিকাং গৃহসস্তবাম্। পূজয়েতাং প্রযত্নেন
পুনর্জাপং সমাচরেৎ ॥ ততঃ প্রভৃতি দেবেশি বল্লিকাশক-
বিন্দবেৎ। অতীতানাগতাং বার্তাং লীলয়া বস্তি সর্বদা ॥ ২ ॥

প্রকারান্তরে বল্লীসিদ্ধি। পরমেশ্বর! মুক্তকেশ হইয়া, চিতাতে উপবেশন করিবে এবং বধোচিত্তে বিবিধ উপচারদ্বারা যতপূর্বক বগলাদেবীর অর্চনা করিবে। “ও নমো বগলে হ্রীং বাহা”—এই বহান্ন এইপ্রতিতে একসহস্র অষ্টবার জপ

করিবে। তৎপর একটি গৃহগোষ্ঠিকা (টিকটিকী) আনিয়া, তাহাকে যতপূর্বক পূজা করিয়া পুনর্বার উক্ত মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে, বল্লিকাসিদ্ধি হয়। এই সময় হইতে সাধক বল্লিকার শব্দ বুদ্ধিতে পারে এবং ঐ ব্যক্তি হুত ও ভবিষ্যৎ বিধর অবলীলাক্রমে বলিতে পারে ॥ ২ ॥

অথবা নিশি মাংসাদ্যৈঃ পূজয়েৎ ককলিঙ্গলায়। জপে-
মাসত্রয়ং লক্ষ্মীং ভেষুতাং নামসংযুতাম্ ॥ জপেদমুত্তমানন্ত ততঃ
সিদ্ধৌ ভবেদমুখ্যঃ। তদেব ফলমাগ্নৌতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
প্রাতঃকালং সমাসাদ্য জপেদেনং দিনাবধি। সন্ধ্যায়ঃ পরমে-
শানি জ্যোতিকাশকবিন্দবেৎ ॥ ৩ ॥

প্রকারান্তরে জ্যোতিষকাজান যথা—নিশাসময়ে মাংসাদি দ্বারা ককলিঙ্গলায় অর্চনা করিবে। “শ্রী ককলিঙ্গলায়ৈ” এই মন্ত্র তিনমাস পর্য্যন্ত প্রত্যাহ মনসঃপূ-
র্বক জপ করিলে, সিদ্ধি হইবে। তাহাতেই ফল পাইবে, ইহা সত্য সত্য জানিবে, কোন সংশয় করিবে না। ঐ মন্ত্র প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত জপ করিলে জ্যোতিষকার (টিকটিকীর) ডাক বুদ্ধিতে পারিবে ॥ ৩ ॥

ক্রমশঃ—

জ্যোতিষশাস্ত্র ।

অতঃ পরাণেকা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রত্যক্ষকলম্ব, অনেকই এই কলিতজ্যোতিষের প্রতি
অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু যে শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়, তাহাতে অবিশ্বাস স্থাপন
কতদূর সম্ভব তাহা তাহারাই বুঝিতে পারেন। আকাশমণ্ডল এই, রাশি, নক্ষত্রাদির সহিত
পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থিত জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদাদি ও জলজন্তুরির বেদন সম্বন্ধ আছে,
তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চন্দ্র সূর্যের গতিবিশেষদ্বারা
প্রতিদিন জোয়ারভাটা হইতেছে এবং সূর্যের গমনব্যতিক্রমেই বহুপরিবর্তন হইয়া থাকে।
যখন রবি সায়ন দেবরাশিতে (সায়ন বৈশাখ মাসে) আগমন করেন, তখন বৃক্ষলতাধির
মূলত পল্লবোৎপন্ন হইয়া অনির্বচনীয় শোভা হয়, আবার যখন রবি সায়ন তুলারামিতে (সায়ন
কার্ত্তিক মাসে) গমন করেন, তখন ঐ বৃক্ষলতাধির পল্লব সকল পতিত হইয়া জীবিহীন
হয় এবং অনেক চারাগাছ একবারে মরিয়া যায়। রাশিচক্রে রবির গতি অনুসারে শীত, গ্রীষ্ম,
বর্ষা, শরৎ ইত্যাদি ঋতুসকল পরিবর্তিত হয়। এই সকল বহুপরিবর্তনের সহিত মানবাবির
ধাতুরও পরিবর্তন হইতেছে। রবি ও চন্দ্রের দৈনিক গতিক্রমে যে তিথি হইতেছে ঐ তিথি
অনুসারে বেদন জোয়ারভাটা হয়, সেইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে সূর্যোদয়কালে মানবের স্বাস্থ্য
কিবা দক্ষিণাশাপুটের বাসপ্রমাণ উদয় হইয়া থাকে। রক্তবর্ণের চন্দ্রকিরণে অসামান্য
হানে পরন করিলে মস্তক ভারবোধ হয়। শুক্লপক্ষে মটর করাই ইত্যাদির বীজ বপনকরিলে
অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে ঐ সকল বীজ বপন করিলে শস্যের হারি হইয়া
থাকে। দাড়িমবৃক্ষ যেতিথিতে রোপণকরা যায়, সেই তিথি অনুসারে ঐ বৃক্ষ তত বৎসর
জীবিত থাকে। চন্দ্রের সহিত কুসুম অর্থাৎ হেলানুলের এবং রবির সহিত পরজুলের বেদন
সম্বন্ধ, তাহা কাহারও অবদিত নাই। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সূর্যমুখীসুল বুরিরা বেদার তাহা
কে না দেখিয়াছেন? অতএব এই সকল ও অন্যান্য সমস্ত বস্তুই যে প্রমাণিত নক্ষত্রাবির সহিত
বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ কি আছে। বৈদ্যশাস্ত্রানুসারে চন্দ্রের স্থিতি ও গতিরূপে
রোগান্তর সম্ভব, নবম, একাদশ ও চতুর্থাধিবিশেষে সেই রোগের হ্রাস কি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
কে না জানে যে, বাতরোগ, বায়ুরোগ ও জলরোগ প্রভৃতি ফলত সর্বরোগই তিথি অনুসারে
হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর অসাবধান ও পুর্ণিমা তিথিতে ঐ সকল রোগ বিশেষ বৃদ্ধিপাইয়া থাকে,
ইংরেজ ডাক্তারগণও কখনও, টাইফন আরের ভোগ তিথি ও নক্ষত্রানুসারে হইতেছে। সকল
ব্যায় উপরেই চন্দ্রের স্থিতি সূর্যমুখীসুল বেদা দ্বারা। যথা—পুর্ণিমা ও অসাবধানতঃ বিদ্যায়ের
চন্দ্র মূল্য উত্তম। একাদশমাসিক একেই কথিয়ায় মানবদেহের সহিত রবি, চন্দ্র, শনি
প্রভৃতি গ্রহগণের সম্বন্ধ, বোধায়মান ও আকর্ষণ পরিণতি হইয়া পঞ্চরাত্রে একবারে

একজন ব্যক্তির নাম। অতএব জানা যাইতেছে যে, এইরকমাদির বোঝাবোনেই মানবের জন্ম, মৃত্যু, বৃষ্টি, দাউলাত, বড়, বৃষ্টি, রাষ্ট্রবিষয় ইত্যাদি হইতেছে।

পূর্বকালে এই জ্যোতিষশাস্ত্র সর্বদেলে প্রচলিত ছিল এবং রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি-বর্গ সকলেই আপন আপন সভাতে এক একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত রাখিতেন। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত বিশেষ পারদর্শী না হইলে অজ্ঞাতরূপে বল বলিয়া দিতে পারেন না।

জ্যোতিষশাস্ত্রকারী ব্যক্তি যদি প্রকৃত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত হইতে ও অজ্ঞাতরূপে গণনা করিতে মানব করেন, তাহা হইলে তাহাকে নিম্নলিখিত জ্যোতিষগণনা, শাস্ত্রগণনা শিক্ষা করিতে হইবে।

বর্তমান পুণ্যসিদ্ধান্ত, ভাঙ্গরাচার্য্য, গ্রহলাঘব, সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, ভূতসংহিতা, লোমশসংহিতা, ক্ষত্রসংহিতা, বরাহসংহিতা, পরাশর, বশিষ্ঠ, পুলাস্ত, মাতৃব্য, কল্প, বাৎস্য, বৃহ-স্পতি, কপিষ্টল, গুরুদ্বাদশ, জমিত, দেবল, শুক্ল, ইন্দ্র, ভাঙ্গরা, বরহ, ক্ষরবাক, মর, মণিখ, বরাহ, বরহাচার্য্য, কালিদাস প্রভৃতি যে সকল গণিত ও কলিত গ্রন্থ প্রকাশকরিয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্ত না হয়, ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ বাহা এইরূপ বর্তমান সময় পাওয়া যায়, তাহাই পাঠ করা কর্তব্য। এই সকল গ্রন্থ শিক্ষা না করিলে কলিতজ্যোতিষের বল অজ্ঞাতরূপে বলিতে পারিবেন না।

জ্যোতিষের কলিত অংশ বাহারা শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে গ্রহ, রাশি ও নক্ষত্র-দ্বিগণ নাম, সংখ্যা, বৃত্তাব, গুণাগুণ, মিত্রামিত্র, রাশিগণ, গ্রহবলাবল ইত্যাদি জ্ঞাত হইয়া শব্দে লয়নিরূপণ ও কুন্তলী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লয়কুণ্ড ও গ্রহকুণ্ড করিয়া ভাগগণনা ও এই কুন্তলীতে গ্রহ সন্নিবেশকরিয়া দৃষ্টি ও বলাদিগণনা করিয়া পরে শাস্ত্রের সঙ্কেতমতে গর্ত হইতে ভূমিষ্ট হওয়া এবং ভূমিষ্ট হওয়া অবধি বৃত্তাপথান্ত হুন্দাহুহুন্দরূপে জাতবালকের, তাহার মাতা-পিতার, জাতাত্তগমীর, এবং কুটুম্ব পুত্রকন্যা, দাস, দাসী, স্ত্রী ও মাসি পিণি প্রভৃতির গণনা করা শিক্ষা করিতে হইবে।

জ্যোতিষগণনা বহুপ্রকার আছে তাহা জ্যোতিষশাস্ত্রকারীকে শিক্ষা করিতে হইবে। যথা— উপায়ক গণিত ও জাতককোষগণনা, তত্তির কড়, বৃষ্টি, রাষ্ট্রবিষয়, অর্থাৎ সমস্তসময়ের মধ্যে রাজ্যের সর্বপ্রকার শুভাশুভগণনা, রোগ ও মৃত্যুগণনা ও প্রহরণগণনা। এই প্রহরণগণনা আবার দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়, যথা লয়নিরূপণ করিয়া একপ্রকার এবং প্রহরণকোষের সমস্ত অক্ষরাক্ষর কিংবা প্রহরণকোষের আদিবর্ণ গ্রহণ করিয়া অথবা প্রহরণগণনার নিমিত্তে যে সকল দেবতা সিদ্ধি করিতে হয়, তাহা করিয়া প্রহরণ উত্তর ও শুভাশুভ বল বলার সঙ্কেত শিক্ষা করিতে হইবে। তত্তির নটকোষীউদ্যার, সাহুজিকশাস্ত্র, শাহুনশাস্ত্র, রমলপাণ্ডিগণনা, ভাঙ্গরগণনা, দিনকণ, অর্থাৎ যাত্রা, বিবাহ, বীজসোপণ, শান্তিকর্ম ইত্যাদির দিননির্ধারণ করা, গ্রহবাগবজ ইত্যাদি সমস্ত শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ অত্র প্রকাশিত ও লিখিত গ্রন্থ, রাশি, নক্ষত্রগণের নাম ও অব-স্থানের বিষয় বলা হইতেছে।

জ্যোতির্বিদগণ উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু এই উভয়ের মধ্যবর্তী গগনমণ্ডলকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহারা পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর অয়নান্তবৃত্তের মধ্যস্থিত অংশকে মধ্যখণ্ড বলিয়া থাকেন। এই খণ্ডে মেঘাদি দ্বাদশ রাশি ও তদন্তর্গত সাধারণতঃ ১০১৬ টি নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এই মধ্যখণ্ডের উত্তরভাগ-স্থিত অংশকে উত্তরখণ্ড এবং দক্ষিণদিকস্থ অংশকে দক্ষিণ খণ্ড কহে। উত্তর খণ্ডে পঁয়ত্রিশটি রাশি ও তদন্তর্গত ১৪৫৬ টি নক্ষত্র এবং দক্ষিণখণ্ডে ৪৬ টি রাশি ও তদন্তর্গত ৯৯ টি রাশি নক্ষত্র নির্দিষ্ট আছে। এই তিন খণ্ডে যে সকল নক্ষ-ত্রের উল্লেখ হইল, দুর্বীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে তদ্ব্যতিরেকেও বহুসংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পূর্বকালে অশ্বদেলে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সকল পুস্তক প্রচলিত ছিল, এইরূপ তাহা বিলুপ্ত হওয়াতে উল্লিখিত রাশি ও নক্ষত্রগণের নাম ও অবস্থানাদি অপরিজ্ঞাত হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্যখণ্ডে যে দ্বাদশরাশির উল্লেখ করা গেল, তাহারা বর্ষাক্রমে মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন নামে পরিচিত। গগন-মণ্ডলে প্রথমে মেঘ, তাহার অব্যবহিত পশ্চিম ও কিঞ্চিৎ উত্তরে বৃষ, বৃষের ঠিক উত্তর পশ্চিম দিকে মিথুন, তৎপরে কর্কট, (সায়ন মেঘরাশির প্রারম্ভে যে স্থানে সূর্যের আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়, সূর্য সেই স্থান হইতে গমন করিতে আরম্ভ করিয়া বর্ষান সায়ন কর্কটরাশিতে প্রবেশ করে, তখন সেই স্থানে রাশিচক্রের সহিত উত্তর ক্রান্তিরেখা মিলন হইয়াতে এই দিন সেই স্থান ঠিক সূর্যের সমুদ্র-

বর্তী হয়, ইহার পর সূর্য আর উত্তরদিকে গমন করে না, এই জন্ত এই সময়কে অয়নান্তকাল বলা যায়) কর্কটরাশির দক্ষিণে সিংহ, তৎপরে কন্যা, (যেদূর মেঘ-রাশিরস্থলে বিষুবরেখার সহিত রাশিচক্রের সংযোগ হয়, সেইদূর তুলারাশির স্থলেও এইরূপ উদাহরণের সংযোগ আছে। বর্ষান রবি এই তুলারাশিতে প্রবেশ করে, তখন দিবা ও রাত্রিমান পুনরায় সমান হয়। রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। মেঘ হইতে তুলাপর্যন্ত ১৮০ অংশ দূর; সুতরাং মেঘাদি ছয় রাশি রাশিচক্রের অর্ধেক এবং তুলাদি ছয় রাশি এই চক্রের অপার্ক) কন্যার পর তুলা রাশি, এই তুলার পর বৃশ্চিক, তৎপরে ধনু ও তদনন্তর মকররাশি অবস্থিত। (মকররাশিতে সূর্যের প্রবেশকালে যে অংশে রাশিচক্রের সহিত দক্ষিণ ক্রান্তিরেখা মিলন হইয়াছে, সেই অংশ এই দিন সূর্যের ঠিক সমুদ্রবর্তী হয়, তৎপরে সূর্য আর দক্ষিণাভিমুখে গমন করে না, এই জন্ত এই সময়কে দক্ষিণ অয়নান্তকাল বলা যায়) মকররাশির পর কুম্ভ এবং তৎপরে মীন রাশি অবস্থিত; এইরূপে দ্বাদশ রাশি দ্বারা রাশিচক্র সম্বৃত্ত হইয়াছে। যৎকালে জ্যোতিষগণনা আরম্ভ হয়, সেই সময় মহাবিষুব রেখার সহিত রাশিচক্রের রেবতীনক্ষত্রের অন্ত্রে মেঘরাশির প্রারম্ভ মিলিত ছিল, অবশেষে এই চিহ্নিত মেঘরাশির অন্তর্গত অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রারম্ভ হইতে বিষুবরেখা প্রতি বৎসর ৫৪ চুয়ান বিকলা করিয়া ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। মেঘাদি দ্বাদশ রাশি দুইপ্রকার প্রণালীতে গণনা হইয়া থাকে; প্রথম সায়নমেঘাদি অর্থাৎ কলিত মেঘাদি, দ্বিতীয় নিরয়ন মেঘাদি অর্থাৎ চিহ্নিত মেঘাদি। এই সকল বিষয় মৎ-প্রকাশিত দ্বিতীয়সংস্করণের ফলিতজ্যোতিষের প্রথম তিন খণ্ডে গণিতপ্রকরণে সন্নিবেশিত বিবৃত আছে।

বিষুবরেখার উত্তর দিকে মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা এই ছয়টি এবং দক্ষিণদিকে তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই ছয়টি রাশি অবস্থিত। ইউরোপীয় জ্যোতিষগ্রন্থে মধ্যখণ্ডের অন্তর্কর্তী যে ১০১৬ টি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে, তাহারা যে যে রাশির অন্তর্ভূত ও যে যে রাশিতে যে সংখ্যায় অবস্থিত আছে, তাহা বলা যাইতেছে,—এই ১০১৬ টি নক্ষত্রের মধ্যে ৬৬ টি মেঘরাশির, ১৪ টি বৃষের, ৮৫ টি মিথুনের, ৮৩ টি কর্কটের, ৯৫ টি সিংহের, ১১০ টি কন্যার, ৫১ টি তুলার, ৪৪ টি বৃশ্চিকের, ৬ টি ধনুর, ৫১ টি মকরের, ১০৮ টি কুম্ভের এবং ১১০ টি মীন রাশির অন্তর্গত।

মধ্যখণ্ডে রবি চক্র প্রভৃতি গ্রহগণ যে সকল নক্ষত্রগণের নিকট দিয়া ভ্রমণ করে, সেই সকল নক্ষত্র ও রাশির যোগে তাহাদিগের তেজঃ ও জ্যোতিঃ সম্বন্ধিত হইয়া পৃথিবীস্থ জীব জন্ত ও বৃক্ষাদির উপর নিপতিত হয়, তাহাভেই জীবাদি ক্রিয়াবান হইয়া থাকে এবং এই সকল দ্বারাই জ্যোতিষের ফলাফল প্রত্যক্ষ হয়। জ্যোতির্বিদগণ গ্রহগণের গতি ও স্থান নিরূপণ করিবার জন্ত কেবলমাত্র ২৭ টি নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া এই ২৭ টি নক্ষত্রকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করত দ্বাদশ রাশি কল্পনা করিয়াছেন, ইহাকেই রাশিচক্র কহে। গণনার সুবিধার জন্ত জ্যোতির্বিদগণ এই রাশিচক্রকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিয়া ৩০ অংশে এক এক রাশি এবং সূর্য গণ-নার জন্ত প্রতি অংশকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করত তাহার নাম কলা, প্রতি কলাকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করত বিকলা এবং এইরূপ প্রণালীতে অহুকলা, প্রত্যহুকলা প্রভৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ রাশিচক্রে রাশির সংখ্যা দ্বাদশ, অংশের সংখ্যা ৩৬০, কলার সংখ্যা ২১৬০০, বিকলার সংখ্যা ১২৫৬০০০ ইত্যাদি রাশিচক্রের সংজ্ঞা করিয়াছেন। এই সকল এবং গ্রহনক্ষত্রাদির নাম ও কল্পপে গ্রহকুণ্ড ও লয়কুণ্ড করিয়া মানবের জন্মাবধি বৃত্তাপথান্ত ফলাফলগণনা করিতে হয় এবং কল্পপে গ্রহবল ও ভাববিচার ইত্যাদি করিতে হয়, তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এই সকল গণনা হুহু, কঠিন ও বহুল। সহজে বোধগম্য হয় না এইনিমিত্ত এই জ্যোতিষশাস্ত্রমধ্যে যে যে বিষয় সহজ অর্থাৎ সাহুজিক ও শাহুনশাস্ত্র, রাষ্ট্র-বিষয়, বর্ষাবর্তী ও নটকোষীউদ্যার ইত্যাদি অত্র প্রকৃত হইতেছে। ক্রমশঃ—



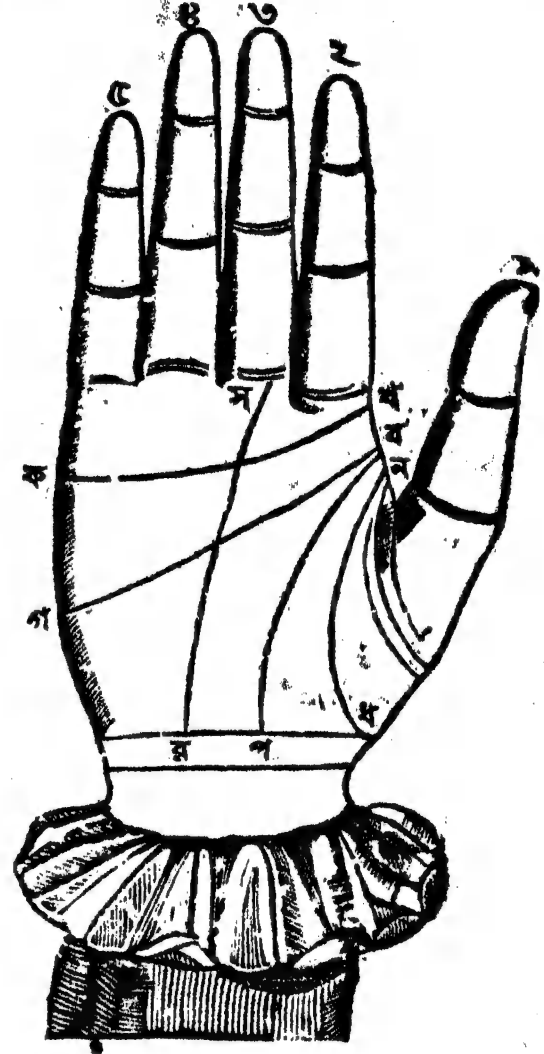
কররেখা, পদরেখা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ, কপালরেখা এবং জন্মতিলাদি চিহ্ন।

মানবজাতির মধ্যে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই কর, চরণ ও ললাট প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভাবী শুভাশুভ ঘটনার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। কোন ব্যক্তি কোন লক্ষ, কোন মাসে, কোন তারিখে, কোন বারে, কোন তিথিতে, কোন নক্ষত্রে ও কোন লগ্নে জন্মিয়াছে, তৎসমুদায় করতলস্থ ও ললাটস্থিত রেখাচিহ্নাদি এবং অঙ্গবিশেষে দর্শনে অবগত হওয়া যায় আর কে কত কাল জীবিত থাকিবে, কাহার কয়টি পুত্র বা কন্যা জন্মিবে, কোন কোন সময়ে কি কি শুভাশুভ ঘটনা হইবে এবং কোন সময়ে কাহার মৃত্যু হইবে ইত্যাদি জন্মাবধি মৃত্যুপর্যন্ত ঘটনা সকল কর, চরণ ও ললাট প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিহ্নাদি দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। যে শাস্ত্রে কর, চরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রেখা ও চিহ্নাদির লক্ষণ এবং তাহার শুভাশুভ ফল বর্ণিত আছে, তাহাকে সামুদ্রিকশাস্ত্র বলে। পূর্বকালে অশ্বমেধে এই সামুদ্রিকশাস্ত্র একপ সমাধরের সহিত প্রচলিত ছিল যে, কোন ব্যক্তিকে রাজপদে, কি বিদ্যালিকার, কি কোন বিষয়কারী, কি কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে হইলে অগ্রে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্টে পরীক্ষা না করিয়া সেই ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত কোন কাণ্ডে নিয়োগ করা হইত না এবং মনুষ্যজাতি ধর্মশাস্ত্রমতে মহাপুণ্য স্ত্রীলোকের বিবাহের পূর্বে তাহাদিগের আপাদমস্তক দাবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ, কর, চরণ ও ললাটের রেখা এবং শেহের তিলাদিচিহ্ন দৃষ্টে ভাবী শুভাশুভ পরীক্ষার বিধান করিয়াছেন। মনুষ্যগণ স্বলক্ষণা স্ত্রীর সহিত গার্হস্থ্যাবস্থায় সুখে কালযাপন করিতে পারেন; অতএব সাধারণের পক্ষেই সামুদ্রিকশাস্ত্র শিক্ষা করা অসম্ভব কর্তব্য কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

মানবের করমধ্যে যে সকল রেখা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান প্রধান রেখা আছে, অগ্রে সেই কয়েকটি রেখার নাম পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক। কারণ ঐ প্রধান প্রধান রেখার নাম পরিজ্ঞাত না থাকিলে করতলের বিভাগকরা ও সেই বিভাগদ্বারা স্থানবিশেষে নিরূপণ করিয়া সেই সেই স্থানস্থিত চিহ্নবিশেষ এবং গ্রহ ও রাশির স্থান নির্দেশ করিয়া শুভাশুভ ফল বলা সুকঠিন। এজ্জা ঐ রেখা কয়েকটির পরিচয় জ্ঞাত নিয়ে মানবহস্তপাঞ্জার একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা গেল। ইহা দ্বারা অঙ্গুলির ও রেখার নাম সহজে জানা যাইবে।

এই হস্তপাঞ্জার লিখিত ১ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম অঙ্গুষ্ঠ (Pollex), ২ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম তর্জনী (Index), ৩ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম মধ্যমা (Medius), ৪ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম অনামিকা (Annularis) এবং ৫ অঙ্কিত অঙ্গুলির নাম কনিষ্ঠা (Auricularis)। যে রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলের নিকট হইতে অনামিকা ও মধ্যমার মূলের নিকট দিয়া তর্জনীর মূল অতিক্রম করিয়াছে, অথবা তর্জনীর মূলভিত্তিতে কতকদূরে গমন করিয়াছে, তাহার নাম আয়ুরেখা। কেহ কেহ এই রেখাকে ভোগরেখা বলিয়া থাকেন। ইহার ইংরাজি নাম, টেবল লাইন (Table Line); যথা প্রথম হস্তপাঞ্জার ক—খ রেখা অঙ্কিত আছে। হস্তের মধ্যে এই রেখার পার্শ্বে যে আর একটি রেখা তর্জনীর অভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহার নাম মাতুরেখা, যথা গ—ব রেখা, ইহাকে ইংলণ্ডীয় সামুদ্রিকবিৎ পণ্ডিতগণ মিডেল জাচারল লাইন (Middle Natural Line) বলেন। যে রেখা করতলমূলের মধ্যস্থানহইতে বুজাঙ্গুলিকে বেঠম করিয়া মাতুরেখার সহিত মিলিত কিংবা তাহার নিকট গমন করিয়াছে, (যথা প—ব রেখা), তাহার নাম পিতুরেখা। কোন কোন মতে ইহাকে আয়ুরেখা বলে। এই রেখাকে ইংরাজিতে লাইন অব লাইফ (Line of Life) বলিয়া থাকে। যে রেখা পিতুরেখার মূলের নিকট

দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া হস্তপাঞ্জার মধ্য দিয়া আয়ুরেখা (মতান্তরে ভোগরেখা) পর্যন্ত কিংবা তাহার উর্ধ্বে গমন করে (যথা র—ন), তাহার নাম উর্ধ্বরেখা



ইংরাজিতে ইহাকে লাইন অব দি লিবার (Line of the Liver) বলে। যে রেখা পিতুরেখার (মতান্তরে আয়ুরেখার) পার্শ্বে ও বুজাঙ্গুলির নিকট দিয়া উর্ধ্বে গমন করে (যথা ধ—ন), তাহার নাম পরম্প্রাণি রেখা।

যে সকল অঙ্গুলির ও রেখার নাম উল্লেখ করা চাইল, ইহারিগের অধিপতি গ্রহের নাম ও যে যে অঙ্গুলির যে যে পক্ষের যে যে রাশি অধিপতি মিলিত আছে, তাহা এবং হস্তপাঞ্জার যে স্থানের যে গ্রহ অধিপতি তত্তাবৎ বিষয়গত সহ সহজে বুঝাইবার জন্ত একটি হস্তপাঞ্জার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া এই অকণোদয়বাসিক মাসিকপত্রিকার দ্বিতীয়খণ্ডে বর্ণিত হইবে। এইক্ষণ পাঠকবর্গের বিমিত্তার্থে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির লক্ষণ, কররেখার, কপালরেখার এবং তিলাদিচিহ্ন কতক কতক ফল লিখিত হইল।

পরমায়ু: পরীক্ষিত পশ্চাদমক্ষণেব চ। আয়ুর্যন: মর্যাপাকং লক্ষণং জিহ্বা প্রয়োজনম্ ॥

সর্বাপ্রাণে পরমায়ু পরীক্ষাকরিয়া পশ্চাৎ অজ্ঞাত লক্ষণ পরীক্ষা করিবে। যেহেতু যাহার পরমায়ু নাই, তাহার অজ্ঞাত লক্ষণ দর্শনে প্রয়োজন কি ? ॥

অঙ্গুষ্ঠভাগ্যাকরেখা বর্ততে মৃত্যুতি: শুভা। সেবাগতির্ধনেন্দ্র মধ্যমাঙ্গুল্যে ভবেন্দ্র ॥

বাহার বুজাঙ্গুলির উপরে শুভলক্ষণাঙ্কিত উর্ধ্বরেখা থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা, সৈন্যবাহক বা বিপুলবিত্তব্যাপী হয় এবং মধ্যমাঙ্গুল্যবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী বা অল্পজীবী হয় না ৬০ বৎসরপর্যন্ত জীবিত থাকে ॥

রেখা: পাঠকবর্গে তাৎ কথিতামসংবিদ্যা: ৬০ বৎসর: পরমায়ু পশ্চাদমক্ষণেব চ ॥

হস্তাংকুরটঃ সার্বাংকুরং বিহতঃ ভবেৎ। উত্তরোষ্ঠে চ সোমাদি দ্বিঃ সা ভক্রেৎ
পতিঃ।

যে রমণীর বক্ষঃস্থল অত্যুৎকট ও বিস্তৃত এবং বাহার উপরের ঠোঁটে সোম দৃষ্ট
হয়, সেই নারী শীঘ্রই বিববা হয়।

তর্জনীমূলপাদিভ্যাং রেখাং হিত্বা যবি। বামিকৃৎকর্মাকারসর্বকটো ভবিষ্যতি।

বাহার তর্জনী অঙ্গুলির মূলদেশস্থিত রেখাতে ছিঁড় থাকে, তাহার শজার,
ইন্দুর, বিড়াল বা সর্পদংশন হয়।

কনিষ্ঠামূলরেখাঃ পরতন্ত তথা হি বৈ। ভবন্তি রেখাভাবতাঃ পুত্রাঃ কস্তাং বিকিতাঃ।

কনিষ্ঠামূলরেখাঃ একান্তায়াং তথাহুতঃ।

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলের নিম্নভাগে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি পুত্র বা কস্তা
হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যতগুলি দ্বিমুখ বেখা দৃষ্ট হইবে, ততগুলি কস্তা এবং
যতগুলি একমুখ রেখা দেখা যাইবে, ততগুলি পুত্র বুঝা যাইবে।

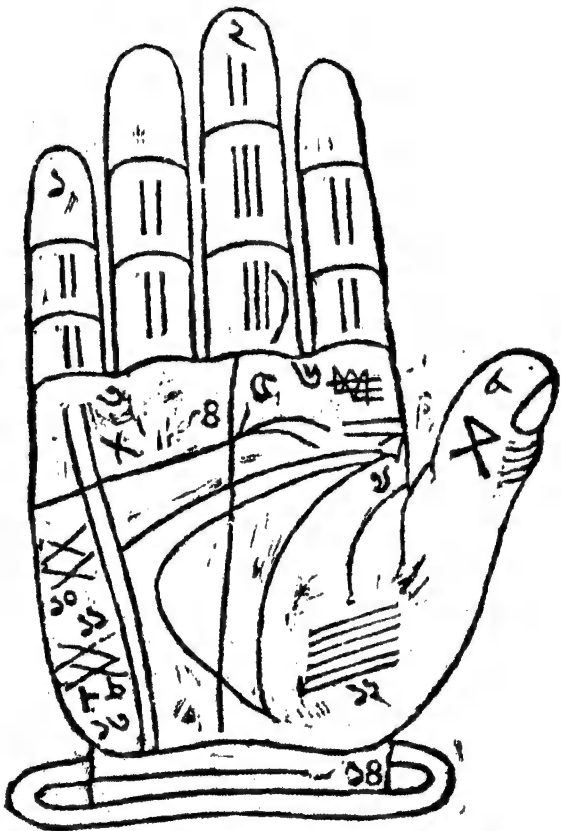
অঙ্গুষ্ঠমূলমা রেখাঃ পুত্রাণ্ড স্ত্রব্যারকাঃ। নিঃশান্ত বহুরেখাঃ স্থানিঃস্থানিকৃৎকৈঃ কুণৈঃ।

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশে অধিক রেখা থাকিলে মনুষ্য পুত্রদ্বারা স্ত্রী হয়। বাহার
করতলে অনেক রেখা থাকে, সে দরিদ্র হয়। চিবুক কৃশ হইলে, মনুষ্য দ্রব্য-
তীন হয়।

বৃদ্ধামূল চ বা রেখা ভ্রাতৃত্বদ্বীপদারিকা। কৃপা, হুস্তা ক্রমেণৈব হীনা ছিত্রদ্বীপদারিকা।

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী হয় এবং ঐ
রেখাগুলি যদি ক্রমবর্ণ ও ক্রমশঃ স্তম্ভ হয়, তবে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিনাশ ও কলঙ্ক
হইয়া থাকে।

অন্যমতে কররেখার দৃষ্টান্তসহ ফল।



উপরিচিহ্নিত হস্তপাঞ্জার ২ অঙ্কের নিকট বেরুণ রেখা শনির ও বৃহস্পতির
অর্থাৎ মধ্যমা ও তর্জনার প্রথম পর্কে অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা বাহার হস্তমধ্যে
থাকিলে, সেই ব্যক্তির শোখরোগ হইবে।

উপরিচিহ্নিত প্রতিকৃতির ৩ অঙ্কের নিকট বেরুণ রেখাসকল তর্জনী অঙ্গুলির
মূলে বাকলকার আলোর দ্বারা অঙ্কিত আছে, ঐরূপ অঙ্কিত রেখাসকল বাহার হস্তে
দৃষ্ট হইবে, সেই ব্যক্তি জনহর হইবে।

এক একখানি হস্তপাঞ্জার ১৫। ১৬ টি করিয়া কুল আছে, এইরূপ ৪৪ খানি
হস্তপাঞ্জার কল ক্রমে লিখিত হইবে।

পঞ্চাঙ্গাধি বক্ষক অষ্টকোণাধি দৃষ্টতে। ত্রিরাশ পুত্রবত্যাধি বনবান্ স স্ত্রী বরঃ।

বাহার হস্তমধ্যে পয় কিবা বহুরাকার চিহ্ন, অথবা বক্ষ ও অষ্ট কোণরূপ
অষ্টকোণ চিহ্ন থাকে, সে নিশ্চয়ই বনবান্ এবং স্ত্রী হইবে। স্ত্রীলোকের এই
সকল চিহ্ন থাকিলে বনবতী ও স্ত্রীশালিনী হয়। বিশেষতঃ পয়ের চিহ্ন থাকিলে



স্ত্রীলোক রাজ্ঞী এবং পুংকর রাজা হয়। ধত্বকের চিহ্ন থাকিলে পুংকর মহাবীর হয়,
পত্বকের চিহ্ন থাকিলে মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধা হয়, আর অষ্টকোণের চিহ্ন থাকিলে
ভূমিপালক, অর্থাৎ ভূস্বামী অথবা গ্রামপতি হইয়া স্ত্রী হয়।

চক্রশঙ্খস্বাকারো বাহাকারন্ত দৃষ্টতে। সর্গবিদ্যাপ্রদায়ক বুদ্ধিমান্ স ভবেরঃ।

বাহার করতলে চক্র, শঙ্খ, স্বাক এবং বাহাকার চিহ্ন দেখা যায়, সেই ব্যক্তি
সর্গবিদ্যা প্রদানকরিতা জানী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ত্রিশূলঃ করমধ্যে তু ভেন রাজা এবংভতে। যজ্ঞে বর্ধে চ কানে চ হেবদ্বিঃপুত্রে।

বাহার হস্তে ত্রিশূলের চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং হোমাদি ধর্ম-
কর্মাদ্বিতানে, দেবতা ও ব্রাহ্মণসেবায় রত হইয়া থাকে।

শক্তিভোমরাপদেৎ করমধ্যে এদৃষ্টতে। রথচক্রস্বাকারঃ স চ রাজ্যং লভেৎকরঃ।

যদি কোন ব্যক্তির হস্তে শক্তি (যটিনামক অস্ত্রবিশেষ) চিহ্ন, অথবা ভোমর
(অস্ত্রবিশেষ) চিহ্ন, কিবা বাণের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিবে
এবং রথ, চক্র ও স্বাকের চিহ্ন থাকিলেও রাজ্যলাভ করিবে।

রেখাভির্নহতিঃখং ব্রহ্মভির্নহীমতা। রক্তাতিঃ ত্রিরাশ্যোতি কৃকৃতিঃ প্রোভাতঃ ব্রহ্মেৎ।

যে ব্যক্তির করতলে বহুরেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি স্ত্রী হয়। অরুরেখা থাকিলে
বনহীন হয়। পাণ্ডিত্যের রেখাগুলি রক্তবর্ণ হইলে লক্ষীভূক্ত এবং ঐ রেখা ক্রমবর্ণ
দৃষ্ট হইলে ভৃত্য হইবার লক্ষণ জানিবে।

বাকিহস্তাধি বক্ষকপুংকরঃ। স্বাকারবরমাতিঃ বৈলকৃৎকরঃ। পুত্রাঙ্গ-
পদৈকং বক্ষকপুংকরঃ। কনিষ্ঠাঙ্গুল্যোতিঃ ত্রিঃ স্ত্রী রাজবরমাতিঃ।

যে স্ত্রীলোকের হস্তে বা পদে স্বাক, পদ, বিকৃত, দুই অর্থাৎ লক্ষ্য বা বজ্রীয়-

পত্ন্যঙ্কনকাঠ, বাণ, যব, ভোমর অর্থাৎ লৌহশাবল, ধ্বজ, চামর, মালা, পর্কত, কর্ণভূষণ, বেলিকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, ধান, স্বত্বিক (পিটুনির্নির্ভিত মাল্যদ্রব্য-বিশেষ বা চতুঃপাশ বা সর্পকণা বা বারাদাওয়ালা বাটী,) উত্তম রথ ও অশ্বশ্রী প্রভৃতি যে কোন চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী রাজার প্রিয়া হয়।

মহামারাং যদি যবা দৃষ্টতঃসত্যশোভনাঃ। তদাত্তসকিতং বিত্তং প্রায়োভ্যদুর্ভবে নবে।

যদি মধ্যম অঙ্গুলিতে অথবা অন্তর্গতে উত্তম যবচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে অস্ত-সকিত ধনপ্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

তর্জ্জাম্ব চক্রক (সিঙ্গ) পিতৃবাসা ধনং লভেৎ। তেনৈব বিপরীতত্বং যারো ভবতি নিশ্চিতম্।

বাহার তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি কোন বন্ধুদ্বারা বা পিতাদ্বারা ধনপ্রাপ্ত হইবে। বাহার তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন না থাকিয়া বিপরীত কোন চিহ্ন থাকিলে, সেই ব্যক্তির আর অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইবে।



চক্রার্ঘ্যঃ কলসং ত্রিকোণমুদ্রাং গোলপদং প্রোক্তিকম্ শঙ্খং সবাণদেহং দক্ষিণপদে কোণা-
ষ্টকং স্বত্বিকম্। চক্রং হস্তবাহুং ধ্বজকুলীজবুর্ধ্বরেখাদ্বয়ম্ বিজ্ঞানো হরিকরবিংশতি বহা-
লম্ভ্যর্জিতাঙ্কির্ভবেৎ।

বামপদে অষ্টচক্র, কলস, ত্রিকোণ, ধ্বজ, শৃঙ্গ, গোলপদ, প্রোক্তিমংত্র ও শঙ্খ, এই আটপ্রকার চিহ্ন এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, স্বত্বিক, চক্র, ছত্র, যব, অশ্বশ্রী, ধ্বজ, বজ্র, অশ্ব, উর্ধ্বরেখা ও পদ্ম এই একাদশপ্রকার চিহ্ন সমুদায়ে উনবিংশতিটি চিহ্ন বাহার পদভলে দৃষ্ট হয় মহালক্ষ্মী তাহার পাদসেবা করেন।

তিলামিচিহ্ন।

নাশাগ্রে দৃষ্টতে বজ্রাত্তিলকঃ মনকোংপি বা। কুকুদভা কুকুজিহ্বা দশাহেব পতিং ধরেৎ।

যে নারীর নাশাগ্রে তিল ও মশকচিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং বাহার দন্ত ও জিহ্বা কুকুদ, সেই নারী দশদিবসের মধ্যে ভর্তাকে বিনষ্ট করে।

বর্ষে বিন্দবঃ খেজাঃ প্রায়ঃ ভাবঃ বৈবিশ্বী। পুরুষা অপি ভারতে হুংখিনঃ পুন্ডিভৈবৈঃ।

স্ত্রীলোকের নখে খেতবর্ণ বিষ্ণু থাকিলে সেই স্ত্রী বেজাচারিণী অর্থাৎ কুলটা হয়। পুরুষের নখে পুন্ডিচিহ্ন থাকিলে হুংখী হয়।

নাশাগ্রে মশকঃ পোদোঃ সবিদ্যা এব ভারতে। কুকুঃ ল এব ভর্জ্জনাঃ পুন্ডল্যঃ বা একীভিকঃ।

যে মশকীর দাঁসিকার অগ্রভাগে মশকবর্ণ মশক থাকে, সে রাজমহিষী হয়,

পরন্ত যদি ঐ মশক কুকুদবর্ণ হয় তাহাহইলে সেই নারী বিধবা বা বেজা হইয়া থাকে।

পার্শ্ব ভ্রাতৃবিলকং বজ্রাঃ বিদ্বজ্জুভতে। বামহস্তে পতিং প্রাপ্য পুত্রঃ পৌত্রশ্চ বর্জ্জতে।

যে কামিনীর পার্শ্বদেশে অথবা বামহস্তে দীর্ঘাকার ও বিদ্ব ভিলক থাকে, সে স্ত্রী পতিপ্রিয়া হয় ও তাহার পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি পায়।

কপালরেখা।

চত্বারিংশত বর্ষাণি বিরোধানন্দারঃ। বিংশত্যবসেকরেখা আকর্ণা চ শতায়ুঃ।

কপালে দুইটি রেখা দৃষ্ট হইলে মনুষ্য ৪০ চন্দ্রীশ বৎসর ও একরেখায় ২০ কুড়ি বৎসর জীবিত থাকে। বাহার কপালের মধ্যভাগ হইতে উত্তরপার্শ্বে কর্ণপর্ষদ্বয় একটি মাত্র রেখা বিস্তৃত থাকে, সেই ব্যক্তি ১০০ একশত বৎসর ব্যাপী পরমায়ু লাভ করে।

শততায়ুর্ধ্বরেখে তু বট্টা যুক্তিহুভির্ভবেৎ। রাজ্যবাজ্ঞাতী রেখাভিক্সিংশতায়ুর্ভবেৎ।

ললাটে দুইটি রেখা থাকিলে মনুষ্য ৭০ শতাব্দী ও তিনটি রেখা থাকিলে ৬০ বর্ষাব্দ পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে। বাহার কপালে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কতকগুলি রেখা থাকে, সেই ব্যক্তি ২০ বিংশতিবর্ষজীবী হয়।

চত্বারিংশত বর্ষাণি হীনরেখস্ত জীবতি। ভিন্নাভিষ্টেব রেখাতিরপমুত্বানন্ত হি।

কপালে একটিমাত্র রেখাও না থাকিলে মনুষ্য ৪০ চন্দ্রীশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। বাহার ললাটে ছিন্ন ভিন্ন কতকগুলি রেখা দেখা যায়, তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

উন্নতেন ললাটেন ধনাঢ্যো জায়তে নরঃ। বিষমেন ললাটেন দুঃখিতো দুর্জ্ঞানো নরঃ। ললাটে চার্কচক্রাণ্যর্জ্যতে পৃথিবীপতিঃ।

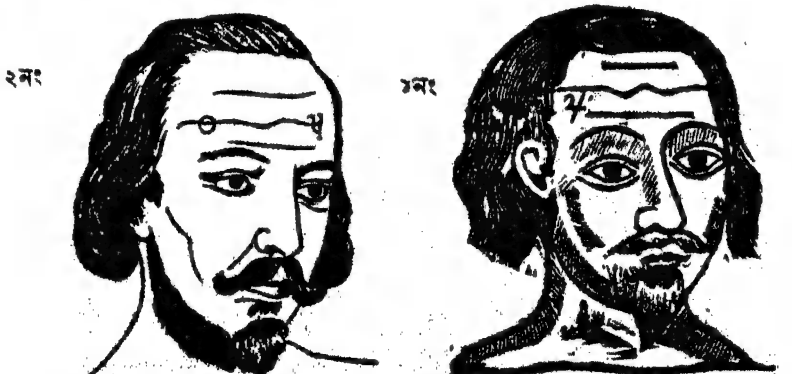
ললাট উন্নত হইলে মনুষ্য ধনশালী এবং অসমান হইলে দুঃখী ও দুঃখী হয়। ললাটে অর্ধ চক্রাদির ছায়া আকারবিশিষ্ট রেখা থাকিলে মনুষ্য রাজা হয়।

পঞ্চতিঃ শতমাসিষ্টো জ্ঞানতিঃ বড়্ভিরেব চ। ভবেৎ শততিস্তিষ্ঠতিষ্ঠাত্যঃ বৈ বিংশতি-
বয়ম্। রেখেকেন ললাটেন বিংশতায়ুঃ প্রকীর্ষিতম্। অরেখেন ললাটেন বিজ্ঞেয়ঃ পকবিংশতিঃ।

কপালে পাঁচটি রেখা থাকিলে মানবের ১০০ একশত, ছয়টি রেখায় ৮০ আশী, তিনটিতে ৭০ সত্তর, দুইটিতে ৪০ চন্দ্রীশ এবং একটিতে ২০ কুড়ি বৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে। কপালে একটিও রেখা না থাকিলে, ২৫ পঁচিশ বৎসর মাত্রের জীবন হয়।

বিনা গুরুপদেশে কপালরেখা-জ্ঞান।

ললাটস্থিত রেখাদৃষ্টে বে সকল কল বিগ্ন কর। বাহ, তাহার অগ্রে সাতটি সহস্রা মানবের ললাট বেক্রপে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা পরিজাত হওয়া আবশ্যক, অতএব অগ্রে তাহাই বিবৃত হইতেছে। ললাটের উর্দ্ধে কেনের নিম্নে যে রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা উহার অধিপতি। উহার নাম পরিবেশা। উহার নিম্নে বৃহস্পতির, তারিয়ার রবির, তারিয়ার শুক্রের, তারিয়ার বুধের ও তারিয়ার চন্দ্রের রেখা নির্দিষ্ট আছে; কিন্তু পুরুষগণনার্থ বামচন্দ্রের উর্দ্ধহান চন্দ্রের এবং দক্ষিণ চন্দ্রের উর্দ্ধে রবির হান বলিয়া নিরূপিত। এইজন্য বিনা গুরুপদেশে ললাটস্থ রেখার কলাকল বিমিতার্থ নিয়ে বিবরণ সহ কতিপয় যুগের প্রতিকৃতি অন্তর্ভুক্ত হইল।



১। উপরের অঙ্কিত যুগের ললাটদেশে বৃহস্পতি গ্রহের বেষণ রেখা অঙ্কিত

হইয়াছে, ঐরূপ রেখা বাহার কপালে দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ধনী, জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র হয়।

২। উপরি অঙ্কিত মুণ্ডের কপালে বৃহস্পতির রেখার মধ্যে যেরূপ গোলাকার অর্থাৎ বৃত্ত অঙ্কিত আছে, যে মানবের ললাটের উপরে ঐরূপ বৃত্ত চিহ্ন থাকে, তাহার ধন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

পশুপক্ষীসামুদ্রিক।

সামুদ্রিক শাস্ত্রমতে যেরূপে মানবের স্বভাব, চরিত্র এবং শুভাশুভ পরিভ্রাতা হওয়া যায়, সেইরূপ হস্তী, ঘোটক, গজপতি পশু ও কুকুটাদি পক্ষিগণের অবস্থার ও অগ্রভ্রাতাদের লক্ষণাদি দৃষ্টেও ঐ শাস্ত্রমতে তাহাদিগের অতিপালকের শুভাশুভ বল জানা যাইতে পারে। ঐ সকল পশুপক্ষীর শুভাশুভ লক্ষণ বিবৃত করা হইল।

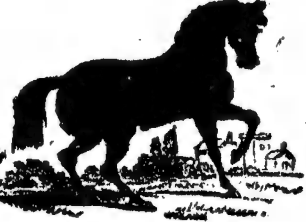
অথ গজলক্ষণ।



ভাস্কর্য্যাদিগণের কলবিদ্যেন্দ্রিয়াঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ পৃথুলার-
ভাস্কর্য্যাদিগণেরাঃ চাপোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ
সমানকৃত্যঃ। বিস্তীর্ণকর্ণহনুনাভিলটকৃত্যঃ কুর্নোরত্নাদিগণেরাঃ
বিশিষ্টভিত্তির্নৈব। রেখাভ্রাতাপতিত্বকৃত্যঃ হুবালা ধাতাঃ
হুগকিমদপুষ্করমাত্রাঃ।

যে সকল হস্তীর ওষ্ঠ, তালু ও বদন তাম্রবর্ণ; নেত্র চটকপক্ষীর সদৃশ, দন্ত উজ্জল, উন্নত ও সূক্ষ্মগ্র; মুখ পৃথুল ও আয়ত; পৃষ্ঠস্থ অস্থি ধনুসদৃশ, উন্নত, আয়ত ও অগ্রকাশিত; কৃষ্ণ স্তন্য রোমধারা সমাচ্ছাদিত ও কৃষ্ণপৃষ্ঠের জায় উন্নত; বাহার কর্ণ, হনু, নাভি, ললাট ও গুহদেশ বিস্তীর্ণ; যে সকল হস্তী কৃষ্ণের জায় উন্নত অষ্টা-
দশ বা বিংশতিনখসূক্ত; বাহাদিগের গুণ রেখাত্রয়ে চিহ্নিত ও বৃত্তাকার; পুচ্ছ মনোহর এবং বাহাদিগের মদবারি ও গুণধারপ্রক্ষিপ্ত বায়ু সূক্ষ্মী, সেই সকল গজ সৌভাগ্যশালী হয়।

অশ্বলক্ষণ।



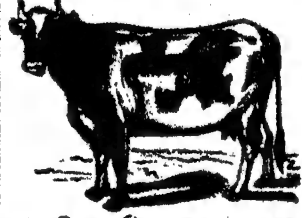
দীর্ঘগ্রীবাশিকুটীকৃতকর্ণদ্বয়পৃষ্ঠস্থিতাধোভিত্তিঃ
স্বকর্ণকেশবালঃ স্বকর্ণগতিমুখো হুগকর্ণোপপুচ্ছঃ।
জ্ঞানানুভূতঃ সমনিতবশনভারসংস্থানরূপো বাজী
সর্বকর্ণকো ভবতি নরগতে: শক্রনাশায় নিত্যম্।

যে অশ্বের গ্রীবা ও অঙ্গ দীর্ঘ; পৃষ্ঠ ও হৃদয় বিস্তৃত; তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বা তাম্রবর্ণ; চর্ম, কেশ ও পুচ্ছ সূক্ষ্ম; গুর, গতি ও মুগ হুচক্র; কর্ণ, ওষ্ঠ ও পুচ্ছ হুগ; জ্ঞান, জাহ্ন ও উরু বৃত্তাকার; দশন সমান ও বেতবর্ণ; যে অশ্ব সৌন্দর্য্য ও গঠনে মনোহর এবং সর্বাঙ্গজল্লর, সেই অশ্ব নরপতির শত্রুনাশের কারণ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অশ্ব গৃহে থাকিলে নরপতির শত্রুগণ বিনাশ-
প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বহুভির্দীর্ঘঃ সিংহভৈরবতি হুগভির্দীর্ঘঃ কবায়ৈর্দীর্ঘঃ সন্দর্শনধামাত্তৈ: পতিতসমুদিতৈ:
ভ্রাতৃপক্ষিকোঃ। সন্দর্শনধামাত্তৈ: পতিতসমুদিতৈ: ভ্রাতৃপক্ষিকোঃ। সন্দর্শনধামাত্তৈ: পতিতসমুদিতৈ:
পথাবটচলনমতে। নরপাতক বিহি।

যে অশ্বের বেতবর্ণ ছয়টি দন্ত দৃষ্ট হইবে সেই অশ্ব শিশু ও বাহারদন্ত কষায় বর্ণ তাহার ছই বর্ষ বয়স নিরূপণ করিবে। বাহার মধ্য ও অন্তস্থ দন্তসকল পতিত হইয়া পুনরায় উৎখিত হইয়াছে, সেই অশ্বের তিন হইতে পঞ্চবর্ষপর্য্যন্ত বয়স স্থির করিবে। এইপ্রকার অশ্বের দন্ত শ্রাব, পীত, ওরু, কাচবর্ণ, মাকিকবর্ণ ও শাখ্যর জায় বর্ণ দৃষ্ট হইলে ঐরূপ নিয়মামুসারে তিন তিন বর্ষ ধরিয়া বয়স নিরূপণ করিবে। অর্থাৎ ভ্রামবর্ণ দৃষ্ট হইলে ছয় হইতে আট, পীত হইলে নয় হইতে একাদশ, ওরু হইলে বার হইতে চৌদ্দ, কাচবর্ণ হইলে পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ মাকিকবর্ণ হইলে অষ্টাদশ হইতে বিংশ এবং শাখ্যবর্ণ হইলে একবিংশতি হইতে অরোবিশতিপর্য্যন্ত বয়স নিরূপণ করিবে। যদি অশ্বের দন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বা চলিত হয় অথবা পতিত হইয়া যায়, তাহাহইলে চতুর্বিংশ হইতে বহুবর্ষপর্য্যন্ত বয়সক্রম নিরূপণ করিবে।

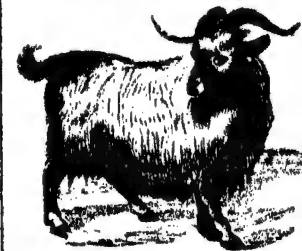
অথ গোলাক্ষণ।



হুগহেত্বভাস্কর্য্যাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ
স্বকর্ণাঃ হুগকর্ণাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ
স্বকর্ণাঃ হুগকর্ণাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ
স্বকর্ণাঃ হুগকর্ণাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ

বাহাদিগের ফিক তহু (পাতলা) তালু ও জিহ্বা সত্তবর্ণ; কর্ণ কুত্র, হুগ ও উরু; কুকিদেশ মনোহর, জ্ঞান সূক্ষ্মগ্র; গুর জিহ্বা তাম্রবর্ণ ও সংহত; বক:হল বিস্তৃত, ককুদ বৃহৎ, চর্ম ও রোমসকল সূক্ষ্ম, দন্ত ও পাতলা; শূল তাম্রবর্ণ ও কুত্র; পুচ্ছ কৃষ্ণ ও লম্বিত, লোচনের প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ; খাস দীর্ঘ, বক সিংহকর্ণের জায়, বাহাদিগের গলকবল (গলদেশজাত মাংসবিশেষ) কুত্র ও কৃষ্ণ এবং যে সকল ব্রাহ্মণ গতি মনোহর, সেই সকল ব্রাহ্মণ সর্বাঙ্গের সমানুভূত হয়।

ছাগলক্ষণ।



হাগপুচ্ছভ্রাতৃপক্ষিকোঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ
স্বকর্ণাঃ হুগকর্ণাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ

একগ ছাগের শুভাশুভ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে সকল ছাগ আট, দশ বা নয়টি দন্তবিশিষ্ট, সেই সকল ছাগ প্রশস্ত এবং ইহা-
দিগকে গৃহে স্থাপন করিবে, কিন্তু সপ্তদন্তবিশিষ্ট ছাগদিগকে সর্বাঙ্গ পরিভ্রাত্যগ করিবে।

কুকুরলক্ষণ।

পাদঃ পকনখাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ
চ। লাক্ষণঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ

যে কুকুরের পশ্চাৎদিকের পাদদ্বয়ের প্রত্যেকে পাঁচটি নখ বিদ্যমান আছে এবং সম্মুখভাগের বামদিকের পাদে তিনটি ও দক্ষিণদিকের পাদে ছয়টি নখ দৃষ্ট হয়, বাহার ওষ্ঠ ও নাসিকার অগ্রভাগ তাম্রবর্ণ, গতি সিংহের জায় এবং যে কুকুর গমন-
কালে মুক্তিকা আয়োগ করিতে করিতে গমন করে, বাহার শালু রোমযুক্ত, চক্ষু নক্ষত্রের জায়, কর্ণ লম্বিত ও কোমল, তাদৃশ কুকুর তাহার অতিপালক স্বামীকে প্রীতি করিয়া দেয়।

কুকুটলক্ষণ।



কুকুটঃ কুকুটঃ কুকুটঃ কুকুটঃ কুকুটঃ কুকুটঃ কুকুটঃ কুকুটঃ
স্বকর্ণাঃ হুগকর্ণাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ সিন্ধোরত্নাদিগণেরাঃ

যে কুকুটের পালক ও অঙ্গুলি সকল ক্ষুদ্র; মুখ, মথ ও চুড়া (কুঁটি) তাম্রবর্ণ; দেহ শ্বেত এবং যে প্রভাতকালে সূর্যের রব করে, তাদৃশ কুকুট গৃহে থাকিলে রাজার, রাজ্যের ও অশ্বাদির প্রীতি হয়।

অথশাকুনশাস্ত্র।

কাক



চরিত্র।

অথোচ্যতে কাককর্ম্মঃ কাকানাঃ কুকুঃ কুকুঃ কাকানাঃ কুকুঃ কাকানাঃ কুকুঃ
পূর্বাধিকারী জয়সম্পদঃ।

শাকুনশাক্তোক্ত পক্ষিবরের শিরোভূষণরূপ কাকরব বর্ণন করিতেছি। এই শাকুনশাক্তোক্ত কাকরব জ্ঞান থাকিলে পূর্বদক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ অসুসারে ও প্রহরভেদে অসুসারে অচিহ্নিত ও অপরিজ্ঞাত কার্যসিদ্ধি জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

ক্রমশঃ—

কোন ব্যক্তি কোন স্থানে গমনকালে অর্থাৎ যাত্রাকালে যে সকল জীব জন্তু শাকুন বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাদিগের দর্শনে, ক্রিয়া ও গমন দৃষ্টে, রব ইত্যাদি প্রবণে ঐ যাত্রার শুভাশুভ জানিতে পারেন। ছুই একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল যথা—

কীর্তনাৎ প্রবণতো বিলোকনাৎ স্পর্শনাৎ সমধিকং সমোত্তরং। মঙ্গলার দধিচন্দনাদিকৃঃ স্ত্রাৎ প্রবাসভবনপ্রবাসয়োঃ।

প্রবাসগমন কিবা নিজগৃহে প্রত্যাগমনকালে দধিচন্দনাদি মঙ্গলদ্রব্যের কীর্তন, প্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনে উত্তরোত্তর সমধিক ফল হয়। অর্থাৎ কীর্তন হইতে প্রবণে অধিক ফল, প্রবণ হইতে দর্শনে অধিক এবং দর্শন হইতে স্পর্শনে অধিক ফল জানিবে।

অলারভস্রজনরক্ষুপক্ষিপ্যাকার্পাসতুহাবিষ্ঠাঃ। কুকার্যদাবক্ষরকুখ্যাতপাবাংকেশা ভুজগৌবদাদি। তৈলং শুভং চন্দ্রবসাবিষ্ঠাঃ রিত্তঞ্চ ভাওঃ লবণং তুণ্ডক। তদ্রাগলাশুখলবৃষ্টি-বাতাঃ কার্যো কচিচ্চিংশদিয়ে ন শস্তাঃ।

অকার, ভস্ম, কাষ্ঠ, সজ্জ, কর্দম, খেল, কার্পাস, তুফ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিনব্যক্তি, আবর্জনারাশি, কুখ্যাত, প্রস্তর, কেশ, সর্প, ওষধ, তৈল, শুভ, চন্দ্র, বসা, শূন্ত-ভাণ্ড, লবণ, তুণ্ড, তরু, অর্গল, শূখল, বৃষ্টি ও বাতাস এই ত্রিংশৎ দ্রব্য যাত্রাকালে প্রাপ্ত নহে।

ক্রমশঃ—

জ্যোতিপতনফল।

অবাতঃ সংগ্রহকামি কলং পলাঃ প্রপাতনে। বদ্বয়দে নৃণাং দৃষ্টং ভক্তদেব বিশেষতঃ।

মহুবাহরীরের যে যে অঙ্গে জ্যোতী (টিকটিকী) পতিত হইলে যে বৈরূপ শুভা-শুভ ফল হইয়া থাকে, তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতেছি।

পূর্ববাহরীবাণ্ডবাহরীবাণ্ডোদিতঃ। শুভংকার্যং বিশেষণ জাতবাং সুবিচকণৈঃ।

গর্গ, বরাহাচার্য, মহামুনি মাণ্ডব্য ও নারদ, ইহারা মানবশরীরের স্থানবিশেষে জ্যোতিপতনের বৈরূপ ফল বলিয়াছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের তাহার পরিজ্ঞান অবশ্য কর্তব্য।

শিরঃশিখায়াঃ স্রবযাতনোতি বামে কণোলে প্রিরদর্শনঃ স্ত্রাৎ। দকে কণোলে প্রিরসল্লহঃ স্ত্রাৎ স্ত্রাৎ কেশবদেহপি চ রোগবধঃ।

মস্তকে কিবা শিখাপ্রদেশে জ্যোতী পতিত হইলে সুখবুদ্ধি হয়, ঐরূপ বামগণ্ডে পতিত হইলে মিত্রাদিপ্রিয়সমাগম হইয়া থাকে। দক্ষিণগণ্ডে যদি জ্যোতী পতিত হয়, তাহাহইলে পুত্রমিত্রাদি আত্মীয়গণের ধনলাভ এবং কেশে জ্যোতীপতন হইলে নানাবিধ রোগ হয়।

ক্রমশঃ—

হাঁচিকল।

হিকামা লক্ষণং বক্ষ্যে লভ্যে পূর্বে মহাকলঃ। আগ্নেয়ে শোকসন্তাপো দক্ষিণে হানিমাণ-রায়। নৈবর্ত্তে শোকসন্তাপো মিটারকৈব পশ্চিমে। অরং প্রাণোতি বারংবা উত্তরে কলহো জবেৎ। ঈশাদে মরণঃ প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ হিকাকলাকলঃ।

অসন্তর হিকা অর্থাৎ হাঁচির শুভাশুভ ফল বলিতেছি। যাত্রাকালে কিবা কোন কার্যের আরম্ভকালে যদি পূর্বদিকে হাঁচি প্রবণ হয়, তাহাহইলে সেই যাত্রার বা কার্যে শুভফল হইয়া থাকে এবং অগ্নিকোণে হাঁচি শুনিলে শোক ও মনস্তাপ, দক্ষিণে হানি, নৈবর্ত্তকোণে শোক ও সন্তাপ, পশ্চিমদিকে মিটারলাভ, বায়ুকোণে অর-প্রাণি, উত্তরদিকে কলহ ও ঈশাদকোণে হাঁচি শুনিলে মরণ হয়। এইরূপে হাঁচির শুভাশুভ ফল জানিয়া যাত্রা ও কার্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইবে।

ক্রমশঃ—

অঙ্গস্পন্দনফল।

অঙ্গবাক্যভাগে দুঃপ্রশস্তঃ কুরাং ভবেৎ। অঙ্গশস্তঃ তথা বামে পৃষ্ঠতঃ প্রবর্ত্ততঃ।

সামান্ত্রতঃ মনুষ্যের দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন প্রশস্ত, অর্থাৎ শুভসূচক এবং বাম-াঙ্গ স্পন্দন অশুভসূচক। বিশেষতঃ পৃষ্ঠ ও হৃদয়স্পন্দন হইলে অশুভ ঘটনাই হইয়া থাকে।

পৃথীলাভো ভবেদুর্দ্ধি ললাটে রবিনন্দন।। স্থানং বিবুদ্ধিযামোতি জনসোঃ প্রিরসল্লহঃ।

মূর্ধ্বস্থান স্পন্দিত হইলে পৃথিবীলাভ হয়, ললাটস্পন্দনে অগ্নিকৃত স্থান বুদ্ধি পায় এবং জ ও নাসিকাস্পন্দিত হইলে পুত্রমিত্রাদি প্রিয়জনদের সমাগম হইয়া থাকে।

ভূতালঙ্কিতাক্ষিদেশে দৃষ্টপাশ্বে ধনাগমঃ। উৎকর্থাপগমো মধ্যো দৃষ্টং রাজ্যং বিচকণৈঃ।

যদি কোন ব্যক্তির চক্ষু স্পন্দিত হয়, তাহাহইলে বুদ্ধিতে হইবে যে ঐ ব্যক্তির ভূতলাভ হইবে, আর চক্ষুর প্রান্তভাগ স্পন্দিত হইলে ধনাগম এবং মধ্যস্থানের স্পন্দন হইলে উদ্বিগ্নের শান্তি হইয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তির এইরূপে অঙ্গ-স্পন্দনে ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

ক্রমশঃ—

অথ স্বপ্নদর্শন।

স্বপ্নস্ত প্রথমে বামে সপ্তসংসরফলপ্রদঃ। দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্শাসৈস্ত্রিভির্শাসৈস্তৃতীয়কে। চতুর্থে চাষ্টভির্শাসেন স্বপ্নঃ স্ত্রাৎ কলপ্রদঃ। দশাহে ফলদঃ স্বপ্নোহরুণোহয় দর্শনে। ষাটঃ স্বপ্নস্ত কলদ-শুভংফলদঃ যদি বোধিতঃ। দিনে মনসি যদুদ্বিঃ তৎসংলক্ষ্য লভেদুদ্বিঃ।

রজনীর প্রথমপ্রহরে স্বপ্নদর্শন হইলে সপ্তসংসরে ফল হয়, এইরূপ দ্বিতীয়প্রহরে আট মাসে, তৃতীয়প্রহরে তিন মাসে এবং চতুর্থপ্রহরে স্বপ্নদর্শন হইলে অষ্টমাস মধ্যে দৃষ্ট ফল ঘটিয়া থাকে। আর যদি সূর্যোদয়কালে কোন ব্যক্তি স্বপ্নদর্শন করে, তাহাহইলে দশদিবসের মধ্যে সেই স্বপ্নের ফল হয়। প্রভাতকালে স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দিবসে মনে মনে যাহা চিন্তা করে, রজনীবোগে যদি তাহাই স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করে, তাহাহইলে অবশ্যই সেই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

চিন্তাব্যাপিসমাগুজো নরঃ স্বপ্নক পততি। তৎসর্বং নিফলং তাতঃ প্রয়াতোব ন লংঘরঃ। জড়ো মুক্তপূরীষেণ পীড়িতস্ত জয়াকুলঃ। দিগম্বরো মুক্তকেশো ন লভেৎ স্বপ্নজঃ ফলং। দৃষ্ট। স্বপ্নক নিজাগুযদি নিজাঃ প্রয়াতি চ। বিমুদো বক্তি চেজ্যাক্রো ন লভেৎ স্বপ্নজঃ ফলং।

যে সকল ব্যক্তি চিন্তাকুল ও ব্যাধিগ্রস্ত, তাহারা যে স্বপ্নদর্শন করে, সেই সকল স্বপ্নের কোন ফল দর্শন না। যে ব্যক্তি জড়, মুক্তপূরীষাদিয়ুক্ত, পীড়াগ্রস্ত, ভয়াকুল, নয় অথবা মুক্তকেশ হইয়া শয়ন করে, সেই ব্যক্তি যদি স্বপ্নদর্শন করে, তাহাহইলে সেই স্বপ্ন নিফল হয়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনকরিয়া নিজাভোগ করে, তাহাহইলেও সেই স্বপ্ন বিফল হয় এবং কোন ব্যক্তি রাজিতে স্বপ্ন দর্শনকরিয়া যদি সেই রাজিতেই কাহারও নিকট সেই স্বপ্নবিবরণ ব্যক্ত করে, তাহাহইলে সেই স্বপ্নের ফল পাইতে পারে না।

ক্রমশঃ—



সপ্তসংসরমধ্যে রাজ্যো মুক্ত সন্ততি হইবে কি না? হৃদে কে জয় ও কে পরাজিত হইবে? রাজ্যো রোগ বা মারিভর উপস্থিত হইলে ঐ রোগাধি মহা, পত, পক্ষী কোন জীবের মতো ঘটবে? রাজ্যো হৃতিক বা হৃতিক হইবে কি না? কোন সময়ে কি কি উপপাত্তসমিত হুণ্টনা ঘটবে? এবং কেশের, রাজ্যের, স্বপ্নের ও প্রাণের মতো অর্থাৎ প্রাণের আধিক্য বা স্বাভা, পতাবির ক্ষণ বা প্রচুরপরিমাণে উৎপত্তি এবং রাজ্য, বস্ত্রী, রাজ্যশক্তিবিধি, রাজ্যকর্ত্তব্য, বন্যতা, সন্ততি ব্যক্তি,

কৃষিকারী, বহিঃ প্রকৃতি সর্বসাধারণের শুভাশুভ ঘটনা, এই সকল বিষয়ক গণনা কেই রাষ্ট্র-বিদগণনা করে।

এই বিষয়ের গণনার প্রণালী অর্থাৎ সারনমেবরাশি ও তুলারানি এবং অর-নাক্তবৃত্তের রবিপ্রবেশকালে লক্ষ্যকূট ও গ্রহকূট করিয়া যে সঙ্কেতে গণনাকরিতে হয়, তাহা বলার অগ্রে কতকগুলি অস্বাভাবিক কার্য অর্থাৎ উৎপাত, ভূমিকম্প, গন্ধর্ব্বনগর ইত্যাদি দৃষ্টে যে শুভাশুভ ফল সহজে নির্ণয় করা যায়, এথেষ্টে তাহার এক একটি করিয়া ফল কথিত হইতেছে।

দিগদাহলক্ষণ।

দিগদাহ অর্থাৎ চক্রবালের (Horizon) কোন পার্শ্বে অগ্নিপতনের জ্বায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় উহাকে দিগদাহ বলে।

যাহো বিংশ রাজতরার পীতো দেশজ নাশায় হতাপবর্ণঃ। বক্রাংগঃ সাদপসবায়ুঃ শস্যাসা নাশঃ স করোতি দৃষ্টঃ।

পীতবর্ণ দিগদাহ হইলে রাজতর এবং অগ্নির জ্বায় বর্ণ হইলে দেশ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর অরুণবর্ণ হইলে তৎকালে দক্ষিণদিক হইতে বায়ুপ্রবাহিত হইয়া শস্ত বিনাশ করিয়া থাকে।

শ্রাক ক্ষত্রিগণঃ সনরেবরাগাঃ প্রাণকিণে শিলিকুমারপীড়া। বায়ো মহোদ্রাঃ পুরুষান্ত বৈজ্ঞা দৃতাঃ পুনরুৎপাদ্যাক কোণে।

দিগদাহ চক্রবালের পূর্বদিকে দৃষ্ট হইলে ক্ষত্রিয় ও নরপতিগণ, অগ্নিকোণে হইলে শিল্পী ও বালক, দক্ষিণদিকে হইলে নিষ্ঠুর পুরুষ, বৈজ্ঞ ও দূত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে দৃষ্ট হইলে যে সকল নারী পতিবিচ্ছেদে পুনরায় অল্প পতি গ্রহণ করে, তাহার ক্ষেপপ্রাপ্ত হয়।

ক্রমঃ—

ইন্দ্রায়ুধ অর্থাৎ রামধনু।

স্বর্গাস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘটিতাঃ করাঃ সাভ্রে। বিয়তি ধনুঃসংস্থানা যে দৃশ্যন্তে তদিশ্রধনুঃ।

বিবিধবর্ণবিশিষ্ট স্বর্গাকিরণ বায়ুদ্বারা বিঘটিত হইয়া মেঘমণ্ডলে নিপতিত হইলে যে ধনুরাকৃতি ধারণ করে, তাহাকেই ইন্দ্রধনুঃ (রামধনুঃ) কহে।

অজিহমমনিপাটঃ স্ফাতিমং স্নিগ্ধঃ ঘনঃ বিবিধবর্ণম্। বিরচিতমমূলোমক প্রশস্তমমতঃ প্র-চ্ছতি চ।

যদি ছাইটি ইন্দ্রধনু সমানভাবে সমুদিত হয় এবং উহার অজিহ, পৃথিবীর দিকে অঁনত, কাস্তিমান, স্নিগ্ধ, ঘন ও বিবিধবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাহইলে ভূরিগণিমাণে জল বর্ষণ হইয়া থাকে।

ক্রমঃ—

গন্ধর্ব্বনগরলক্ষণ।

গন্ধর্ব্বনগর, অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে মেঘের আবির্ভাব হইলে কখন কখন একটি নগরের জ্বায় দৃষ্ট হয়, উহাকেই গন্ধর্ব্বনগর বলে।

উদগাদিপূরোহিতনৃপবলপতিস্ববরাজদোষং পপূরম্। সিতরক্তপীতকৃষ্ণঃ বিপ্রানীনাশভাবার।

নভোমণ্ডলের উত্তর দিকে গন্ধর্ব্বনগর দৃষ্ট হইলে পুরোহিত, পূর্বদিকে লক্ষিত হইলে রাজা, দক্ষিণদিকে উদিত হইলে সেনাপতি এবং পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হইলে স্ববরাজ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর উহা ষেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হইলে বৈজ্ঞ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ক্রমঃ—

প্রতিসূর্যালক্ষণ।

প্রতিসূর্য্য, অর্থাৎ সূর্য্যসন্নিহিত উজ্জল আলোকবিশেষ।

প্রতিসূর্য্যকঃ প্রপতো দিবসকুসুমবর্ণসমতঃ স্নিগ্ধঃ। বৈদ্যুতবিভঃ বহুঃ গুরুত্ব কেনসৌভিকবঃ।

যে ক্ষুদ্র প্রতিসূর্য্য দৃষ্ট হইবে, সেই ক্ষুদ্র সূর্য্যের যে বর্ণ নির্দিষ্ট আছে, যদি প্রতিসূর্য্য ভজ্ঞপ বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং উজ্জল, বৈদ্যুতমণিসদৃশ, বহু অথবা ষেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে রাজ্যে বদল ও হুতিক হইয়া থাকে।

ক্রমঃ—

রজোলক্ষণ।

কথমতি পার্শ্বববং রজসা বনতিবিরসকরমিভেন। অবিভাব্যমানমিরিপূবতরঃ সর্গা বিনশ্রয়াঃ।

যদি বনতিবিরপুঞ্জের জ্বায় রজ অর্থাৎ ধূলি সমুখিত হইয়া পর্য্যন্ত, নময়, বৃক ও চতুর্দিক্ এরূপ আচ্ছাদিত করে যে, তাহা সহসা নিরূপণ করা হয়, তাহাহইলে সেই দেশের রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ক্রমঃ—

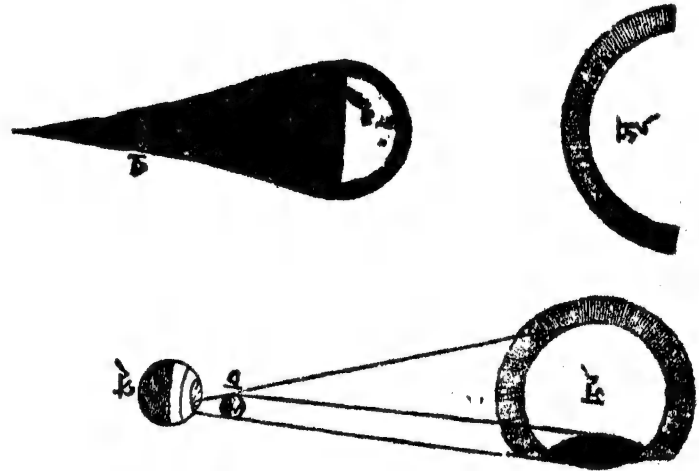
নির্ঘাত অর্থাৎ বজ্রপাত।

অকৌবরেহং বিকরণিকনুপবনিতোহাঙ্গনা বনিবেতাঃ। আগ্রহর্য্যাপেহং বিকনুপবনিতোহাঙ্গনা পৌরাণ্ডঃ।

সূর্য্যোদয়কালে বজ্রপাত হইলে আধিকরণিক (প্রধান রাজকর্মচারী), রাজা, ধর্ম্মী, যোদ্ধা, স্ত্রীলোক, বণিক ও বেস্তা ইহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সূর্য্যোদয়ের পর এক প্রহর মধ্যে বজ্রাঘাত হইলে মেঘ, ছাগ, শূক ও পুরবাসিগণ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ক্রমঃ—

রাহচার।



যে প্রণালীতে চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ গণনা করিতে হয়, তাহা পরে বিবৃত হইবে, এইক্ষণে কোন্ রাশিতে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকালে গ্রহণ হইলে এবং অন্ত্যাক কারণে কি কি শুভাশুভ ফল ঘটে? কোন্ দেশে এবং কাহার উপরে ঘটবে? তাহা বলা হইতেছে।

যদ্যেকস্মিন্ মাসে গ্রহণঃ রবিসৌমর্য্যোত্তমা ক্রিতিপাঃ। ববলকোভেঃ সন্ধ্যবান্নাত্যতিশয়-কোপন্ডঃ।

যদি একমাসের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহাহইলে রাজগণ ওঁহাদিগের স্বয়ং সেনাগণের পরস্পর কলহ নিবন্ধন বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং কুমুল বৃক হুত্বা থাকে।

গ্রন্থাবুদিতাত্মমিতো নারদধাত্তাবনীযরক্ষসদো। সর্গব্রহ্মো হুতিকমরকনো পাপসংদ্রুটো।

সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত কিম্বা অস্তমিত অবস্থায় প্রাসিত হইলে, শরৎকালীন ধাত্ত ও নৃপতিগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর পূর্ণপ্রাসাবস্থায় পাপগ্রহকর্ষক দৃষ্ট হইলে হুতিক ও মরক উপস্থিত হইয়া থাকে।

ক্রমঃ—

ভূমিকম্প।

ত্রিচতুর্ভুগুণবিনে মাসে পক্ষে তথা ত্রিপক্ষে চ। যদি ভবতি ভূমিকম্পঃ প্রাণানুপনাপনো ভবতি।

যদি একটি ভূমিকম্প হইবার তিন দিন, চারি দিন, সাত দিন, এক মাস, এক পক্ষ, বা তিন পক্ষ পরে পুনরায় ভূমিকম্প হয়, তাহাহইলে প্রাণানুপনাপনো বিনাশ পায়।

ক্রমঃ—

উর্দ্ধাঙ্গলোকে জীবনযোদ্ধা হু হুলকব্। সমুদ্রো ভবেদ্যুরেভাশিতাঃ প্রভেদকঃ।
লগ্নাটে পুত্রচিন্তা তাত্ কামচিন্তা চ কঠকে। বাহুভ্যাং বস্ত্রচিন্তা চ ব্যাধিচিন্তাশি ভোমরে।
কটৌ বিচ্ছেদচিন্তা চ শত্রুচিন্তা চ শুককে। হুংখচিন্তা ভবেৎ পাদে এতচ্চিন্তা প্রভেদিকা।

প্রমুখকর্তা যদি উর্দ্ধাঙ্গলোকে করেন, তাহাইহলে জীবচিন্তা, অধোদৃষ্টি করিলে মূল-
চিন্তা, লম্বদৃষ্টি করিলে বাহুচিন্তা নির্ণয় করিবে। দৃষ্টিপাতদ্বারা এই তিনপ্রকার
চিন্তাভেদ প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রমুখকর্তা প্রমুখকালে যদি লগ্নাটে হস্তপ্রদান করেন,
তাহাইহলে পুত্রচিন্তা, কঠে হস্তপ্রদান করিলে কামচিন্তা, বাহুগলে হস্তপ্রদান
করিলে বস্ত্রচিন্তা, উদরে হস্তপ্রদান করিলে ব্যাধিচিন্তা কটদেশে হস্তপ্রদান
করিলে বিচ্ছেদচিন্তা, শুকদেশে হস্তপ্রদান করিলে শত্রুচিন্তা ও চরণে হস্তপ্রদান
করিলে হুংখচিন্তা, এইরূপে চিন্তাভেদ নিরূপণ করিবে।

অন্তঃস্থঃ স্বজন উদিতো বাহুভ্যে বাহুঃ এবং পদাঙ্গুলানুলিকলনয়া দাসদাসীজনঃ তাত্।
জ্ঞেয়ঃ প্রোবা ভবতি ভগিনী নাতিতো হংখভায়া। পাণাঙ্গুলানিচয়কৃতশর্শনে পুত্রকণ্ঠে।

প্রমুখকালে অন্তঃস্থ অঙ্গ চালনা করিলে স্বজন, বহিরঙ্গ চালনায় অপর ব্যক্তি,
পাদের অঙ্গুষ্ঠ বা অঙ্গাঙ্গ অঙ্গুলী চালনা করিলে দাস বা দাসী, জ্ঞেয়া চালিত করিলে
প্রেম্য ব্যক্তি, নাভি চালনায় ভগিনী এবং হৃদয় চালিত করিলে ভায়াসদৃশী
চিন্তা বুঝাইবে। যদি প্রমুখকালে হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বা অঙ্গাঙ্গ অঙ্গুলী স্পর্শ করা যায়,
তাহা হইলে পুত্র কন্তাসদৃশী প্রমুখ বুঝাইবে।

মাতরং জঠরে মূর্ধি শুকং দক্ষিণবামকো। বাহু ভ্রাতাণ্য তংগতী স্পৃষ্টেৎ জমতো দিশেৎ।

প্রমুখকালে জঠরদেশ চালিত করিলে মাতা, মস্তক চালিত করিলে শুক, দক্ষিণ
বাহু চালনা করিলে ভ্রাতা এবং বাম বাহু চালনা করিলে ভ্রাতৃপত্নীসদৃশী চিন্তা
বুঝিবে।

ক্রমঃ—

প্রমুখকর্তার প্রমুখগণনার কল।

প্রমুখকর্তাঃ বড়ুণ্ডিতমষ্টাতিশ চ বিমিশ্রিতম্। নবতিস্ত্রঃ হরদ্বাং শেখঃ তাত্ কালিকা
মহঃ। গ্রহঃ পরিবদেৎ সন্ধ্যা কথ্যাকাগাধিলকণম্। আরিত্যে নৈব সিদ্ধিঃ তাত্ সোমে
সিদ্ধিঃ প্রকারতে। ভোমে তু মরণঃ প্রোক্তঃ শুকশুকবুধাঃ শুভাঃ। শনৈশ্চরে নাত্র সিদ্ধিঃ রাহু
কেতু ন সিদ্ধিমে।

প্রমুখকর্তাকে ছয় গুণ করিয়া তাহাতে আট যোগপূর্ণক নয়দ্বারা বিভক্ত করিবে।
পরে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা তাৎকালিকগ্রহ নির্ণয় করিয়া কল
বলিবে। এক থাকিলে সূর্য্য, দুই থাকিলে, সোম, তিন থাকিলে মঙ্গল, চারি
থাকিলে বুধ, পাঁচ থাকিলে বৃহস্পতি, ছয় থাকিলে শুক্র, সাত থাকিলে শনি, আট
থাকিলে রাহু, নয় বা শূন্য থাকিলে কেতু। তাৎকালিকগ্রহ সূর্য্য হইলে অতি-
প্রায় সিদ্ধ হয় না, সোম হইলে সিদ্ধ হয়। যদি শুকনকার গ্রহ মঙ্গল হয়, তাহা
হইলে মৃত্যু হইবে। যদি বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র হন, তাহা হইলে শুভ হয়। শনি,
রাহু বা কেতু হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

কতদিনে কার্য্যসিদ্ধি হইবে?

আরিত্যে মাসমেকস্ত সোমে তু বিংশতিদিনৈঃ। ভোমে তু মরণঃ প্রোক্তঃ বুধে সপ্তদিনৈঃ
কলম্। একবিংশতি জীবো চ ভূগৌ বিংশতিবাসরে। শনৈশ্চরে চৈকবর্ষে রাহুকেতোরপি
মৃতম্।

সূর্য্য তাৎকালিকগ্রহ হইলে এক মাস, সোম হইলে বিংশতিদিনে, মঙ্গল
হইলে চারি মাস, বুধ হইলে সাতদিনে, বৃহস্পতি হইলে একবিংশতিদিনে, শুক্র
হইলে বিংশতিদিনে শনি, রাহু বা কেতু হইলে একবৎসরে কল দুই হইবে।

জীবদ্যাতুলকাল।

প্রমুখকর্তাঃ বিংশতিং একমুখ চ সমধিতম্। বহিঃস্থঃ হরদ্বাং শেখঃ চিন্তাঃ বিমিশ্রিতম্।
বিষয়াক্রোধান্ধো নৈব ব্যাধিঃ প্রকীর্তিতঃ। শূক্রে মূল্য বিলাসীয়াং চিন্তায়া মকণঃ কৃতম্।

ক্রমঃ—

নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার।

বাহাদিগের কোষ্ঠী নাই, তিনপ্রকারে তাহাদিগের কোষ্ঠীর উদ্ধার হইয়া থাকে,
প্রথম লগ্নদ্বারা, দ্বিতীয় রেখা ও অক্ষসামুদ্রিকদ্বারা, তৃতীয় প্রমুখকর্তার অক্ষর ও
স্বর এবং কএকটি দেবতার সাধনদ্বারা নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার করা যায়। ফলত
দেবতাসিদ্ধি করিতে পারিলে সহজেই তিনপুস্তকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিতে
পারা যায়, এই সকল বিষয় বলিবার আগে যেভাবে প্রমুখকর্তার অক্ষরাক্ষ
গণনাদ্বারা জন্মশক, মাস, জন্মলগ্ন, বার, তিথি, মন্ত্র, জন্মতারিখ এবং জন্মরাসি
ইত্যাদি পনিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার বচন কেয়লনামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া
নিম্নে লিখিত হইল।

লগ্নী প্রমুখকর্তাঃ তদ্রূপিত্ত্বাতিশ বামধর্মে মূর্ত্তা দত্তা ৩২ টৌ চ লোকপালা ১০ স্ববি ১২
গতি ১৮ মুনিতি ৭ জিহ্বাতি ২০ পুংক্ষনাতি ২১। সৎসংসারান্ত পক্ষৌ তিথিবিমলভূতে লগ্নরাসিন্
ক্রমেণ লভ্যঃ পুংক্ষপুংক্ষমপুংক্ষিতং জাতকং নষ্টসংজ্ঞে।

এই বচনের টীকা ও বঙ্গানুবাদ অপরথেষ্টে প্রস্তুত হইবে।

ক্রমঃ—

চার্বাকদর্শন।

নাস্তিকদিগের মত।

অগ্রে নাস্তিকতার মত বর্ণন করিয়া পরে তাহা খণ্ডন করা হইবে। নাস্তি-
কেরা প্রত্যেকভিন্ন অপ্রত্যক্ষ কিছুই মানেন না, এইজন্য তাহারা পরমেশ্বরের
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মত যে, জগতের সমস্ত পদার্থই নিত্য, ইহা-
দিগের আদিও নাই, অন্তও নাই। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, রাশি, জীবজন্তু,
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাাদি যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাদিগের কেহ সৃষ্টিকর্তা
নাই। স্বভাবতই ইহারা উৎপন্ন হইতেছে এবং লীন হইয়া বাইতেছে। বর্ষাদর্শ
ও পরলোক প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, এতদ্ব্যতীত জীবিত থাকিতে হয়, ততদিন
সুখভোগাদি করা কর্তব্য, ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। প্রাচীনকালে কণ্ডল্লয়
চার্বাকাদির গহিত মত ভারতবর্ষে প্রচলিত হওয়াতে নাস্তিকতার প্রোত্খ্য
হইয়া উঠে এবং সেই কারণে বৈদিক, পৌরাণিক ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম্মাদির লোপ
হইয়াছিল। এই অতি গহিত চার্বাকমত দেবগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক উক্ত ও
প্রকাশিত হয় এবং বৃহস্পতি চার্বাকমতের যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার
মূল্যতিপ্রায় এই যে, “অগ্নিহোত্রং জয়ো বেদাঙ্গিহোত্রম্ভগ্নম্। বুদ্ধিপৌরুষ-
হীনানাং জীবিকেনি বৃহস্পতিঃ”। বৃহস্পতি বলেন যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবেদ
অর্থাৎ ঋক, যজু ও সামবেদ, ত্রিদণ্ড অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত, তন্ত্রভট্টন অর্থাৎ
ভস্মদেগন, এই সকল ধর্ম্মদিগের জীবিকার নিমিত্ত, ইহাতে বুদ্ধি ও পৌরুষ
কিছুমান নাই। যে সকলের বুদ্ধি কিবা কোন রকমের কবিতা নাই, সেই সকল
ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নিম্নের আর্থ সাধন
করিয়া থাকে।



ভূতছাড়ানপ্রকরণ।

ভূতনাশকৌষধানি যথা।—যেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং ততুলবারিণা। তেন নতপ্রদানং
তাহ ভূতবৃক্ষস্ত বিজবম্ ॥ ১ ॥ অগস্ত্যপুণ্যনন্তো বৈ সমরীচস্ত ভূতলং ॥ ২ ॥ ভূতলবর্ষ বৈ হিহু
নিষপত্রাণি বৈ যথাঃ। বৌরসর্গপমেতিঃ স্ত্রামেপো ভূতহরঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥ গোয়োরচনামরীচানি
শিল্লনী সৈন্ধবং মধু। অল্পমং কৃতমেতিঃ স্ত্রাহ্ এহভূতহরং শিবঃ ॥ ৪ ॥ বচাসিকটুকৈব করণং
দেবদাক চ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিকলা যেতা শিরীষো রজনীঘরম্। প্রিয়ঙ্গুনিষপত্রিকটু গোমুত্রোণা-
বধিতম্। নস্তমালেনপনকৈব স্নানমুত্তমং তথা। অপস্মারবিষোন্মাদশোষালক্ষ্মীঅরাগম্।
ভূতভ্যাক্ত ভরং হস্তি রাজহারে চ লাসনম্ ॥ ৫ ॥ কুর্গমংস্ত্রাধুহিবগোপুগালাক্ বানরঃ। বিড়াল
বর্জিকাকাক বরাহোলুককুকুটঃ। হংস এবাঞ্চ বিষ্ণুত্রং মাংসং বা রোমশোণিতং। ধূপং
সকাজ্জ্বরাক্তেভ্য উন্মত্তেভ্যাক্ত শান্তয়ে। অপস্মারাক্তভূতেভ্যো গ্রহার্হেভ্যাক্ত শান্তয়ে। এতা-
ভৌবধজাতানি কথিতানি মহেবরি ॥ ৬ ॥

যাহাকে ভূতে পাইয়া থাকে, তাহাকে যেত অপরাজিতার মূল ততুলজল-
(চালুনী) দ্বারা পেষণ করিয়া নস্তপ্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়া যায় ॥ ১ ॥ মরীচের
সহিত বকফুল একত্র করিয়া নস্ত করিলে, ভূত ছাড়ে ॥ ২ ॥ সাপের খোলস, হিং,
নিষপত্র, যব ও যেতসর্বপ একত্র পেষণ করিয়া লেপ দিলে ভূত ছাড়িয়া যায় ॥ ৩ ॥
গোয়োরচনা, মরীচ, পিপূল, সৈন্ধব ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে অল্পন দিলে ভূত
পলাইয়া যায় ॥ ৪ ॥ বচ, ত্রিকটু অর্থাৎ মরীচ, পিল্লনী ও শুভ্রী, ডহরকরমচা, দেব-
দাক, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিকলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বিভীতকী, যেতকটিকারী,
শিরীষ, হরিদ্রা, দাক্‌হরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু এবং নিষপত্র এই সকল গোমুত্রে পেষণ করিয়া
নস্তগ্রহণ, শরীরে সেপন, স্নান ও গাত্রমার্জন করিলে, অপস্মার, উন্মাদ, শোষ এবং
অরাদিরোগ বিনষ্ট হয়, বিষদোষ থাকে না, অলক্ষ্মী ছাড়ে, ভূতের ভয় নিবারিত হয়
এবং রাজহারে কোন নিগ্রহই থাকে না ॥ ৫ ॥ কচ্ছপ, মংস্ত্র, ইন্দুর, মহিষ, গো,
শূগাল, বানর, বিড়াল, ময়ূর, কাক, বরাহ, উলুক, কুকুট এবং হংস, এই
সকল জন্তুর বিষ্ঠা, দুহ, মাংস, রোম কিংবা রক্তদ্বারা ধূপপ্রদান করিলে, অপ-
স্মার ও অরোগী, উন্মত্ত এবং ভূত ও গ্রন্থকর্ষক পীড়িতদিগের শান্তি হইয়া
থাকে ॥ ৬ ॥

ডাইনছাড়ান।—আলকুণীর মূল স্ক'কিলে, কিংবা গারে মাখিলে, ডাইন
ছাড়ে ॥ ১ ॥ শেওড়াক্ষের মূল হইতে ছাল তুলিয়া গলার বাঁধিলে ডাইন ছাড়ে ॥ ২ ॥

ভূত-প্রেত-ডাইন-যোগিনী ছাড়ান।—কাগজ, হরিদ্রা ও হেঁড়াচুল একত্র
করিয়া নস্ত করিলে ভূত, প্রেত, ডাইন, যোগিনী লাগে না ॥ ১ ॥ রোচিৎসমংস্ত
রবিবারে ধরিয়া তাহার শিল্পে মরীচের চূর্ণ মাখিয়া জখাইয়া চক্ষে অল্পন করিলে,
ভূত ও প্রেত ছাড়ে ॥ ২ ॥ গাইটা হরিদ্রা পোড়াইয়া নাকে ধুইলিলে ভূত ও প্রেত
ছাড়ে ॥ ৩ ॥ গোমুত্রের নাসিকার ছাড়, শকুল মংস্ত্রের মাথার কাঁটা আর দণ্ডোৎ-
পলের মূল এই তিন জব্য শনি বা মঙ্গলবারে কুমারী কজ্জার হাতের ত্রুতা
সপ্তগুণ দিয়া চুষে বা গলার বাঁধিলে, ভূত, প্রেত ও পিশাচ, এই সকল দূর
হয় ॥ ৪ ॥

ক্রমশঃ—

সঙ্গীতশাস্ত্র।

যে শাস্ত্রে গান, বাণা ও নৃত্যাদির প্রকরণ লেখা আছে, তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র বলা যায়। ই
সঙ্গীতশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা কণ্ঠ অর্থাৎ গীতসঙ্গীত এবং বহুসঙ্গীত, যথা বীণা,
সেতার, এত্ৰাজ, সারঙ্গ, বেহালা, শরদ ও বাঁশী ইত্যাদি। সঙ্গীতজ্ঞবলে আত্মনির্দেশ করণের
বস্ত্ত্রুপভোগ কবে, ততঃ্রুপ আর কোন ইঞ্জিয় ভোগ করে না এবং সঙ্গীত আত্মনির্দেশের মনকে
বেদন আকর্ষণ করিতে পারে, আর কিছুতেই ততঃ্রুপরিমাণে মন আকৃষ্ট হইতে পারে না।
এমন কি, আহার ও বিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া সমস্তরাসি একাসনে বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণকরিলেও
হৃদের ত্রাস হয় না, বরং ই হৃদের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সঙ্গীতে একটি বিশেষ গুণ দেখা যায় যে,
কি ধনাত্ম্য ব্যক্তি, কি নির্দীনী হরিদ্রাজোক, ইহারা সকলেই একস্থানে ও একসময়ে একগুণিতের
স্বরভোগ করিয়া থাকে। এই সঙ্গীতে অতি সহজে স্বরসামান্য হইতে পারে। এই জন্তই
সামবেদে স্বরের আরাধনা নামে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গীতে কি বেবতা, কি মাবন, কি পদ, কি

পক্ষী, কি সর্পাদি সকলকেই মোহিত করিতে পারে। পরবার্ণ সঙ্গীত যদি কেহ স্বরে মান করে, তাহা হইলে পাখিপক্ষরকেও সলাইতে পারে। পাঠে বলিয়াছে যে, “পাখ্যে পরতমঃ সখি” অর্থাৎ পক্ষী তির পরিভ্রমণের আর প্রধান উপায় নাই। কোমলকণ্ঠে যে, এই সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরাণে দেখা যায় যে, শিব ও সারঙ্গমুনি উভয় পারক ছিলেন। এই শাস্ত্রটির গুরুলোকে বহল চর্চা ছিল, ইহার অন্ততম নাম গুরুখিনী। পুরাণে যে সকল সঙ্গীতবেত্তা সঙ্গীতের এই প্রণয়নকরিয়া দিয়াছেন, তাহাদের নাম—সদাশিব, ব্রহ্মা, শিব, হর্গা, শক্তি, মনিকেশ্বর, রাবণ, হায়া, হুহ, অশ্বত্থ, কবচ, অশ্বত্থ, নারদ, ভরত, দাতক, কতপ, কুহুদ, সোমেশ, রত্না, ইন্দ্র, পবন, হনুমান, দ্বিজদ, দার্দুল, বিদ্যাবিল, রাহুল, বিদ্যাবন, অর্জুন, উবা, কোহল, ভোজ, হুজর, সত্বক ও শারঙ্গদেব। ইহাদিগের এই প্রারম্ভ লোপ হইয়াছে, হুই একখানা বাহা আছে, তাহা পাঠে সর্গদেশাপেক্ষা ভারতবর্ষে যে সঙ্গীতশাস্ত্রের কতদূর আলোচনা ও উন্নতি ছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজে বুঝিতে পারিবেন, কলত অশ্বদেবের সঙ্গীতশাস্ত্র যে ঐহিক ও পারত্রিক সর্গদ্রুঃখনিবারণের উপায় তাহা বলা বাহুল্য, কলত অনেকেরই বলিয়া থাকেন, এই সঙ্গীতের এতদূর গর্ভাঙ্ক কখনো আছে যে, অস্ত্র হুঃপ হুয়াস্তাং পুত্রশোকও নিবারণ করিতে পারে।

স্বর সাতটিমাত্র নির্ধারিত হইয়াছে, যথা সঙ্গীত রত্নাকর—“বড়জ্বন্তো চ গাঙ্কার-তুখা মধ্যমপঞ্চমো। ধৈবতশ্চ নিবাদোহরমিতি মায়ত্তিরীতি”। অর্থাৎ ১ বড়জ বা (খড়জ), ২ ঋষভ বা (রেখাব), ৩ গাঙ্কার, ৪ মধ্যম, ৫ পঞ্চম, ৬ ধৈবত, ৭ নিবাদ বা (নিবাদ)। ইহাদিগের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত নাম যথা—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। সঙ্গীতশাস্ত্রে জানা যায় যে, (যথা সঙ্গীত রত্নাকর) “জম্ব-শাক-কুশ-কৌক্যলায়লী-শ্বেতনামহু। দীপেনু পুরুষদীপজাতাঃ সপ্ত স্বরাঃ ক্রমাৎ”। জম্ব, শাক, কুশ, কৌক্য, শাল্মলী, শ্বেত ও পুরুষ এই সপ্তদীপে ক্রমে বড়জাদি সপ্তস্বর উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ১ জম্বদীপে বড়জ, ২ শাকদীপে ঋষভ, ৩ কুশদীপে গাঙ্কার, ৪ কৌক্যদীপে মধ্যম, ৫ শাল্মলীদীপে পঞ্চম, ৬ শ্বেতদীপে ধৈবত এবং ৭ পুরুষদীপে নিবাদস্বর উৎপন্ন হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, সাতটি পঙ্কর রব হইতে এই সাতটি স্বর উৎপন্ন হইয়াছে, যথা—ময়ুরের ধ্বনি হইতে ১ বড়জ, বৃষের রব হইতে ২ ঋষভ, ছাগ শব্দ হইতে ৩ গাঙ্কার, শৃগালের ধ্বনি হইতে ৪ মধ্যম, কোকিলের রব হইতে ৫ পঞ্চম, ঘোটকের কণ্ঠশব্দ হইতে ৬ ধৈবত এবং হস্তীর ধ্বনি হইতে ৭ নিবাদ। কোন কোন সঙ্গীতবেত্তা বলেন যে, জীবজন্তুর ধ্বনি, আঘাত ও পতনাদির শব্দ হইতে যে অসংখ্যধ্বনির উৎপত্তি হয়, ঐ সকল ধ্বনি এক হই করিয়া গণনা করিলে সাতটির অধিক স্বর পাওয়া যায় না। আটসংখ্যা করিতে গেলেই নিম্নের খড়্জের সহিত মিলিয়া যায়, আর স্বর যত উচ্চ হইবে, ততই নিম্নের প্রত্যেক স্বরের সহিত মিলিত হইয়া যায়, সাতটির অধিক স্বর হয় না। এইজন্মই সাতটি স্বর নির্ধারিত হইয়াছে। কোন সামুদ্রিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই সাতটি গ্রহের সাতপ্রকার স্বর নির্ধারিত আছে এবং ঐ সাতপ্রকার স্বরভিন্ন পৃথিবীর জীবজন্তু পক্ষী ইত্যাদিরও আর কোনপ্রকার স্বর নাই, সুতরাং সঙ্গীতবেত্তারা ঐ সাতস্বরের উপর নির্ভর করিয়া রাগরাগিণী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্বে ঐ সাতটি স্বরের নাম বলা হইয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রবিৎ ঐ সপ্ত স্বরের নাম সপ্তক রাখিয়াছেন, অর্থাৎ সপ্তক বলিলেই বড়জাদি সাতটি স্বর বুঝায়। মানবশরীরে স্বভাবত তিনটি সপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না, এই তিনটি সপ্তক মানবের নাভি, বক্ষ এবং মস্তক হইতে উদ্ভূত হয়, ইহাদিগের পরিচয়ের জন্য তিনটি নাম রাখা হইয়াছে, যথা উদারা, সুদারা এবং তারা, এই তিনটির মধ্যে যেটি নাভি হইতে উচ্চারিত হয়, তাহার নাম উদারা, অর্থাৎ তাহাকে খাদের স্বর অথবা মানসপ্তক কহা যায়। দ্বিতীয় সপ্তক, যে স্বর দেহের মধ্য হইতে নিঃসরণ হয় তাহার নাম সুদারা অর্থাৎ মধ্যস্বর বা মধ্যসপ্তক এবং মস্তক হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয়, তাহার নাম তারা অর্থাৎ উচ্চস্বর অথবা তারা সপ্তক নামে বিখ্যাত। এই যে মানসপ্তক, মধ্যসপ্তক এবং তারাসপ্তক উক্ত হইল, ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক এই যে,

ক্রমঃ—

দায়ভাগ।

পুংধনাধিকার।

ধনীর মৃত্যু হইলে তাহার ধনের উত্তরাধিকারীগণের নাম ক্রমে লিখিত হইল, তদুপে পাঠকবর্গ দায়ভাগসম্বন্ধে দায়াদিকারক্রম সহজে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। কাহার পর কে উত্তরাধিকারী হইবে, তাহার নাম ও এক ছই করিয়া অঙ্কপাত করা গেল। যথা—এক অঙ্কে মৃত ধনীর পুত্র, ২ অঙ্কে পৌত্র, ৩ অঙ্কে প্রপৌত্র ইত্যাদিক্রমে লিখিত হইল।

১ পুত্র, ২ পৌত্র, ৩ প্রপৌত্র, ৪ পত্নী, ৫ অমৃত্যু কন্যা, ৬ সপুত্রা ও পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা, ৭ দৌহিত্র, তদভাবে ধন উচ্চগামী হয় যথা—৮ পিতা, ৯ মাতা, ১০ সহোদরভ্রাতা, ১১ বৈমাত্রেয়ভ্রাতা, ১২ ভ্রাতৃপুত্র, ১৩ বৈমাত্রেয়-ভ্রাতৃপুত্র, ১৪ ভ্রাতৃপৌত্র, ১৫ বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপৌত্র, ১৬ ভাগিনেয়, ১৭ বৈমাত্রেয়-ভাগিনীর পুত্র, ১৮ ভ্রাতার দৌহিত্র, ১৯ বৈমাত্রেয়ভ্রাতার দৌহিত্র, ২০ পিতামহ, ২১ পিতামহী, ২২ পিতার সহোদর, ২৩ পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ২৪ পিতৃব্য-পুত্র, ২৫ পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র, ২৬ পিতৃব্যপুত্রের দৌহিত্র, ২৭ পিতার বৈমাত্রেয়ভ্রাতার দৌহিত্র, ২৮ পিতার ভাগিনেয়, ২৯ পিতার বৈমাত্রেয় ভাগিনীর পুত্র, ৩০ পিতৃব্যদৌহিত্র।

ক্রমশঃ—

রসায়ন।

যেরূপে স্বর্ণপ্রস্তুত করা যায়।

ঐধর উবাচ। গোমূত্র, হরিভাল, গন্ধক ও মনঃশিলা। সমঃ সমঃ পৃথীক্সা তু যাবৎ স্ফাতি পেরয়েৎ। একাদশদিনং যাবৎ যত্নেন রক্ষয়েৎ শুচিঃ। মজ্জেন ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈঃ স্মৃতিজিহ্বৈঃ। মন্ত্রস্ত—ও নমো হরিহরায় রসায়নঃ সিদ্ধিঃ কুরু কুরু স্বাহা। অমৃতজপেন সিদ্ধিঃ। তদ্ব্যতীতঃ গোলকং কুহা বস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ পুনঃ। মৃত্তিকায় লেপয়েত্তত্ত্ব ছায়াশুক্লতঃ কারয়েৎ। গর্ভে কুণ্ডে বিনিক্ষিপ্তে পলাশকাষ্ঠবাকুনা। আলয়েদষ্টযানন্ত নাস্তথা শব্দরোদিতঃ। তদন্ত্য ভারতে সিদ্ধি-কিঞ্চিৎ সিদ্ধিসমাকুলং। তাদ্রপাত্রে অগ্নিমধো বিন্দুনাঃ নিয়চ্ছতি। তৎক্ষণাৎস্বয়ন্তে বর্ণঃ নাস্তথা শব্দরোদিতঃ। দাতব্যং তদন্ত্যায় নদর্যাদুঃসমানসে। সিদ্ধপীঠে ভবেৎ সিদ্ধিগরজী-লক্ষজাগমৈঃ। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দাতব্যং শিবভণ্ডকে। অগ্নিমুখবিজ্ঞানীনাং পাচকানাং বিশেষতঃ। গোপাং গোপাং মহাগোপাং দেবানামপি দুলভং। রসপ্রতিজ্ঞিরাঃ কুহা গোপাং নৈব একালয়েৎ। বনিতাপুত্রমিত্রাদিগোপাং সিদ্ধিপ্রদায়কং।

মহাদেব বলিতেছেন। গোমূত্র, হরিভাল, গন্ধক ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া খলে পেষণ করিবে। যাবৎকাল শুষ্ক হয়, তাবৎকাল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রপূর্বক বিস্তৃতস্থানে রাখিয়া দিবে, পরে একাদশ দিবস গত হইলে ধূপ, দীপ ও চুড়ুমিশ্রিত নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচারে বজ্র-গীর পূজা করিবে। অনন্তর “ও নমো হরিহরায় রসায়নঃ সিদ্ধিঃ কুরু কুরু স্বাহা” এই মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পূর্বপিষ্টদ্রব্য গোলকাকার করিয়া বস্ত্র-ধারা বেটন করিবে। পরে মৃত্তিকাধারা লেপ দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে, পরে গর্ভমধ্যে পলাশকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি ঐ গোলক রাখিবে এবং উপরে পলাশকাষ্ঠধারা অষ্টপ্রহরপর্যন্ত আল দিবে। তৎপরে ঐ তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। অনন্তর একখণ্ড তাদ্রপাত্র অগ্নিতে দহ করিয়া তাহাতে ঐ তন্ত্র এক বিন্দু মিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তাদ্রপাত্র স্বর্ণ হইবে। ইহা মহাদেবের উক্তি, কলাত ইহার অস্তথা হয় না। এই প্রক্রিয়া ও মন্ত্র শুদ্ধতত্ত্বব্যক্তিকে প্রদান করিবে, মুইবাতির

নিকট প্রকাশ করিবে না। এই রসায়নপ্রক্রিয়া করিবার পূর্বে কোন সিদ্ধান্তে বসিয়া লক্ষ্যসংখ্যক গারভী জপ করিতে হইবে। এই রসায়নপ্রক্রিয়া সন্ধান্ত অতিগোপনে রাখিবে, আপন প্রীতুজাদি ও বন্ধুবান্ধবদির নিকটেও প্রকাশ করিবে না।

অবধৌতিকমতে রৌপ্যকরণ ।

মৃদাকণী হট্টকটিকা দুর্জাতলে বাসা। রস নিষ্কটকে রঙ মে দিজে ঢাকী হোরে বাসা।

ইন্দুরকালীপাণা এবং হট্টকটিকা নামে একপ্রকার বাস, এই দুই ত্রবোর রস একত্র করিয়া রাশে মর্দন করিয়া অগ্নিতে জাল দিলে উত্তম রৌপ্য প্রাপ্ত হইবে।

মাতৃকাভেদতন্ত্রোক্ত স্বর্ণপ্রস্তুত করার প্রণালী ।

অনীর পারদং দেবি স্থাপয়েৎ প্রস্তরোপরি। ততোপরি জপেয়তঃ সর্গবন্ধমরাত্তম্। সাষ্টঃ সপ্তঃ দেবেশি। অঙ্গপেৎ সাধকাত্মনীঃ। স্বয়ং পুষ্পসংযুক্তে বস্ত্রে চারুণসরিজে। সংস্থাপ্য পারদং দেবি। মৃৎপাত্রয়ুগলে শিবে। পুষ্পযুক্তেন মৃৎপে বস্ত্রায়তনযুক্ততঃ। মৃত্তিকামাচরজা ধাতুত পরাশ্রয়ঃ। লেপয়েদ্বহুত্বেন রৌদ্রে শুকানি কারয়েৎ। পুনশ্চ লেপয়েদ্বীমান্ ততো বস্ত্রে বিনিক্ষিপেৎ। অষ্টমোনবমীয়াভৌ কিপেদ্রৈব হরেবরি। অথবা পরমেশানি মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসম্। বস্ত্রায়তন তদ্ব্যং শোধয়েদ্বহুত্বতঃ। মৃত্তনারীরসেনৈব তথৈব শোধনং চরেৎ। এবং কুতে কু তটিকাঃ যদি শ্রাদ্ধবন্ধনম্। ধূতুরূপ সমানীম মধ্যো লুপ্তক কারয়েৎ। কৃষ্ণাখ্যা- তুলসীযোগে ওষা মৃত্তকুকারিকা। এবং কুতে বহিযোগে ভস্মসাৎ জারতে কিল। ভস্মযোগে ভবেৎ স্বর্ণং ধনদায়াঃ প্রসাদতঃ। বিবর্ণং জায়তে ত্রবাং যদি পূজাঃ ন চাচরেৎ।

পারদ প্রস্তরোপরি রাখিয়া তাহার উপরে সর্ববন্ধনমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিবে। তৎপরে স্বয়ংকুসুমদ্বারা বস্ত্রবর্ণীকৃত বস্ত্রমধ্যে ঐ পারদ স্থাপনপূর্বক বস্ত্রসহ মৃত্তিকাপাত্রের (মুছির) মধ্যে রাখিয়া অপর এক মৃৎপাত্রদ্বারা আবৃত করিয়া স্বয়ংকুসুমযুক্ত মন্ত্র অথবা বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়বন্ধন করিবে। অনন্তর মৃত্তিকা ও তুম্ব একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা ঐ মৃত্তিকাপাত্র লেপন করত রৌদ্রে শুক করিবে। পরে পুনর্বার তুম্বমিশ্রিত মৃত্তিকাদ্বারা লেপন ও রৌদ্রে শুক করিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অষ্টমী কিম্বা নবমী রাত্রিতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না। অথবা মৃত্তিকাপাত্রমধ্যে পারদ রাখিয়া পানের রস ও স্নতকুমারীর রসদ্বারা থল করিয়া উত্তমরূপে পারদ শোধন করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে যদি পারদ শুটিকাবন্ধন অর্থাৎ জমাট হয়, তাহা হইলে একটি ধূতুরার কলের মধ্যগত শাস- বাহির করিয়া তন্মধ্যে ঐ পারদ পুরিয়া তাহার মধ্যে কৃষ্ণতুলসী ও স্নতকুমারী দিয়া পূর্ববৎ লেপনাদি করিবে। পরে ৭ সাতপ্রহরপর্যন্ত বনচুইটার অগ্নিতে জাল দিবে, এইরূপ করিলে পারদ শুভ্রবর্ণ ভস্ম হইবে, এই প্রক্রিয়ার পূর্বে ধনদারপূজা ও মন্ত্র জপ করিতে হইবে, যদি পূজাদি না করে, তাহা হইলে ভস্ম বিবর্ণ হইয়া যাইবে। পারদ যথাবিধি ভস্ম করিয়া তৎপরে ঐ ভস্মের উপরে ৭ সাতদিনপর্যন্ত প্রতিদিন একহাজার আটবার করিয়া ধনদামন্ত্র জপ ও রাত্রিকালে ধনদার পূজা এবং জপের দশাংশ হোম করিবে * এবং ষোল্লিঙ্গ প্রতিনিয়ম যথাবিধি এক একটি পর্ব্বিৎ লিখপূজা করিবে। তৎপরে শুভ্রপ্রমাণ ঐ ভস্ম স্বর্ণপাত্রের রাখিয়া এক- জোলা পরিমাণ তামা পালাইয়া ঐ একশুভ্র প্রমাণ ভস্ম দিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হইবে। তামাগালাবের প্রণালী পশ্চাৎ লিখিত হইবে। ঐ ভস্ম একশুভ্র প্রমাণ তক্ষণ করিলে সর্করোগ হইতে মুক্ত হয়, বহুধন লাভ করে, গণেশের স্তায় সর্কর পূজার হয় এবং সহস্ররমণীসন্তোষের শক্তি জন্মে। চুঃখী ও অনাধারিগের পোষ- গার্থ এই প্রক্রিয়া করিলেই সফল হইবে, নিজে স্বধী হইব, এই মানসে করিলে তাহা সফল হইবে না।

ক্রমঃ—

বনচাণকন্য ও বনচাণকন্যে বাস। লিখিত আছে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইবে।



অর্থাৎ মৃত্তিকার নিম্নস্থ জনপ্রণালী ।

পূর্বকালে অগ্ন্যশ্বের পণ্ডিতগণ মৃত্তিকামধ্যগত ধর্ম্মপ্রকৃতি পদার্থের পরিচয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন এবং তদুপযোগী অনেক শাস্ত্রও প্রচলিত ছিল, এই রূপে ভূপণ্ডিত জনপ্রণালীর বিবরণ পরিজ্ঞানার্থ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কতিপয় ঘটন উদ্ধৃত করা হইল। ইহার পরে ক্রমশঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমুদায় বিষয়ের বিশেষবিবরণ প্রকাশিত হইবে।

চিহ্নমপি চার্ছপুর্বে মত্ কঃ পাণ্ডুরোহণ দুং পীতা। পুটভেদকল্য তন্নি পাবাণো ভবতি তোয়মথঃ।

পুরুষাচ্ছ পরিমাণ ভূমি ধননকরিলে যদি এক শুভ্রবর্ণ মণ্ডুক দেখা যায়, তাহা- হইলে তাহার নিম্নে পীতবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে। ঐ মণ্ডুকের নীচে একখণ্ড পাবাণ আছে, এই পাবাণ জনপ্রণালীর মূখ কক্ষ করিয়া রাখিয়াছে, ঐ পাবাণখণ্ডের নিম্নে উত্তমজল রহিয়াছে।

অথ বৃক্ষস্ত গ্রাণ বস্তোকো যদি ভাবৎ সমীপস্থঃ। তন্মাক্ষিকপার্শ্বে নলিলং পুরুষবরে বাহু।

কোন জায়গাছের পূর্বপ্রান্তে অতি নিকটে বক্ষীক থাকিলে, সেই বক্ষীকের দক্ষিণভাগে পুরুষের পরিমাণ নিম্নে ভূগর্ভে একটি জনপ্রণালী আছে, ঐ প্রণালীর জল অতি স্বচ্ছ।

ক্রমঃ—



দেশ, কাল, পাত্র, জল, বায়ু, পরিচ্ছদ, খাদ্যাদি এবং শারিরীক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসাকার্য্য করিতে হয়। কারণ যে দেশে যে সকল ভৈষজ্যভবিৎ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সেই দেশবাসীগণের শারিরীক প্রকৃতি যেরূপ বিবেচনা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তদনুসারেই রোগের ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন, ঐ সকল ঔষধ সেই দেশে যেরূপ কার্য্যসাধক হইবে ভিন্নদেশের ঔষধ তজুপ কার্য্যকর হইবে না, সুতরাং আশ্বিনীগের প্রাচীন মুনি, ঋষি ও চিকিৎসকগণ আশ্বিনীগের দেশবাসীগণের শারিরীক প্রকৃতি জানিয়া যে ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সেবনকরিলে অবশ্যই রোগের শান্তি হইবে। কিন্তু আশ্বিনীগের বিবরণ এই যে, ইন্দ্রাণী অনেক চিকিৎসক শাস্ত্রের লিখিত ঔষধের উপযোগী যে সকল লতা ও বৃক্ষাদির নামের উল্লেখ আছে, তাহা সমস্ত চিনিয়া লইতে পারেন না, আরই বশিকের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, বশিকও সমস্ত ঔষধিযুক্ত চিনে না এবং ভিষকমহাশয়েরও ভৃত্য ও ছাত্রদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করাই থাকেন। এই ভৃত্য ঔষধসকল বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না।

শাস্ত্রমতে বেঙ্গলে নাকী পরীক্ষাধারা রোগ ও মৃত্যু নির্ণয় হইয়া থাকে, তাহা না হইতেছে। অগত্যমুনি বলিয়াছেন যে, পুরুষের দক্ষিণ, স্ত্রীলোকের

নাম, কীর্তনের দুই হাত পরীক্ষা করিবে। কিন্তু তৈল বন্ধন করিলে, নিম্নিত থাকিলে এবং ভোজন করিয়া উঠিলে (কুখিত, পিপাসার্ত ও ব্যাধিসামিয়ারা ক্রান্ত ব্যক্তির) নাড়ী পরীক্ষা হয় না। অতএব তৎকালে উক্ত ব্যক্তির পের নাড়ী পরীক্ষা করা কর্তব্য নহে। চিকিৎসক স্থিরচিত্তে ভজ্জনী, বধ্যমা এবং অনামিকা এই তিন অঙ্গুলিয়ারা বৃদ্ধান্তের মূলের পশ্চাত্তাগে বায়ুগতিবিশিষ্টা নাড়ী পুনঃ পুনঃ ধরিয়া পরীক্ষা করিবে এবং রোগ ও ব্যাধির সাধ্যসাধ্য লক্ষণ জানিবে। আর পায়ের গুল্ফদেশের অধঃপ্রান্তে অঙ্গুষ্ঠমূলগত নাড়ীও উক্তরূপে পরীক্ষা করা যায়। ইহার বিশেষ পরে বিবৃত হইবেক ॥

ক্রমশঃ—

শাস্ত্রীয় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বাভাবিক ব্যাধিপ্রতিষেধনীয় রসায়ন।

অন্যদেশে প্রাচীনকালে মূনিগণপ্রণীত যে সকল ঔষধপ্রকরণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে কোন কোন ঔষধের অসীম এবং অদ্ভুত গুণ দৃষ্ট হইতেছে, ঐ সকল ঔষধাদির গুণ নবাসম্প্রদায়গণ শ্রবণ করিলে একবারেই অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। এস্থলে স্পষ্টতঃ গ্রহ হইতে স্বাভাবিক ব্যাধিপ্রতিষেধনীয় রসায়ন এবং নিবৃত্তসম্প্রদায় রসায়ন নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। এই ঔষধের নাম সোম। ঐ সোম স্থান, নাম, আকার ও বীৰ্যভেদে চতুর্বিংশতি প্রকার হয়। তাহা সেবনকরিলে মানব নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং কল্কর্ণের জায় রূপ ও চন্দ্রের জায় কান্তি ধারণ করে। যতপ্রকার সোম আছে, সকলেরই পঞ্চদশ পত্র। সেই পত্রগুলি গুরুপক্ষে জন্মিয়া কৃষ্ণপক্ষে পতিত হয়। গুরুপক্ষের প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন এক একটি করিয়া পত্র জন্মে। এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত প্রতিদিন এক একটি পত্র জন্মিত হয়। অমাবস্তার দিবস কেবল লভ্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে, ইত্যাদি বিবরণ, হিমা-লয়পর্বত আদি যে যে স্থানে সোমলতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এবং যে যেরূপে সেবন করিতে হইবে, তাহার নিয়ম ও ব্যবস্থা নিয়ে স্পষ্টতঃ গ্রহ হইতে উদ্ধৃত করা গেল ॥

ত্র্যম্বকোঃ স্বহস্তুঃ পূর্বমমৃতঃ সোমসংজিতঃ। জরাসুত্বেবিনাশায় বিধানং তত্ত বক্ষ্যতে ॥ এক এবং গুলু গুলবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীথ্যবিশেষৈশ্চতুর্বিংশতিভা ভিন্ন্যতে। বধ্যমা—অংশু-মান্ ভূজবাংষ্টব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ। দুর্কাসোমঃ কনীয়াংষ্ট যেতাকঃ কনকপ্রভঃ ॥ প্রতান-বাংষ্টবস্তঃ করবীরোঃশবাবপি। স্বরশ্রভো মহাসোমো বশ্চাপি গরুড়াক্তঃ। গায়ত্র্যা-ত্রৈষ্টভঃ পাণ্ডকো জাগতঃ শাকরগুণা। অগ্নিষ্টোমো রৈবতন্ত যথোক্ত ইতি সংজিতঃ। গায়ত্র্যা-ত্রিপদা বৃকো যশোদুপতিরচ্যতে। এতে সোমাঃ সমাখ্যাতা বেদোক্তৈর্নামভিঃ শুভৈঃ ॥ সর্কেষা-মেব চৈতেষামেকো বিধিরূপাসনে। সর্কে ভূলাগুণাষ্টব বিধানং তেহু বক্ষ্যতে ॥

পূর্বে ব্রহ্মপ্রভৃতি দেবগণ জরাসুত্বেবিনাশের নিমিত্ত সোমনামক অমৃতস্রষ্টি করেন। তাহা সেবনকরিবার নিয়ম কথিত হইতেছে। একমাত্র ভগবান্ সোম স্থান, নাম, আকার ও বীৰ্যভেদে চতুর্বিংশতিপ্রকার। বধ্যমা—১ অংশুমান্, ২ ভূজবান্, ৩ চন্দ্রমা, ৪ রজতপ্রভ, ৫ দুর্কাসোম, ৬ কনীয়ান্, ৭ যেতাক, ৮ কনকপ্রভ, ৯ প্রতানবান্, ১০ তালবৃন্ত, ১১ করবীর, ১২ অংশবান্, ১৩ স্বরশ্রভ, ১৪ মহাসোম, ১৫ গরুড়াক্ত, ১৬ গায়ত্র্যা, ১৭ ত্রৈষ্টভ, ১৮ পাণ্ডক, ১৯ জাগত, ২০ শাকর, ২১ অগ্নিষ্টোম, ২২ রৈবত, ২৩ গায়ত্র্যা এবং ২৪ ত্রিপদীযুক্ত এই সর্কপ্রকার সোম বেদোক্ত মঙ্গলদায়ক নামদ্বারা বিখ্যাত। ইহারিগের দ্বারা বিধান একইপ্রকার এবং সকলপ্রকার সোমই সমান গুণসম্পন্ন। ইহা সেব-নের নিয়ম কথিত হইতেছে।

বৃক্ষায়ুর্বেদ।

বাসরাপি বন-বৃক্ষকাষিতঃ বীজসাক্ষ্যবৃত্তবোধিতঃ। যোবরেন বহুগো বিরক্তিতঃ কৌট-মার্গপিপিত্তৈশ্চ কুপিতঃ। সংতপ্তকরবাসমবিতঃ রোপিতক পরিকরিতাবনো। কীর্তনমৃত-জলাবসেচিতঃ জলিতে কৃষ্ণসমুত্তবেব তৎ ॥

কোন বৃক্ষের বীজ দশদিন পর্যন্ত দুধে ভাবনা দিয়া ঐ বীজের সহিত যত হতে গ্রহণপূর্বক উত্তর হস্তদ্বারা উহা উত্তমরূপে বর্ষণ করিবে। যাবৎ ঐ বীজ যুতে জরিত না হয় তাবৎ বর্ষণ করিতে থাকিবে, অনন্তর ঐ বীজ গোময়ের সহিত বারবার বর্ষণ করিয়া শূকর ও হরিণের মাংসের ঘৃষ্মাতে রাখিয়া দিবে। পরে মংস্ত ও শূকরের বসার (চর্কি) সহিত মিশ্রিত করিবে। যখন ঐ বীজ সকল শুষ্ক হইবে, তখন ভূমিকে উত্তমরূপে বর্ষণ করিয়া ঐ বীজ বপন করিবে এবং জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেই জলমিশ্রিত দুগ্ধদ্বারা সেক করিবে। এইরূপ করিলে সেই বীজ হইতে সপুষ্প বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে ॥

দেখাতকৃত্ত বীজানি নিম্নলীকৃত্য ভাবয়েৎ প্রাজঃ। অকোলবিজ্ঞানান্তিহারাণাঃ সপ্তকুট্টবম্ ॥ মাহিষগোমরযুটান্ত করীবে চ তানি নিঃকিপ্য। করকাজলঘ্রবোণে শ্রুতান্তক কলকরাণি ॥

ঘোষাকলের বীজের থোমা পরিত্যাগ করিয়া তদ্বারা কোন ফলের বীজ ভাবনা দিবে, পরে পক্ষ আর্কোড়ফলের রসে সপ্তবার সিক্ত করিয়া সপ্তবার ছায়াতে শুষ্ক করিবে। অনন্তর ঐ বীজ মাহিষবিষ্ঠাতে বর্ষণ করিয়া পুনর্বার ঐ বিষ্ঠামধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রাখিবে। তৎপরে নারিকেলজলসিক্ত মৃত্তিকাতে বপন করিলে একদিনের মধ্যে সেই বীজ হইতে ফলবান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে ॥

বৃহৎশাক্ষধরমতে।

ডালিমের বীজ কুট্টের রক্তে ভাবনা দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে, এইরূপে একবিংশতিবার ভাবনা দিয়া একবিংশতিবার শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর মৃত্তিকাতে ঐ বীজ বপন করিলে সেই বীজ হইতে সদ্য ফলবান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

একটি ছাগল কাটিয়া তাহার বাহুর চর্ম তৎক্ষণাৎ গ্রহণকরিয়া কোন ফলবান্ বৃক্ষের শাখাতে জরিত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে সেই বৃক্ষের ফল পাকিবে না, ফলের যেরূপ অবস্থাতে ঐ চর্ম বন্ধন করিবে, সেই বৃক্ষের ফল সেই অবস্থাতেই থাকিবে।

কোন বৃক্ষের ফলের পকাবস্থায় সেই বৃক্ষের শাখাতে কোন পশুর চর্ম ও ঘাস বান্ধিয়া রাখিবে এবং বিড়ঙ্গ, মধু ও দুগ্ধদ্বারা সেই শাখা সংবর্ষণ করিয়া বৃক্ষের মূল জলমিশ্রিত দুগ্ধদ্বারা সেচন করিবে। এইরূপ করিলে সেই বৃক্ষের পক্ষফল অনেক দিন বৃক্ষেই থাকিবে, পতিত হইবে না।

ক্রমশঃ—



এই অকণোদরনামক মাসিকপত্রিকা কলিকাতা নং শিমলাস্ট্রীট জ্যোতিষ-প্রকাশ বহালয় হইতে প্রতিমাসে রয়েল চারিপেজি কন্সার ৮ কন্সার করিয়া প্রকাশ হইতেছে। গ্রাহকমহোদয়গণের পক্ষে বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩ টিন টাকা, ডাকমাস্তল ৫০ বার আনা। বাৎসরিক ২ টিন টাকা, ডাকমাস্তল ৫০ বার আনা। ত্রৈমাসিক ১০ একটাকা চারি আনা। মঙ্গলমূল্য জ্যোতিষ ১০ আট আনা ও ডাকমাস্তল ৫০ এক আনা নির্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশমহোদয়গণ উপরি উক্ত নং শিমলাস্ট্রীট গ্রন্থসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অগ্রিম মূল্য ও ডাক-মাস্তল পাঠাইলে গ্রাহকপ্রেরিত হইতে পারিবেন।

অরুণোদয়

মাসিক পত্রিকা।

দ্বিতীয়খণ্ড, আশ্বিনমাস। বঙ্গাব্দ ১২৯৭। খৃষ্টাব্দ ১৮৯০।

যোগ, জ্যোতিষ, কোষ্ঠী ও প্রায়শ্চিন্তনাদি, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণ, বৈদ্যক, বেদ, জ্যোতির্দর্শন, স্মৃতি, ষড়্ দর্শন, সন্ন্যাসশাস্ত্র, দায়ভাগ, মনু ও পরাশরমতে ব্যবস্থা, তন্ত্রোক্ত মটকর্ম, নানাদেবতাসাধন, ঐন্দ্রজালিক কোতুক, মেস্মেরিকম্, প্রেততন্ত্র, সামুদ্রিক, অদ্বিত কার্যের তন্ত্রাদি, সাংসারিক ব্যবহারের লেখা পড়ার কার্যম্, এবং মিশ্রশাস্ত্র অর্থাৎ কৌলীশ্রবিসয় ইত্যাদি লিখিত হইতেছে।

যোগশাস্ত্র।

পূর্বে উক্ত হইরাছে যে, কি যোগী, কি গৃহস্থ সকলকেই শৌচকার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্য করিলে দেহ নির্মল, সর্ব্বরোগের বিনাশ ও উদরের অগ্নি-বৃদ্ধি হইয়া শরীর নির্ভাষি অর্থাৎ শরীরশোধন হয়। এই সকল বিশেষ শৌচকার্য্য সহজে হইয়া থাকে, এজন্য গৃহস্থাদি সকলেরই উক্ত কার্য্য করা বিধেয়। যোগীগণ এই বিশেষ ঘটকর্ম্মাদি শোধন কার্য্য না করিলে যোগাসনের উপযোগী হইবেন না। এই কর্ম্ম ছয়প্রকার, তাহার নাম ও লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে লিখিত হইতেছে।

অথ ঘটকর্ম্ম।

যৌতির্জ্বলিত্বা নেতি লৌলিকী জাটকং তথা। কপালভাতি কৈতানি ঘটকর্ম্মানি সমাচরয়েৎ।
যৌতি, বতি, নেতি, লৌলিকী, জাটক ও কপালভাতি। ইহাদিগকে ঘটকর্ম্ম বলে, এই ঘটকর্ম্ম আচরণ করিলে শরীরের চৈতন্ত হয়।

(যৌতি ধোয়া—Washing. বতি শুষ্কদেশ কালন করা—Purification of the fundament. নেতি—নৃত্যদ্বারা নাসিকারন্ধ্র পরিষ্কার করা—Purification of the Nostrils. লৌলিকী—উদরকে উত্তরপার্শ্বে বারবার স্কাণ্ডিত করা—Shaking the Intestines from one side to the other. জাটক—অনিবিধে একদিকে দ্বারা বস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষু দিয়া জল বহির্গত করা—Purification of the eyes. কপালভাতি—বাম নাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ

কল্পিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বহির্গত করা ও ঐরূপ দক্ষিণ নাসা দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া বাম নাসাপুট দিয়া বহির্গত করা। আর নাসাপুটদ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া মুখদ্বারা রেচন এবং মুখদ্বারা জল গ্রহণ করিয়া নাসাযুগলদ্বারা রেচন করা।)

অথ যৌতি।

অন্তর্যৌতির্জ্বলিত্বা নেতি লৌলিকী জাটকং তথা। যৌতিঃ চক্ষুর্নিধাঃ কৃষ্ণা নটঃ কৃষ্ণতঃ নির্মলম্।
অন্তর্যৌতি, দন্তযৌতি, হৃদযৌতি ও মূলশোধন,—এই চারিপ্রকার যৌতি আচরণ করিয়া শরীরকে মলবিহীন করিবে।

(অন্তর্যৌতি—Washing of the Intestines. দন্তযৌতি—Washing of the teeth. হৃদযৌতি—Washing of the stomach. মূলশোধন—Washing of the rectum.)

অথ অন্তর্যৌতি।

অভ্যন্তরঙ্গ নাড়ী ইত্যাদির ধৌতীকরণ। এই অন্তর্যৌতি চারিপ্রকার বর্ণা—
বাতসারঃ বারিসারঃ বহিসারঃ বহিষ্কৃতম্। বটতঃ নির্মলাধারঃ অন্তর্যৌতিককৃষ্ণিকাঃ।
বাতসার, বারিসার, বহিসার ও বহিষ্কৃত। এই চারিপ্রকার অন্তর্যৌতিদ্বারা শরীরের অভ্যন্তর মলমুক্ত হয়।

(বাতসার—Washing of the Intestines by Wind. বারিসার—Ditto by Water. বহিসার—Striking the navel against the vertebral column. বহিষ্কৃত—By taking in air through the mouth and expel it through the lower orifice.)

অথ বাতসার।

কাকচক্ষুঃপাত্রেণ পিবেদান্নং নমৈঃ নমৈঃ। চালয়েদুদরঃ পদাভ্যঙ্গ্য নাসাভ্যঙ্গ্যৈঃ।
বীর খু কাকচক্ষু (Crows bill) ভাষ্য করিয়া বাহ্যদ্বারা বায়ু পান করিবে এবং ঐ বায়ু উদরদ্বারা পরিষ্কার করিয়া পশ্চাৎ কিছুকাল ধারণ করিবে, পরে অধোবদনে মেরিত করিবে।

বাতসারং পরং গোপাং দেহনির্মলকারকম্। সর্করোগক্ষরকং দেহানলবিষকম্।
এই বাতসারধৌতি অভিগোপনীয়। ইহা দ্বারা দেহ নির্মল, সর্করোগনাশ ও
দেহের অগ্নি বর্ধিত হয়।

প্রকারান্তরঃ শিবসংহিতারাম্।

কাকচক্। পিবেদ্বায়ুঃ শীতলবা বিচক্ণঃ। প্রাণাপানবিধানঃ ন ভবেদ্বিকৃত্যনঃ। সরসঃ
যঃ পিবেদ্বায়ুঃ প্রত্যহং বিধিমা হুযীঃ। নভতি যোগিনস্ততঃ শ্রমদাহজ্বরানয়ঃ।

বিচক্ণ যোগী ব্যক্তি কাকচক্ণ জ্বর মুখ করিয়া শীতলবায়ু পানকরবে।
প্রাণ ও অপানবায়ুর বিধানক যোগীই মুক্তি পায়। যে যোগী প্রত্যহং বিধিপূর্বক
সরসবায়ু পান করে, তাহার শ্রম, দাহ ও জ্বরাদি পীড়া সমস্তই বিনষ্ট হয়।

কাকচক্। পিবেদ্বায়ুঃ সন্ধ্যারোক্তরোগনি।—কুণ্ডলিনী মুখে ধ্যান কররোগস্ত শান্তিরে।

কুণ্ডলিনীমুখে বায়ু আগত হইতেছে, ইহা ধ্যান করিয়া কাকের চক্ণ জ্বর
মুখ করিয়া যে যোগী ব্যক্তি প্রত্যহ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাতেই বায়ু পান
করেন, তাহার ককরোগ শান্তি হয়।

অহর্নিশঃ পিবেৎ যোগী কাকচক্। বিচক্ণঃ। দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিশ্চ। শ্রাবণমর্শনঃ খলু।

যে বিচক্ণ যোগী কাকচক্ণ যুখে দিব্যরাজি বায়ু পান করেন, তাহার দূর
হইতে শ্রবণ ও দূর হইতে দর্শন করিবার শক্তি জন্মে এবং সেই ব্যক্তি সর্বসমক্ষে
অদর্শন হইতে পারে।

অথ বারিসার।

আকটং পুরেদ্বারি বক্তে ৭ চ পিবেচ্ছনৈঃ। চালয়েদুদরং চৈব চোদয়াজ্জয়েদধঃ।

মুখদ্বারা কটপর্ষ্যন্তে পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশ জলপান করিবে। ঐ জল উদরে
চালিত করিয়া উদর হইতে অধোবর্ত্তে রেচিত করিবে।

বারিসারঃ পরং গোপাং দেহনির্মলকারকম্। সাধয়েত্তৎ প্রযত্নেন দেবদেহং প্রপদ্যতে।
বারিসারঃ পরাং ধৌতিং সাধয়েৎ যঃ প্রযত্নতঃ। হলদেহং শোধয়িত্বা দেবদেহং প্রপদ্যতে।

এই বারিসার অতি প্রধান ধৌতি এবং ইহা গোপনীয়। এই ধৌতিযোগ সাধন
করিলে দেহের মলঃশোধন হইয়া সাধকের দেবদেহ প্রাপ্তি হয়।

অথ অগ্নিসার।

নাভিগ্রহিঃ স্নেহপুটে শতকরক কারয়েৎ। অগ্নিসারমিবা ধৌতিগোপিনাং যোগসিদ্ধিমা।
উদরামরজং ত্যক্ত্বা জঠরাগ্নিং প্রবর্ধয়েৎ।

খাস কক্করিয়া নাভির গ্রহিদেশে স্নেহপুটে একশতবার সন্ধ্য করিবে, ইহার
নাম অগ্নিসার ধৌতি। এই ধৌতি দ্বারা উদরামর হইতে সজ্ঞাত অস্ত্রাশ্র আমাদি
পীড়া নষ্ট হইয়া পরিপাচক অগ্নির বৃদ্ধি হয়। এই অগ্নিসারনামক ধৌতি দ্বারা
যোগিগিরের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে।

এবা ধৌতিঃ পরা গোপাং দেহানামপি হুম্রত। কেবলং ধৌতিমাত্রেন দেবদেহং ভবেৎ প্রবম্।

এই ধৌতি অতীব গোপনীয় এবং দেবতাদিগেরও হুম্রত। কেবল এই ধৌতি-
দ্বারা নিশ্চয়ই মানবের দেবতুল্য দেহ হইয়া থাকে।

বহিকৃতধৌতি।

কাকীমুত্রাং শোধয়িত্বা পুরেদ্বারং নরং। ধারয়েদ্বজ্রবান্ত চালয়েদধোবর্ত্তন। এবা
ধৌতিঃ পরা গোপাং ন প্রকাশ্য কদাচন।

কাকমূত্রা অর্থাৎ কাকের চক্ণ জ্বর মুখ করিয়া বায়ু পানপূর্বক উদর পরিপূর্ণ
করিবে, ঐ বায়ু উদরমধ্যে অর্দ্ধপ্রহরকালপর্যন্ত ধারণ করিয়া অধোবর্ত্তে চালিত
করিবে, অর্থাৎ বাহির করিয়া দিবে। এই বহিকৃত নামক ধৌতি অতি গোপনীয়,
কদাপি ইহা প্রকাশ করিবে না।

অস্ত্রপ্রকার বহিকৃতধৌতিপ্ররোগ বা প্রকাশন।

নাভিমধ্যে জলে দ্বিগুণ নাড়ীকে বিন্দু করে। ককাত্যং কালরেয়াড়ীং বাবলগবিন্দনম্।
তাবৎ প্রকাশ্য নাড়ীক উত্তরে বেশেরে পুনঃ।

নাভিবেশপর্বত জলে বস করিয়া নাভিনাড়ীকে বহিকৃত করিবে। ঐ নাড়ীর
মলসমূহ যে পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ধৌত না হয়, সে পর্যন্ত উহা হস্তদ্বারা প্রকাশিত
করিবে। পরিশেষে উত্তমরূপে প্রকাশন করা হইলে ঐ নাড়ীকে উদরমধ্যে
পুনঃপ্রবিষ্ট করাইবে।

ইবা প্রকাশনং গোপীং দেহানামপি হুম্রত। কেবলং ধৌতিমাত্রেন দেবদেহো ভবেৎ প্রবম্।

এই প্রকাশনযোগ গোপনীয় এবং দেবতাদিগেরও হুম্রত। কেবল এই ধৌতি-
দ্বারা ই মানবগণ নিশ্চয় দেবতুল্য দেহ লাভকরিতে পারে।

যামার্জঃ ধারণাং শক্তিং ধার সাধয়েন্নরঃ। বহিকৃতং বহিকৃতধৌতিবর্ত্তনং ন কারতে।

যোগীব্যক্তি যে পর্যন্ত যামার্জ অর্থাৎ চারিদিককালের অধিক ধারণাশক্তি সাধন
করিতে অর্থাৎ খাস স্নেহকরিয়া রাখিতে সমর্থ না হইবে, সে পর্যন্ত এই বহিকৃত
নামক মহাধৌতির পরিচালনা করিবে না।

স চাবস্তং কালনক কুণ্ডারাদ্যাদিসাধনম্। নেউনীযোগমার্গেণ নাড়ীকালনতৎপরঃ। ভব
তোব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা। কেবলং প্রাণবায়োস্ত ধারণাং কালনং ভবেৎ। বিনা
কালনযোগেন দেহতুর্জিহ্ম জায়তে। কালনঃ নাড়ীকালীনাঃ ককপিভাদিসাধনম্।

যোগী ব্যক্তি কালনযোগ ও নাড়ীসাধনাদি যোগ অবশ্য করিবে। নেউনীযোগ-
দ্বারা নাড়ী কালন করিবে। ইহা দ্বারা মহাকাল বা রাজরাজেশ্বরবৎ শক্তি জন্মিবে।
কেবল প্রাণবায়ুর ধারণাতেই কালনযোগ হইয়া থাকে। প্রকাশনযোগব্যতীত
দেহের শুদ্ধি হয় না। নাড়ী প্রভৃতির কালনে ককপিভাদিদোষ বিনষ্ট হয়।

এই যে চারিপ্রকার অন্তর্ধৌতি কথিত হইল, ইহা দ্বারা ককপিভাদিদোষ বিনষ্ট
হয়, কোষ্ঠাগ্নির বৃদ্ধি হয় ও আমাদিপীড়া নাশ হয়, অতএব গৃহস্থাদিরও এই যোগ
অভ্যাস করা কর্তব্য। যট কর্মের অন্তর্গত ধৌতিযোগ যে চারিপ্রকার উল্লেখ করা
হইয়াছে, তন্মধ্যে অন্তর্ধৌতি কথাকে বলে এবং তদ্বারা কি ফল হয় তাহা
বর্ণিত হইল। এইক্ষণ দ্বিতীয় দস্তধৌতির বিষয় কথিত হইতেছে। এই দস্তধৌতি
পুনঃপাঁচপ্রকার যথা—

দস্তমূলঃ জিহ্বামূলঃ কর্ণক কর্ণযুগ্মরোঃ। কপালরজ্জুং পঠেতে দস্তধৌতির্বিধীয়তে।

দস্তধৌতি পাঁচপ্রকার,—দস্তমূলধৌতি, জিহ্বামূলধৌতি, কর্ণরজ্জু ধৌতি এবং
কপালরজ্জু ধৌতি।

(দস্তমূলধৌতি—Washing of the teeth. জিহ্বামূলধৌতি—Purification
of the tongue. কর্ণরজ্জু ধৌতি—Ditto of the ears. কপালরজ্জু ধৌতি—
Ditto of the foramen on the crown of head.)

অথ দস্তধৌতি।

ধারিরেণ রসেনাথ মৃতিকা চ শুদ্ধয়া। মার্জয়েদস্তমূলকং যাবৎ কিম্বিববাহিরেৎ।

খদিরের রসে বা পরিষ্কৃত মৃতিকা দ্বারা এইরূপে দস্তমূল মার্জন করিতে হইবে
যেন উহাতে রক্তমাত্র না থাকে।

দস্তমূলং পরা ধৌতির্যোগিনাং যোগসাধনে। নিত্যং কুণ্ড্যাং প্রত্যহ চ দস্তরকার বোদবিৎ।
দস্তমূলধাবনাদি কার্যে যোগিনাং মতম্।

যোগিগণের যোগসাধনে দস্তমূলধৌতিই প্রধান। যোগবেত্তা ব্যক্তি দস্তরকার
নিমিত্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই ধৌতি করিবে। দস্তমূলধৌতি কার্যে যোগি-
দিগের এই মতই প্রশস্ত।

প্রকারান্তরঃ ব্রহ্মসামলে উত্তরখণ্ডে।

বহিঃপ্রাণঃ ভূতঃ পশ্চাৎ কুণ্ড্যাং সাধকগণনঃ। বহুধাবনকালে তু বোধয়েত্তৎ প্রকাশয়েৎ।
দস্তধাবনকাষ্ঠং সার্ভহৈতকসম্ভবম্। নাভিহুলং নাভিহুলং নবীনং বহুশুদ্ধম্। অপকং বহুতো
গ্রাকং বৃণাসদৃশং ভরম্। গৃহীয়া দস্তকাষ্ঠং তৎ প্রাতঃকালে প্রত্যহরং। দস্তকাষ্ঠপ্রত্যহক
কনিষ্ঠাঙ্গুলিপর্জিত। এবং বহুধাবনীত্যাক চর্কণং হৃদয়করং। তৎপ্রকাশ্য চ দীর্ঘেণ দৈব-
শিগমমাত্রং। নবৈঃ নবৈঃ এককৃত্যং কারবাতিভ্রমণম্। যাবৎ বাতি কাটাং নাভির
মূলস্থাপনম্। তাবৎ দস্তরং প্রাথমিকং প্রত্যহরং। কখনে জলচক্ণ বায়ু বহুং ন

জিতেন্দ্রিয় বোম্বী সর্বদা আঁটি অঙ্গুল বিস্তৃত ও বহির্দিক অঙ্গুল দীর্ঘ একবঙ সঙ্গ-
বস্ত্র গ্রহণ করিয়া এই ধোঁতিযোগ করিবে ।

কল পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে উহার বিপরীত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বস্তুর উপরি পাখাঘারা বা অন্ত উপরে বায়ুসঞ্চালন করিলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে হয় না। এইরূপ কার্য কেবল পরীক্ষা-ধারা জ্ঞাত হওয়া যায়। বিশেষতঃ একজন মিস্‌মেরিজার যে রোগীকে মিস্‌মেরিজ করিতে ও আরোগ্য করিতে অসমর্থ হইলেন, সেই রোগীকে অন্ত একজন মিস্‌মেরিজার অনারাসে মিস্‌মেরিজ ও আরোগ্য করিতে পারে। সুতরাং এই কার্যটি বহুদর্শিতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

ক্রমঃ—



যেভাবে দক্ষিণ ও বামনাসিকার শ্বাসপ্রশ্বাস চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটার ন্যায় তিথি অনুসারে সূর্যোদয়কালে একনাসিকায় উদয় হইয়া অপর নাসিকায় সংক্রমণ হইয়া থাকে, তাহা বাহ্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণ স্বাভাবিক বা বিপরীতরূপে শ্বাসের উদয় হইলে যেভাবে ফল হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রতিপত্তো দিব্যাত্তরিকপত্রিতে বিবরণঃ।

প্রতিপদাদি তিথিতে বিপরীতক্রমে শ্বাস প্রবাহিত হইলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসবহন সময়ে যদি বামননাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, অথবা বামননাসায় শ্বাসবহনকালে যদি দক্ষিণনাসায় শ্বাসপ্রবাহিত হয়, তাহা হইলে কলের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

যথা—রুক্ষপক্ষের প্রতিপদে প্রভাতে দক্ষিণনাসাবহনকালে নিষ্ক্রান্ত হইলে ১৫ পক্ষদশদিনপর্যন্ত কোন পীড়া হয় না। যদি বামননাসাবহনকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, তবে শ্লেষ্মা জন্মিয়া পীড়া হইতে পারে। এইরূপ রোগোৎপত্তির নিবারণোপায়ও লিখিত হইতেছে। বতদিন রোগশাস্তি না হইবে, ততদিনপর্যন্ত পুরাতন তুলার দ্বারা বামননাসাপুটে বন্ধ রাখিবে। আর শুষ্কপক্ষে প্রতিপদে বামননাসায় শ্বাসবহনকালে নিষ্ক্রান্ত হইলে পঞ্চদশদিন কোন পীড়া জন্মিবে না। দক্ষিণনাসাবহনকালে নিষ্ক্রান্ত হইলে, একপক্ষ উত্তপ্ত হইয়া রোগ হইবে। ইহারও নিষ্কৃতির পন্থা এই—বে পর্যন্ত আর তন তুলার দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে।

শুষ্কপক্ষে বহুবার ক্রমপক্ষে ৫ দক্ষিণ।

শুষ্কপক্ষে প্রতিপদাদিতিথিক্রমে : প্রতিপদাদিতিথিক্রমে দক্ষিণনাসা অর্থাৎ একপ্রতিপত্ত হইয়া জানিবে।

উত্তরকক্ষরার্গে পূর্বোক্তঃ যতো বহি।

বামননাসাপুটে শ্বাসের উদয় ও বা নিশ্বাস উত্তপ্ত হইয়া থাকে। ই

পক্ষপক্ষে রোগশাস্তিও দিব্যাত্তরিক বিবরণঃ।

রাত্রিতে ইডানাসা অর্থাৎ বামন

১৫ প্রতিপৎ পূর্বঃ যোগী তলতমানসঃ।

ডী অর্থাৎ বামনাসিকা ও রুক্ষপক্ষে কণনাসিকা বহে। ইহা যোগী ব্যক্তি

গণসংবাদঃ বিপরীতে বিবরণঃ।

নাসাপুটে শ্বাসের অন্ত হইলে বহুগুণ-পর্যন্ত বিপরীত ফল হয়।

সমস্তো যোগী ন যোগী বার সংখ্যঃ।

এবং দিবসে পিঙ্গলানাসা অর্থাৎ

দক্ষিণনাসিকার শ্বাসচালন করিবে। এই শ্বাসচালন অভিযানে যে ব্যক্তি পায়, সেই ব্যক্তিই যোগী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যথোপ যথাক্তে পূর্বোক্তক্রমে যথাক্তে। যো জ্ঞাতঃ শ্রীমদেবোক্তঃ ক্রমঃ।

দিবসে পিঙ্গলানাসা অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় বন্ধ করিয়া বামননাসায় শ্বাসচালন করিবে এবং রাত্রিতে ইডানাসা অর্থাৎ বামননাসিকায় বন্ধ করিয়া, দক্ষিণনাসিকাতে শ্বাসচালন করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া অসমর্থ আছে, সে ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হয়।

যিনি দিব্যাত্তরে বামননাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস চালন করেন, তাহার শরীরে কোন পীড়া জন্মে না, আলস্য থাকে না ও দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। এইরূপে শ্বাসবহন হইলে, শ্বাসন বংশের অন্তঃস্থ তাহার দেহে সর্প কিম্বা বৃশ্চিক সংশ্লিষ্ট করে, তবে তাহার শরীরে বিষপ্রদোষ করিতে পারে না এবং ঐ ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়। দিব্যাত্তরে দক্ষিণনাসাপুটে পুরাতন তুলার দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে কেবল বামন নাসিকার শ্বাস বহন হইবে, ঐরূপে রাত্রিকালে বামন নাসাপুটে পুরাতন তুলার দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস বহন হইবে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলেই বিদ্যতে বামননাসায় ও রাত্রিতে দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহন অভ্যাস হয়, তখন আর তুলার আবশ্যক থাকে।

শুষ্কপক্ষপূর্ণমাঃ শ্বাসের বামননাসিকা। দিব্যাত্তরিক সর্গকাণ্ডেও শুষ্কপক্ষে বিবরণঃ।

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বামননাসা-শ্বাস সকল কর্মে শুভফল প্রদান করে, অর্থাৎ বামননাসিকার শ্বাসবহনকালে কোন কার্য করিলে তাহাতে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ শুষ্কপক্ষেই ইহার অধিকতর ফল হইয়া থাকে। এবিষয় ডাকের বচন যথা—“সোম শুক্র বুধে বাম, হেলায় লক্ষ্য জেড়েন রাম।”

অর্ধাঙ্গারকসৌরীণঃ শ্বাসের দক্ষিণনাসিকা। সর্গকাণ্ডেও শুষ্কপক্ষে বিবরণঃ।

রবি, মঙ্গল ও শনিবারে পিঙ্গলানাসা সকল কার্য সিদ্ধিলাভী হয়, অর্থাৎ শুক্রবারে দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে যে সকল কার্য করা যায়, তাহাতে সিদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাত্রিতে সর্গকাণ্ডেও শুষ্কপক্ষে ফললাভ হয়।

ক্রমোক্তকলনাসাঃ তনানাঃ। অহোরাত্রিক যথোক্তঃ জোয়ার শ্বাসনঃক্রমঃ।

ক্রমে এক এক নাসাতে পাঁচটি তন পৃথক পৃথকরূপে উদয় হয় এবং দিব্যাত্তরিক ৬০ বস্তিদণ্ড মধ্যে ১২ শ্বাসপ্রবাহ সঞ্চার হয়।

বৃষকটকটকালিবৃষকটকালিঃ। যথোক্তঃ ৫ বহুবি তুলারঃ দিব্যে বটে।

বৃষ, ককট, ককট, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশিতে ইডানাসা অর্থাৎ বামননাসিকার এবং মেঘ, সিংহ, ধনুঃ, তুলা, মিথুন ও কুম্ভরাশিতে পিঙ্গলানাসার অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকার শ্বাস জানিয়া শুভ ও অশুভফল নির্ণয় করিবে।

তিথিঃ পূর্বোক্তঃ চন্দ্রঃ যথোক্তঃ দক্ষিণপক্ষিঃ। বামনপ্রবাহের ন গচ্ছেৎ পূর্ব-উত্তরে। দক্ষনাসা প্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ বামনপক্ষিঃ। পরিপরিভ্রমঃ শুভ গচ্ছেৎসৌ ন বিবর্ততে। তদাত্তর ন গচ্ছেৎ বৃষঃ সর্গহিতেন্দুভিঃ। তদাত্তর তু সংযাত্তরায়নঃ ন গচ্ছেৎ।

পূর্ব ও উত্তরদিকের অধিপতি চন্দ্র অর্থাৎ ইডানাসা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের অধিপতি সূর্য, অর্থাৎ পিঙ্গলানাসা। অতএব যখন বামননাসাপুটে শ্বাস বহিতে থাকিবে, তখন পূর্ব ও উত্তরদিকে যাত্রা করিবে না, আর যখন দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যাইবে না। উক্ত সময়ে এই সকল দিকে গমন করিলে শত্রুর হয় এবং যে ব্যক্তি এই সকল নিষিদ্ধ সূত্রে উক্ত নিষিদ্ধদিকে গমন করে, সে আর প্রত্যাগত হয় না। এই নিষিদ্ধ বাহ্যিক কার্যের উদ্দেশ্যে উক্ত সূত্রে এই সকল দিকে গমন করা কর্তব্য নহে। গমন করিলে নিশ্চিন্তই ভরতর বিপদ হইয়া থাকে।

যথোপযথ্যে বধা স্বর্গ্যকল্পক্রমে বধা। সিদ্ধান্তি সর্বকাৰ্য্যাদি বিবাহাত্মকভাষ্যে।
যদি বামনাস্য বহিব্যব সময় বামনাস্য এবং দক্ষিণাস্য বহিব্যব সময় দক্ষিণাস্য
প্রবাহিত হয় তাহা হইলে, বিদগ্ধে কি রাজিতে সমস্ত কাৰ্য্যই সুসিদ্ধ হয় ॥

পুরুষকে দ্বিতীয়ারার্মকে বহতি চন্দ্রমাঃ। বৃদ্ধতে লাভঃ পুংসাঃ সোমে সৌখ্যং প্রভাষতে।
চন্দ্রপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবারে পিঙ্গলানাড়ী প্রবাহকালে যদি ইড়ানাড়ী
প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে পুরুষের লাভ হইবে। আর শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে
সোমবারে পিঙ্গলানাড়ী প্রবাহকালে যদি ইড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে স্ত্রীভোগ
হইবে ॥

চন্দ্রকালে বধা স্বর্গ্যঃ পুংসাঃ সোমে সৌখ্যং প্রভাষতে। উষেগঃ কলহঃ হানিঃ শুভঃ সর্গঃ নিষারয়েৎ ॥
বামনাস্য ঋষি বহিব্যব কালে দক্ষিণনাস্য এবং দক্ষিণনাস্য ঋষিবহনকালে
বামনাস্য ঋষি বহিলে উষেগ, কলহ, হানি ও অমঙ্গল উপস্থিত হয় ॥

বধা প্রভাষকালে তু বিপরীতভাষ্যে ভবেৎ। চন্দ্রমাসে বহত্যর্কো রবিমাসে চ চন্দ্রমাঃ।
অথবে মানসোষেগঃ ধনহানিঃ তীর্থকে। তৃতীয়ে গমনঃ প্রোক্তমিহাশং চতুর্থকে। পক্ষে
রাজ্যবিশ্বাসঃ যথে সর্গার্থনামনঃ। সপ্তমে ব্যাধিঃখানি অষ্টমে মৃত্যুমানিষৎ ॥

প্রাতঃকালে যদি নাড়ীর বিপরীত উদয় হয় অর্থাৎ বামনাসিকায় ঋষিবহন-
কালে দক্ষিণনাস্য ঋষি বহে এবং দক্ষিণনাস্যপুটে বায়ুবহনকালে বামনাস্যপুটে
বায়ুবহন হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রহরে মানসিক উদেগ, দ্বিতীয়ে অর্থনাশ, তৃতীয়ে
গমন, চতুর্থে ইষ্টবিষেগ, পঞ্চমে রাজ্যবিসং, ষষ্ঠে সর্গার্থহানি, সপ্তমে রোগ ও হুঃখ
এবং অষ্টমে মৃত্যু হয় ॥

কালক্রমে দিনান্ত্রো বিপরীতং বধা ভবেৎ। তদা বৃষ্টকলং প্রোক্তং কিঞ্চিদুনে তু শোভনং ॥
এই অষ্টপ্রহরের মধ্যে যদি তিনকালে অর্থাৎ প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াং সময়ে
বিপরীতভাবে ঋষির উদয় হয়, অর্থাৎ যে কালে যে ঋষির উদয়ের নিকষিত
আছে, সেইকালে সেই ঋষির উদয় না হইয়া অন্য ঋষির উদয় হয়, তাহা হইলে
কিঞ্চিদুনাতিরিক্ত মঙ্গল হইবে ॥

প্রাতঃপ্রহরোৎকলঃ সায়াংকালে বিপরীতঃ। তদা নিত্যং অগ্নঃ লাভঃ বিপরীতঃ হুঃখনঃ ॥
প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে বামনাস্য এবং সায়াংকালে দক্ষিণনাস্য ঋষিবহন হইলে
নিত্য জয় লাভ হইবে, ইহার বিপরীতে অর্থাৎ প্রহর বেলাতে দক্ষিণ-
নাস্য এবং মধ্যাহ্নে বামনাস্য বহিলে, ইহার ফল হুঃখন হইবে ॥

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ। তৎপাদমগ্রতঃ কুয়া নিঃসরয়েৎ নিজমঙ্গিরাং ॥
যাত্রাকালে দক্ষিণনাস্য বায়ুবহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া, অথবা
বামনাস্য ঋষিবহন হইলে অগ্রে বামপদ বাড়াইয়া স্বগৃহ চাইতে বহির্গত হইবে ॥

চন্দ্রঃ সম্পদকাৰ্য্যাদি বিবস্তি বিষমঃ সধা। পূর্ণপাকঃ পরিভূত্যা যাত্রা শুভতি সিদ্ধিমা ॥
সম্পদ কাৰ্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, বামনাস্যপুটে যখন ঋষি বহিতে
থাকিবে এবং বিষম ক্রুরকর্ম্মাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে দক্ষিণনাস্যপুটে
যে সময় ঋষি বহিতে থাকিবে, তখন যাত্রা করিবে, তাহা হইলে সেই যাত্রাতে
কাৰ্য্যসিদ্ধি হইবে ॥

সকলপদাঃ শনিভুক্তে জাতব্যাক্তঃ বিচক্ষণঃ। চন্দ্রে রনৌ পদঃ রজঃ কুজে বৃধে তথৈব চ।
শাঙ্কঃ সধা শুরৌ পাদঃ জাতব্যাক্তঃ বিচক্ষণঃ ॥

যাত্রাকালে বিচক্ষণ ব্যক্তি শনি ও শুক্রবারে সাতবার; রবি, সোম, মঙ্গল ও
বুধবারে একাদশবার এবং বৃহস্পতিবারে অষ্টবার যুক্তিকালে পাদক্ষেপণ করিয়া
বহির্গত হইবে, তাহা হইলে কাৰ্য্যসিদ্ধি হইবে ॥

যত্রাণে চরতে বায়ুবহনঃ করহলঃ। হস্তোখিতে মুখঃ সৃষ্টঃ লভতে বাহিতঃ ফলঃ ॥
নিম্নোখিত ব্যক্তি যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের
করতল মুখদেশে স্পর্শ করিয়া প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, তাহা
হইলে তাহার ইষ্টকল লাভ হইবে ॥

লোকানাঃ শীতগন্তকঃ কুলনারাজমিত্যে। পরমলো তথা প্রোক্তে হানিক কলহাননে ॥
বহতে বাড়ী প্রোক্তঃ পতিকঃ মুগাঃ। চন্দ্রচারে চতুশ্চাকঃ পক্ষপাকঃ ভাষ্যে ॥
এবং গমনঃ
শ্রেষ্ঠঃ সাধনঃ ভূম্যনয়ঃ। ব হানিঃ কলহো নৈব কটকে শাপি ভিষ্যতে। নিবর্ততে হুঃখেনৈব
সর্গাপত্তিঃ বিবর্তিতঃ ॥

কোন স্থানে শীত গমন করিতে হইলে, শত্রুর সহিত বিবাদের ভয় বাইতে
হইলে, অথবা হানির কারণ উপস্থিত হইলে, তখন যে নাসিকায় ঋষি বহন হইবে
সেই অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া যাত্রাকালে ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকায় বহন সময়ে
চারিবার এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় বহনকালে পঞ্চবার যুক্তিকালে
পাদক্ষেপণপূর্ব্বক গৃহহইতে নির্গত হইবে। এবমিধ গমনই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে
ত্রিভুবন জয়পাৰ্জ্যন্তও হইবে এবং হানি বা কলহ কিছুই হইবে না, এমন কি একটি
কণ্ট ও কুটবে না, অর্থাৎ একটু সামান্য বিপদও ঘটবে না। সকলপ্রকার বিপদ-
বিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইবে ॥

শুক্লবজ্রপামাত্যা অস্ত্রেংপীপিতদারিমঃ। পূর্ণাঙ্গে থলু কর্তব্যঃ কাৰ্য্যসিদ্ধিঃ শ্রীশ্রীঃ ॥
শুক্ল, বজ্র, রাজা, মন্ত্রী ও অগ্রাঙ্ক অতীষ্টকাৰ্য্যকর্ম্ম ব্যক্তিদিকের নিকট হইতে
কাৰ্য্যসিদ্ধি করিতে হইলে যে নাসিকায় ঋষি বহন হইবে সেই দিকের বিধানমতে
অবস্থিত হইয়া কাৰ্য্যাদি করিবে, এইরূপ করিলে কাৰ্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ক্রমশঃ—

আয়ুর্বেদশাস্ত্র।

প্রথমথও নাড়ীপরীক্ষার বিষয় লিখিতে আরম্ভ করা হই-
য়াছিল, এক্ষণে কিরূপে নাড়ীপরীক্ষা করিবে, তাহার বিবরণ
লিখিত হইতেছে।

প্রাতঃকালই নাড়ীপরীক্ষার প্রশস্ত সময় কারণ প্রাতঃকালেই নাড়ী শিথলভাবে
থাকে, মধ্যাহ্নকালে নাড়ী উষ্ণ হয় এবং সায়াংকালে চঞ্চল থাকে, সুতরাং প্রাতঃ-
কালেই নাড়ীপরীক্ষা কর্তব্য। সুস্থলোকের নাড়ীর গতি ক্রম তাহা অগ্রে শিক্ষা
করিতে হয়, কারণ তাহার জ্ঞান না থাকিলে কেমনরূপেই রূপাবস্থা ব্যক্তির নাড়ীর
গতি জানিতে পারিবে না। অতএব অগ্রে সুস্থাবস্থার নাড়ীর গতির লক্ষণ বলা
যাইতেছে, যথা—

কণাঃ—“ভূতভাগমনপ্রায়ঃ স্বহা স্বাধ্যম ২ শিরা।”

মতান্তরঃ যথা—“ভূতভাগভূতগপ্রায়ঃ স্বহা স্বাধ্যম ২ শিরা। হরিতত্ত্ব দ্বিতীয়া জেয়া তথা
বলবতী মতা ॥”

সুস্থব্যক্তির নাড়ীর গতি মলীলতা,
বতী ও সুস্থ অর্থাৎ জড়তা বা দুর্বলতা

আর বহুকাল যাবৎ যাহাদের
রোগ হইবে না, এমন ব্যক্তির নাড়ীর

“প্রাতঃশিথলময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে উষ্ণতামিত

মানবের নাড়ী প্রাতঃকালে শিথল
অপরাক্ষে ধাবমানা অর্থাৎ তীব্রগতি হ
সেই ব্যক্তির বর্তমানে কি অনতি পূ
কোন রোগ হইবে না ॥

“স্বাধ্যমতা নির্মলতা স্বহানিহিত্যেব চ
যদি নাড়ীর স্পন্দন সুস্বাক্ত ও জ

১) এবং সর্পের গতির প্রায় এবং বল-
বতী ॥

এই নাই এবং ভবিষ্যতেও শীত কোন
রোগ লক্ষণ বলা যাইতেছে।

“প্রাক্ষে ধাবমানা চ চিরাজোগবিবর্তিতা ॥”

মৃদুগতি হয়, আর মধ্যাহ্নে উষ্ণ এবং
শিথল থাকে। যাহার এইরূপ নাড়ীর গতি হয়,
তিনি রোগ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও শীত

বহুকালঃ সর্গাসাঃ শুভলক্ষণঃ ॥”

হীন হয়, অথচ অতি লঘু অথবা অতি

এই সোম উদরে জীর্ণ হইলে বমন হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার পর রক্তলিপ্ত কৃমিমিশ্রিত বমন হইয়া গেলে, সায়ংকালে পরিপক্ব শীতল হৃৎ পান করিবে। তৃতীয় দিবসে কৃমিমিশ্রিত বিরচন হইবে। এই বিরচনদ্বারা কক্ষীয় অব্যাদি গ্রহণ, ভোজন ইত্যাদি জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হইবে। তাহার পর সায়ংকালে ঘানকরিয়া পূর্ববৎ হৃৎপান করিবে এবং শব্যাত্তে পটুবস্ত্র বিধীর্ণ করিয়া শয়ন করিবে। অনন্তর চতুর্থ দিনে তাহার শরীরে শোথ হইবে। পরে সকল অঙ্গ হইতে কৃমিনির্গত হইতে থাকিবে। সেই দিনে শব্যাত্তে ধূলা বিধীর্ণ করিয়া শয়ন করিবে। পরে সায়ংকালে পূর্বের দ্বায় হৃৎপান করিবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠদিনেও এইরূপ নিয়ম, কেবল প্রভেদ এই যে, প্রভাত ও সায়াং এই দুই সন্ধ্যাত্তেই পূর্ববৎ হৃৎপান করিবে। সমস্ত দিবসয্যে শরীর শাস্তশুভ হইয়া চর্ম ও অস্থিমাংসাবশিষ্ট হয় এবং কেবল সোমরসের বাহ্যস্তোঃ বীৰিত থাকে। ঐ দিনে দেহে অর উক্ত হৃৎ পরিবেচন এবং তিল, বটীমধু ও চন্দন একত্র পেণথকরিয়া তদ্বারা সেপন ও হৃৎপান

করিবে। অনন্তর অষ্টম দিবসে প্রভাত সময়ে শরীরে স্নানপরিবেচন ও চন্দনলেপন করিয়া, হৃদয়ানুগত ধর্মীয়কর্মসমূহ পরিচালনা করিবে এবং পট্টবস্ত্রবিধি অনুযায়ী শয়ন করিবে। ঐ সময়ে মাংস বর্জিত ও চর্ষ পুষ্ট হইবে এবং দন্ত, নখ ও ঘোম সকল পতিত হইবে। নবম দিন হইতে শরীরে পাতলা তৈল মর্দন ও বেতখদিরের কাথ সেবন করিবে। দশম দিনেও ঐরূপ ক্রিয়া করিবে। ইহাতে চর্মের স্থিতি জন্মিবে। একাদশ ও দ্বাদশ দিবসেও ঐরূপ প্রণালী অনুসারে কার্য করিতে হইবে। পরে ত্রয়োদশ-অবধি ষোড়শদিন পর্যন্ত কেবল শরীরে বেতখদিরের কাথ পরিবেচন করিবে। অনন্তর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে দস্তসকল জন্মিবে। ঐ দস্তসকল শিথরবিশিষ্ট (কোণবিশিষ্ট ও ধারাল), স্নিগ্ধ, বজ্রবদ্ধ, বৈদ্যুতিক শ্রায় স্থল, ক্ষতিকবৎ স্বচ্ছ, পরস্পর সমান, স্থির এবং সহিষ্ণু (চর্ষণক্ষম) হইবে। এই দস্তবহির্গমনের দিন অবধি পঞ্চবিংশদিন পর্যন্ত নূতন শালিতুল ও বসমত হুঙ্কে পাক করিয়া সেবন করিবে। পঞ্চবিংশ দিবসের পর প্রভাত ও সায়াঃ এই উভয়কালে শালিতুলের কোমল অঙ্গ হুঙ্কের সহিত আহার করিবে। অনন্তর নথসকল জন্মিবে। ঐ নথগুলি প্রবাল, ইজগোপকীট বা নবোদিত সূর্যের শ্রায় রক্তবর্ণ ও দৃঢ় হইবে। পরে স্নিগ্ধ ও স্থলকণ কেশ জন্মিবে। ঐ কেশের এবং দেহস্থ চর্মের বর্ণ নীলপদ্ম, অতীপুষ্ণ বা নীলকান্তমণির শ্রায় হইবে। একমাস পরে মস্তক মুগুন করিয়া, তাহাতে বীরণমূল, চন্দন ও কুম্ভতির খইল একত্র বাটিয়া লেপন করিবে, অথবা হুঙ্কে স্নান করিবে।

অনন্তর সপ্তাহের পর ভ্রমর বা অল্পবয়স্ক শ্রায় কুম্ভবর্ণ, কুঞ্চিত ও স্নিগ্ধ কেশ-কলাপ উৎপন্ন হইবে। তাহার ত্রিরাত্র পরে ঐ গৃহের প্রথম আবরণ হইতে বহির্গত হইয়া মুহূর্তকাল অবস্থান করিয়া পুনর্বার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে। এই সোম-সেবনকারী ব্যক্তিকে এক্ষণে শরীরে মর্দনে নিমিত্ত বলাতিল, নির্মলকরণজন্তু পিষ্ট বস, পরিবেচনের নিমিত্ত অন্নোক্ষ হুঙ্ক, পরিশোধনের নিমিত্ত শালবৃক্ষের কাথ, স্নানের নিমিত্ত বীরণমূলের সহিত কুপের জল, বিলেপনের নিমিত্ত চন্দন এবং অবচারণের নিমিত্ত আমলকীরস মিশ্রিত ঘূষ বা স্থপ, হুঙ্ক এবং যষ্টিমধুসহকারে স্নিগ্ধ কুম্ভতির প্রয়োগ করিবে। এইরূপ নিয়মে দশরাত্র যাপন করিবে। পরে এই নিয়মেই আর দশ রাত্র ঐ গৃহের দ্বিতীয় আবরণে আবৃত অংশে অবস্থিতি করিবে। অনন্তর ঐ গৃহের তৃতীয় আবরণে আবৃত অংশে আর দশরাত্র মনঃস্থির করিয়া অবস্থান করিবে। বহির্ভাগে কিকিং আতপ ও বায়ু সেবন করিয়া পুনর্বার গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। রূপশালিতাহেতু আপনাকে দর্শনে অবলোকন করিবে না। অনন্তর আর দশরাত্র রাগাদি পরিচালনা করিয়া সর্বপ্রকার ধান্য ভক্ষণ করিবে। বিশেষত বস্ত্রী (লতা), প্রতান (বিত্তীর্ণালতা), কুপ (হৃদশাখ কুজ-বৃক্ষ) প্রভৃতি জাতীয় সোম ভক্ষণ করা কর্তব্য। ইহাদের সেবনের পরিমাণ সার্ক-তিনমুষ্টি।

ক্রমঃ—



কান্যকুব্জদেশ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজা আদিশূরের বিক্রমপুরস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন তাঁহারা কোন্ বংশে আগমন করিয়াছিলেন তাহার সংকৃত বচন পূর্বপাণ্ডে

লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহার বঙ্গানুবাদ ও কৌলীন্যধিগের গাঁইগোত্র ইত্যাদি বিবৃত হইতেছে।

ব্রাহ্মণেরা সত্বীক সত্য গোধান ইত্যাদিতে আরোহণপূর্বক চরণে চর্মপাছু ধারণ করিয়া ও স্তুতিবিদ্যবস্ত্রে আবৃত হইয়া তাহাল চর্ষণ করিতে করিতে রাজ্যধারে উপনীত হইয়া নরপতির নিকটে তাহাদিগের আগমন বার্তা জানাইতে দ্বারবানকে বলিলেন, তদনুসারে দ্বারবান স্তম্ভ করি, রাজসমীপে বাইরা ব্রাহ্মণদিগের আগমন সংবাদ দিলে নরপতি প্রথমতঃ তাহা শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা কি বংশে উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বারবান বলিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ গোধানে আরোহণ ও চরণে চর্মপাছু ধারণ করিয়া তাহাল চর্ষণ করিতে করিতে আগমন করিয়াছেন। দ্বারবানমুখে ঐরূপ ব্রাহ্মণদিগের আচারাদিশ্রবণে ভাবিতে লাগিলেন, উহারা আচারপুত্র এবং ক্রিয়াকুশল না হওয়াই সম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রযুক্ত সন্মত সাক্ষাৎ না করিয়া দ্বারবানকে কহিলেন, তুমি বাহ্যে ব্রাহ্মণদিগকে বল, আমি ক্রিয়াকুশল জ্ঞাত আছি, এইক্ষণ সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, পশ্চাৎ অবকাশ মতে সাক্ষাৎ করিব। এইক্ষণ তাঁহারা পথপ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অতএব বাসস্থানে গিয়া শ্রান্তিদূর করুন। তখন দ্বারবান প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিলে ব্রাহ্মণেরা যোগবলে রাজার মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া আশীর্বাদ করিবার জন্ত যে জলগণ্ডুষ ও পুষ্পাদি হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, ঐ করস্থিত জলগণ্ডুষ ও পুষ্পাদি রাজদ্বারস্থ হস্তিবন্ধনের জন্ত যে শুক ময় অর্থাৎ গজারি কাষ্ঠ ছিল তাহার উপরি অর্পণ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের অলৌকিক শক্তি ক্রমে আশীর্বাদীয় পুষ্পবারি ঐ শুক ময়কাষ্ঠে স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ চিরশুক ময়কাষ্ঠ নূতন পল্লব ও পুষ্পধারণে জীবিত হইয়া উঠিল। দ্বারবান ঐ অদ্বুত ব্যাপার দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহাদের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিল। তখন আন্ত্রে ব্যস্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট সমাগত হইয়া গললগ্নীকৃত বাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক স্তুতিবাক্যে কমা প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ প্রত্যাগত করাইলেন এবং যথোপযুক্ত বাসস্থান দিয়া যজ্ঞাভ্যাসে ব্রতী হইলেন। ঐ যজ্ঞে ভট্টনারায়ণ হোতার কার্য করিয়াছিলেন বিধায় তাঁহাকে বস্ত্রী চারিজন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বসাইয়াছিলেন। পরে যাগপ্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া যথাকালে একপুত্র প্রসব করিলেন, ইহাতে রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজরাজ্যে বাসকরিবার জন্ত ব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করিলে তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মত হইলেন এবং ভূমিদান গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে রাজা যৎসামান্য মূল্য লইয়া অনেকগুলি গ্রাম দিলেন। তাহাতে তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। পরে রাজা ঐ ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য কয়েকজনের উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন এই অভিপ্রায়ে জন্ত তাহাদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তন্মধ্যে পুরুষোত্তম দত্ত ভিন্ন অপর চারিজন ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান ও উপযুক্ত বাসস্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষোত্তম দত্ত দাসতাব স্বীকার না করাতে তাহাকে সম্মান না করিয়া কেবলমাত্র তাহার বাসোপযোগী একখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে অবস্থিতি।

ভট্টক: বোড়শোক্ত দত্তকপাণি বোড়শ। চার: শ্রীহরীকান্ত দ্বারবা বংশগতঃ। একাবশা: সমাধাং হালদত্ত ভট্টকবা:।

ভট্টনারায়ণ মহারাজা আদিশূরের নিকট হইতে অন্নমূল্যে অন্নকণ্ডলি গ্রাম ক্রয় করিয়া শ্রীহরীকান্ত অপর চারি জনের সহিত বঙ্গদেশে বসতি করিতে লাগিলেন।

শিবস্বামী ঈহরি: ভাঙ্গট: পুণ্ডিকভবা: ভট্টস্বামী শশিবন্দো: মূলস্বামী চ: কেশব:। একে
বোদ্ধপদভূক্তা: কাভপাশেক্তি: ন:জিহা:।

নকের বে বোড়শ পুত্র হয়, তাহাঙ্গিরে নাম—বীর, নীর, শুভ, শঙ্কু, কোড়ুক,
 হুলোচন, পালু, কাক, রুক, রাম, জন, বনমালী, অীহরি, জট, শশিধর ও কেশব।
 ইহাঙ্গিরে মধ্যে বীর শুড়, নীর অমুলী, শুভ কুরিগ্রাণী, শঙ্কু কৈলবাটী, কোড়ুক
 পীতমুণ্ডী, হুলোচন চাটুতি, পালু গলশারী, কাক হড়, রুক শোড়ারি, রাম শালবি,
 জন কোরারি, বনমালী পাকড়াণী, অীহরি শিমলারী, জট পুখলী, শশিধর তট,
 কেশব মুলগ্রামী গাঁই আখা পাইমাহিলেন ॥

কেশব মূলগ্রামী গাঁই আখ্যা পাইরাছিলেন ॥ ক্রমঃ—

ସୁସ୍ତମାସ ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর যটু কন্ঠের প্রক্রিয়া বলা হইতেছে।

ক্রিঃ ৭ চনকীলানি যোড়শেন্দ্রযযাওনা। গোবতঃ সন্নতক পিষ্ট। ঠৈলেন্দ্র যেন্দ্রের।
লগাটে ঠিলকঃ কড়া বধী কর্ণাতিলোসুমাং।

ত্রিশটি ছোলা, মোটটি ইজর, গোদক ও নরদন্ত তৈলের সহিত সেবণ করিয়া
লগাটে তিলক করিবে, ইহাতে তিলোত্তমাকেও বশীভূত করিতে পারা যায়, অতঃ-
স্তর আর কথা কি ?

• টেননঃ মধুপলী চ রোচনঃ চিহ্নিতম চ । কাকজল্যাসমঃ কোত্রঃ তিলকে দ্বী বদী ভবেৎ ॥

সোহাগা, বটিমধু, গোরচনা, চিতার তন্ত ও কাকজন্মা এই সকল দ্রব্য সম-
পরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত তিসিক করিলে বীজগ বশীভূত হয় ॥

পূৰ্বো পুৰাণ সংগ্রহঃ ভৱগীত কলং তথা । শাৰদাৰ্থ বিলাসোক্তা যন্তে পত্নঃ তদৈব চ ।
 মূলং মূলং সমুদ্ভূতা কৃষ্ণাশক্তা চ ত্রয়াং । পিষ্টাঃ কপূৰসংযুক্তাঃ কুম্ভমাং ৰোচসাং সমাঃ । তিলকে
 জী বলাঃ যান্তি যদ্বি সাক্ষাদ্বিকল্পত ।

পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধাতু রের পুষ্প, ভরগীনক্ষত্রে বন, বিশাখানক্ষত্রে শাখা, হস্তা-
নক্ষত্রে পাত্র, মূলানক্ষত্রে মূল, উক্ত করিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত
কুঙ্কম, কর্পূর ও গোরচোনা মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়।
ইহাতে অরুদ্ধতী ও বশীভূতা দুইই থাকে ॥

কাকজন্ম। বচ। কুঠ: বিবশত্রক কুকুম। অরকস: পুত: ভালে তিলক: দারবহক।

কাকজ্ঞা, বচ, কুড়, বিষপত্র, কুমু ও বীরদত্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া
কপালে তিলক করিলে জী বশীভূত হয়॥

ଆକର୍ଷଣ ।

চট্টোৎখলী তৈলবাটী গোড়ারিহঁড়ভুক্তকো। ভূমিক পালখিষ্টেব পৰ্কেটি: পুখলী তথ:। মূল-
হাথী কোয়ারিষ্ট পলপায়ী চ পীঠক:। শিমলায়ী তথা ভট ইমে কাষ্টপস:জকা:।

কাজশেখার দলের বোড়শ পুত্রকে মহারাজা আদিশূর বে বোড়শ গাই আখা
 প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এই—হুত, অম্বলী, ভূরিশ, তৈলবাটী, শীতশুভী,
 চাঁহুতি, পলশারী, হুত, পোড়ারি, পালারি, কোয়ারি, পাকুড়ানী, শিরলারী, পুখলী,
 তত ও মলপ্রারী। দলের বোড়শ পুত্র এই বোড়শ গাই আখা পাইয়াছিলেন।

ଋତବନ୍ତେ ନିଧେବ୍ ବସ୍ରଂ ନାମକାଂ ଋତବନ୍ତନୈଃ । ପୂର୍ବାଂ ତଦ୍ଧି ତରୋର୍ଭୂମେ ନିଧିସେଦ୍ଧକୃତମ୍ । ସି-
 ମହାଃ । ନମାଂ ସିକେଂ ଶ୍ରୀତନ୍ତ୍ରତ୍ରୟୋଦଧିଃ । ନମାକାର୍ଯ୍ୟସୋମୀଃ ବଧି ନା ନିମିତ୍ତାନ୍ତାଃ ।

রক্তবস্ত্রে লাকারগ ও রক্তচন্দনদ্বারা বস্ত্র লিখিয়া সেই বস্ত্রের উপরে দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর ঐ বস্ত্র বুকমূলে মুক্তিকাতে পুতিয়া রাখিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে তত্তুলোদকদ্বারা সেচন করিবে। এইরূপ তিন সপ্তাহপর্যন্ত সেচন করিলে দুই হইতে সিংহবল্য নারীও আকর্ষ হইয়া আসে ॥

বীহেহিতবর শুদ্ধপ্রাণী শ্রীঃ ভাবসুপ্রসঙ্গঃ । সুপ্রসঙ্গী শুভকৈব পদুঃ তাইহনগাটিকঃ ।
 কোষকঃ শ্রীভুক্তিঃ ভাবঃ ইপ্রাণী সঙ্গোজনঃ । গঙ্গাপ্রাণী গঙ্গাপ্রাণী । কুঃ কাকো ব্রহ্মকথা ।
 গৌড়প্রাণীঃ কুঙ্গলকোষপ্রাণী গঙ্গাপ্রাণী ভাবসুপ্রসঙ্গঃ । কোষপ্রাণী ভাবসুপ্রাণী ।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বহুতরঙ্গ সিংহও নহা। যেইসেই বহুতরঙ্গ সিংহের নামেই নামকরণ। তৎ-
 পুত্র পুত্রপুত্র সিংহের নামেই নামকরণ। বহুতরঙ্গ সিংহের নামেই নামকরণ। বহুতরঙ্গ সিংহের নামেই নামকরণ।

যাকারেন ও রক্তচন্দনযারা রক্তবস্ত্রে বস্ত্র লিখিয়া এই বস্ত্র রক্তসুখযারা বেটন করিয়ে, তৎপরে পূর্ববৎ ধ্যান, পূজা ও মন্ত্রজপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে মিত্রসুখ ব্যক্তিও শীঘ্র আকৃষ্ট হইয়া আসে।

পূর্বোক্তরোমযারা পূজিয়া তথা কিপেৎ। নারায়ণীয়ে বস্মাঙ্গপেছায়েত পূর্ববৎ। ত্রিসংসারে গিলে গ্রোতঃ সন্ধ্যাকর্ষণং ভবেৎ।

লাকারণ ও রক্তচন্দনযারা তাৎপলপে বস্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূর্ববৎ ধ্যান, পূজা ও জপ করিবে। এইরূপে তিনসন্তানপর্ষ্যন্ত ধ্যানপূজাদি করিলে শীঘ্র আকর্ষণ হইয়া থাকে।

পূর্বোক্তরোমযারা পূজয়েতসংযুতঃ। বেটরেৎ পদমর্দয়েৎ নিকিপেৎ কলসান্তরে। তত্রৈব পূজয়েতিত্যং সারাকর্ষণং ভবেৎ। পূর্ববস্ত্রানমন্ত্রেণ শত্বেবেন ভাবিতঃ।

পূর্বোক্ত ঔষধযারা তাৎপলপে বস্ত্র অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক পূজা করিবে পরে পদপূজয়ারা বেটন করত কলসমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর ঐকলসে পূর্ববৎ নিত্যপূজাদি করিবে। এইরূপে একমাস পর্য্যন্ত পূজাদি করিলে আকর্ষণ হয়। এইরূপে যে বস্ত্র ও পূজাদি কথিত হইল, তাহাতে চামুণ্ডা বস্ত্র ও রক্তচামুণ্ডার পূজাদি আনিবে।

ক্রমশঃ—

স্তম্ভন।

উক্তাঙ্কি চতুর্দিক্ নিখনেতুলে এবং। গোমেবমহিবীজীন্ তত্ত্বয়েৎ করিণোপি চ।

যে স্থানে গো, মেঘ, মহিবী, ঘোটক ও হস্তী বাস করে সেই স্থানের চতুর্দিকে উক্তের অঙ্কি তুললে পুতিয়া রাখিলে ঐ সকল গো মেবাদির স্তম্ভন হইয়া থাকে।

বেতশুভ্রাকলং নাপাং যুপাজে পীতবৃংসহ। নিপি কুচচূর্ণজাঃ ত্রিদিনং তত্র জাগরেৎ। বিজ্যং সিকেশ্বলেনৈব মন্ত্রঃ পূজাক কারয়েৎ। তস্তাঃ শাখা লতা গ্রাণা শুভথকে স্মরিতা। কিপেৎ যজ্ঞাসনে ভাতিষ্ঠান্যতোব তৎ এবং। ওঁ শুভভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্ররূপায় নমঃ। ওঁ বজ্র-কিরণে শিবে রক্ত রক্ত ভবেৎগাধি অমৃতং কুরু কুরু বাহা। অংঃ শুভ্রামন্ত্রঃ।

বেতশুভ্রাকল মনুষ্যমন্তকে পীতবৃন্তিকার সহিত পুতিয়া রাখিবে। কুচচূর্ণ-দ্বীপীয় রাক্ষিতে এই বীজ বপন করিয়া তিনদিবস সেই স্থানে জাগরণ করিয়া থাকিবে এবং প্রত্যহ জলসিক্ত করিবে। তৎপরে ওঁ শুভভ্যো নমঃ ওঁ বজ্ররূপায় নমঃ। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ত রক্ত ভবেৎগাধি অমৃতং কুরু কুরু বাহা, এই মন্ত্রে পূজা ও উক্তমন্ত্র জপ করিবে। ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে তাহার শাখা ও লতা গ্রহণ করিয়া শুভনক্ষত্রে অভিমুখিত করত বাহার আসনতলে নিক্ষেপ করিলে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তির স্তম্ভন হইবে।

হরিত্রাকারিতঃ পদ্যঃ তালপত্রে লিপুজিতঃ। চবরে সাধ্যমন্ত্রাঃ মুখস্তম্ভকঃ রিপোঃ। ওঁ সহচরশাশি অমুক্ত মুখঃ স্তম্ভনং বাহা।

হরিত্রাকারযারা তালপত্রে পদ্য অঙ্কিত করিয়া পূজাকরত বাহার নাম উল্লেখ ও সহচরশাশি অমুক্ত মুখঃ স্তম্ভনং বাহা, এই মন্ত্র লিখিয়া চবরমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে সেই ব্যক্তির মুখস্তম্ভন হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

মোহন।

মহিবী কৃকসর্পত রক্তে চূর্ণি ভাবয়েৎ। কৃকপুংসুপকালং তচ্ছূণো মোহকুংগাং।

মহিবীর্যকে ও কৃকসর্পের রক্তে চূর্ণ ভাবনা দিয়া তাহার সহিত কৃকবর্ণ ধূতুরার কল, মূল, পত্র, ছাল ও পুষ্প একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাযারা ধূপ দিলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায়।

হস্তীদ্বীপীদ্বীপবলং গ্রাণ্যং অগরভঃ। মনুরক্ত কলৈঃ সার্বং যুগো হস্তাভ্যমোহকং। বৃষ্টি-কোতবচুর্বে যুগো মোহকমো যুগাং।

হস্তী ও মহিবীর পাদদ্বয়ের মলগ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অশামার্গ-কল বৃক্ষ করত ধূপ দিলে মনুষ্যকে মোহিত হয় এবং বৃষ্টি-চূর্ণকরিতা তদ্বারা ধূপ দিলেও মনুষ্যকে মোহন হইয়া থাকে।

বলং যুগপদ্যং মহিবীর্যোদিতং কথ্য। বিন্যাসঃ কৃকতে মোহং যুগো যুগপদ্যং কৃকঃ।

বিকি, ধূতুরার কল, মূল, পত্র, পুষ্প ও ছাল এবং মহিবীর রক্ত, পিঙ্গলী ও শুভ্রমূল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রাক্ষিকালে ধূপপ্রদান করিলে মোহন করিতে পারে।

ক্রমশঃ—

উচ্চাটন।

কাকোলুকত পক্ষত হবা কট্টাধিকং নভঃ। বরাহা মন্ত্রবোধেন স যত্রোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে কৃত্যার হংষ্ট্রাকরালার অমুকঃ সপুত্রপণ্ডবাক্ষৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রমুচ্চাটনং হং কট্ট বাহা ঠঃ ঠঃ।

কাক ও পেঁচকের পক্ষযারা ও নমো ভগবতে কৃত্যার হংষ্ট্রাকরালার অমুকঃ সপুত্রপণ্ডবাক্ষৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রমুচ্চাটনং হং কট্ট বাহা ঠঃ ঠঃ, এই মন্ত্রে বাহার নাম উল্লেখ করিয়া অষ্টোত্তরশত হোম করা যায় সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হয়।

পারাবতবসা গ্রাণ্য বস্ত্র নানা তু তাং কিপেৎ। গৃহে তুচ্চাটনেষ্ট্রীয়াং কোপায়তঃ সন্মুখয়েৎ।

পারাবতের বসা গ্রহণ করিয়া শত্রুর নাম উল্লেখপূর্বক বাহার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং কোপপ্রকাশপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে সেই শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে।

মরাহিকীলকঃ ঘারে নিখস্ত্রাকতুরমূলঃ। মন্ত্রযুক্তমরিমারে সত্যমুচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে কৃত্যার অমুকঃ গুরু গুরু পচ পচ জাসয় জাসয় ত্রোটির ত্রোটির নাশয় পশুপতি-রাজ্যপয়তি ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগদ্বয়ে অংঃ মন্ত্রঃ।

চতুরঙ্গুলপরিমিত মনুষ্যাত্মিকীলক গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক যে শত্রুর গৃহ ঘারে নিখনন করা যায় সেই শত্রুর উচ্চাটন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ওঁ নমো ভগবতে কৃত্যার অমুকঃ গুরু গুরু পচ পচ জাসয় জাসয় ত্রোটির ত্রোটির নাশয় পশুপতিরাজ্যপয়তি ঠঃ ঠঃ, এই মন্ত্রে উক্ত কার্যদ্বয় করিবে।

ক্রমশঃ—

বিদেষণ।

কাকোলুকত পক্ষান্ত বয়োনারী তু হোময়েৎ। উত্তরোত্তরভি প্রীতিঃ কুরুপাণ্ডবমোরিব।

কাক ও পেঁচকের পক্ষযারা যে দুই ব্যক্তির নামে হোম করা যায় সেই দুই ব্যক্তির প্রণয়ভঞ্জন হইয়া কুরুপাণ্ডবের জায় বৈরতা জন্মে।

কাকোলুকযাযাণাং চতুর্থাং গ্রাহয়েজ্জিঃ। বিধনেদ্বারবেশে তু তদগৃহে কলহঃ সত্য।

কোন ব্যক্তির গৃহমধ্যে কাক, পেঁচক, গর্দভ ও ঘোটক এই চারি জীবের মন্তক পুতিয়া রাখিলে সেই গৃহে সর্বদা কলহ হইয়া থাকে।

ত্রক্ষরগাণ্ড মুনানি কাকমন্তকমেব চ। জাতীপুশ্পরসৈজীবাং সপ্তরাত্রঃ ভ্রতঃ পুনঃ। বিবেব-কারকো ধূপঃ শিখিপুচ্ছাধিককৃৎ।

ত্রক্ষরগাণ্ড মূল ও কাকপক্ষীর মন্তক সপ্তাহপর্য্যন্ত জাতীপুশ্পরসে ভাবনা দিয়া তাহাদের সহিত ময়ূরপুচ্ছ ও সর্পের খোলস একত্র করিয়া ধূপ দিলে পরস্পরের বিবেব জন্মে।

মুখমার্জারোমানি বিপ্রস্ত কপপত চ। এব বিবেবকো ধূপঃ পত্যাঃ জিহ্বা হতস্ত চ।

মুখিক, বিড়াল, জাফন ও সরগাসী ইহাদিগের রোম একত্র করিয়া ধূপ দিলে পতি ও পত্নী এবং পিতা ও পুত্রের বিবেব জন্মে।

ক্রমশঃ—

ব্যধিজনন।

কৃকসর্পশিরা গ্রাণ্য তৎপরে সর্বপাণ্ড কিপেৎ। কৃকস্ত্রাকতালভ্যায়ঃ কৃকপুত্রেন বেটরেৎ। বন্দীকমুখিকালিভ্যঃ সপাদে তু বিপাচয়েৎ। হৃদয়সর্বপং গ্রাণ্যং পানত্রয়োদশমুতঃ। সর্প-প্রীতিসন্তেতু বাজে বা হৃদী নিকিপেৎ। একেপাঙ্ক্যতে স্ত্রাকপুংগাং দেবদাহিত্যঃ। শিরস-পক্ষীকট্টরকপতকেপটে। শিরিকপীশিপানিষত্বাকীয়েণ বেপেয়েৎ। সন্তানাকারতে কহঃ কৃপা চেতকয়েজ্জিৎ। ওঁ নমো ভগবতে উচ্চাটনেষ্ট্রীয়াং কৃকবলে উচ্চাটনং ভবেৎ। উক্ত-মোপায়মন্ত্রঃ সত্যঃ।

কৃকসর্পের মন্তক আনিয়া তদ্ব্যয়ে কৃকস্ত্রাকতের তৈলমিশ্রিত সর্বপ-মিষ্টক

অসামান্যশক্তি পালনকারীক ভবঃ । শিখিঃ প্রোণাভিঃ শিখিঃ । নরো নরুদ্যভিঃ । ভদ্রঃ ।
 দিগ্ভিঃপদভিঃ ভদ্রঃ বা নরঃ ভবঃ । ভদ্রঃপদিঃ দিগ্ভিঃ । নরো নরুদ্যভিঃ ।

অনারুল চূর্ণ ও পক ঘোষা কল একত্র পেষণ করিয়া তদ্বারা একখণ্ড চর্ম এক অনুল তুল করিয়া লেপন করিবে, তৎপরে ঐ চর্ম শুক করিয়া নদী কিয়া হ্রদে নিক্ষেপ করিবে। এই চর্মোপরি আরোহণ করিয়া অনায়াসে জলোপরি অবস্থিতি করিতে পারে। কদাচিত্ত জলমগ্ন হয় না।

ধানি কানি ৪ খীমানি তলহলকানি ৫। অমুলীতলগিণ্ডানি কণাভাস্যভবতি বৈ।

জলজ কিয়া হলজ যে কোন বৃক্ষের বীজ আনিয়া তাহাতে অমুলীতল লেপন করিয়া নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই বীজ হইতে বৃক্ষ ও কল উৎপন্ন হয়।

হ্রদাকমলমূলীতলঃ স্বক পত্রাঃ শিশিরং জলং। তালকং সর্পসির্দোকং শিথিলিতেন সংযুতং। রম্যে কলকরা শিষ্টং হারাদুক্ষং বতী কৃত। তয়া কুমুদনালত স্পর্শাৎ সর্পাকৃতিভবেৎ।

মোরী, বহেড়া, অমুলীতল, দারচিনি, তেজপত্র, শিশিরজল, হরিতাল ও সাপের খোলস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ময়ূরপিণ্ডের সহিত রবিবারে কল্লাহতে পেষণ করাইয়া ছায়াতে শুককরতঃ বটিকা করিবে। এই বটিকা কুমুদনালে স্পর্শ করাইবামাত্র ঐ নাল সর্পাকৃতি হয়।

বটিকা স্পর্শমাত্রেন মৃত্তিকা লৌহবৎবেৎ। তাম্রভাগানি সর্পাণি তয়া লিগুণি হেমবৎ দৃষ্টতে তত্তত্তোদয়ন কালিতানি সিদ্ধান্তবৎ।

পূর্বকৃত বটিকা মৃত্তিকাতে স্পর্শ করাইলে সেই মৃত্তিকা লৌহবৎ হয়। তাম্রভাগে লেপন করিলে সেই তাম্রপাত্র স্বর্ণবৎ হইয়া থাকে এবং ঐ তাম্রপাত্র তপ্ত-জলে দ্রুত করিলে তাহা অদ্রবৎ শুভ্র হয়।

দৃষ্টতে রক্তশুভ্রাৎ খেতান্তরেপতো ধ্রুবঃ। অকপত্রং তয়া স্পষ্টং দৃষ্টতে কাংস্তভাজনং। সুদীপত্রং তয়া লিগুণঃ শুকবদৃষ্টতে জলং। তয়া লিগুণে বৃক্ষণে তু দৃষ্টতে ছিন্নশীর্ষবৎ।

পূর্বকৃত বটিকাদ্বারা রক্তশুভ্রা লেপন করিলে সেই শুভ্রা খেতবর্ণ দেখা যায় এবং উক্ত বটিকাদ্বারা বহেড়াপত্র স্পর্শ করিলে তাহা কাংস্তপাত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। তদ্বারা লিঞ্জের পত্র লেপন করিলে তাহাতে জল শুষ্ক দৃষ্ট হয় এবং কর্ণে লেপন করিলে সেই পুরুষ ছিন্ন শীর্ষবৎ দৃষ্ট হয়।

বনৌগ্রহণঃ ভাতি তয়া লিগুণঃ তু দর্পণং। অমুলি চ তয়া লিগুণা বিধা সংযুততে ধ্রুবঃ।

পূর্বকৃত বটিকাদ্বারা একখানা দর্পণ লেপন করিলে তাহাতে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয় এবং একটি অমুলিতে লেপন করিলে ঐ অমুলি দ্বিখণ্ড দেখা যায়।

ভাওশাকহলান্তম কুন্তকারহলাদয়েৎ। তত্তম গুটিকাসাধুঃ মূটবকঃ ভুবি ক্রিপেৎ। সমুদ্রো দৃষ্টতে লোকৈঃ সত্যং চিত্রং শিখোদিতং।

কুন্তকারের পাকহল হইতে ভস্মসংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত পূর্বকৃত গুটিকা যুক্ত করিয়া মূটবধে রাখিবে। কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ মূটগত ভস্ম মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে সেই স্থান সমুদ্রবৎ দৃষ্ট হয়। এই যোগ মহাদেব বলিয়াছেন।

ভল্লকাহিতবৈতলৈঃ সর্পান্ সন্ধান্ প্রলেপয়েৎ। সংঘাতঃ নারিকেলত ধারয়েৎ যন্ত কোড়ুকী। কুটুজি পীড়নাদেব নারিকেলানি কোড়ুকঃ। তেনেবাহুলতৈলেন কুটুজ্যেব ন সংঘরঃ।

ভল্লকের অস্থিমধ্যগততৈল গ্রহণ করিয়া সমস্ত অঙ্গসন্ধি লেপন করিবে। তৎপরে একটি নারিকেলের উপর আঘাত করিলে সেই নারিকেল ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপ অমুলীতল অঙ্গ মাথিয়া নারিকেল আঘাত করিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ ক্ষুটিত হয়।

কুম্বসর্পো রম্যে আভ্যন্তরন্তে কুম্বমৃত্তিকাং। কিণ্ডাধ বাপয়েতত্র কুম্বদুত্ববীজকং। তথা মৎস্তমুখে বৃক্ষমূলীজকং প্রাপয়েৎ। পৃথক পৃথক ক্রিপেতুন্মৌ তয়োঃ শাখাঃ সমাহরেৎ। সর্প-শাখা মৎস্তশাখা স্পর্শাৎ সর্পো ভবেৎ ধ্রুবঃ। মৎস্তশাখা সর্পশাখা স্পর্শাৎ মৎস্ত ভবতি হি।

রবিবারে কুম্বসর্প গ্রহণ করিয়া তাহার মুখে কুম্বমৃত্তিকা নিক্ষেপপূর্বক কুম্ব-দুত্ববীজ বপন করিয়া ঐ মৎস্ত কুম্বিতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐরূপ মৎস্ত মুখে মৃত্তিকা নিক্ষেপপূর্বক উক্ত বীজ বপন করিয়া পৃথক স্থানে পুতিয়া রাখিবে। যৎকালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তৎকালে সেই বৃক্ষের

শাখা আনিয়া পৃথক রাখিবে। সর্প মৎস্তকর্তৃক বৃক্ষের শাখায়ে মৎস্ত মৎস্তকর্তৃক বৃক্ষের শাখা স্পর্শ করিলে তাহা সর্প হয় এবং মৎস্ত মৎস্তকর্তৃক বৃক্ষের শাখায়ে সর্পমৎস্তকর্তৃক বৃক্ষের শাখা স্পর্শ করাইলে তাহা মৎস্ত হইয়া থাকে।

কিণ্ডা ভল্লকঃ কেদ্রে যৌতবল্লং বিলোমিরেৎ। প্রাতঃ প্রবহন্তো দিক্যঃ দিবানিশেক-বিংশতি। ততঃপত্ন্যভ্যন্ত জলৈঃ সিক্তা দিপীড়য়েৎ। বৃত্তিকার্য্যং ততো। ধাতুং বাপয়েতৎ প্রয়োজতি। তৎপ্রয়োজ্যমিতঃ শীঘ্রং সর্পশাখানি কোড়ুকং। নিক্রিপেৎ সর্পশাখানি সর্পেণদ্রুত-চর্ম্মণি। সিক্যৎ কুটুজরক্তেন ত্রিসপ্তাহত নিত্যাং। জাতাত্মরে ৫ সংরক্ষেরিবার্য্য জায়তে কণাৎ তজ্জাতঃ কলপদ্যন্তঃ লোকে ভবতি কোড়ুকঃ।

কুম্বদুত্বের বীজ চূর্ণ করিয়া তাহা কোন ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়া বজ্রধারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এইরূপে একবিংশতিদিবস আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে বজ্রপূর্বক জলসেচন করিবে অনন্তর ঐ বজ্র নিস্পীড়ন করিয়া সেই ক্ষেত্রে দিবে। তৎপরে সেই মৃত্তিকাতে ধাতু বপন করিয়া পুনর্বার বজ্রধারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। অনন্তর ঐ ধাতু আত্মগর্ভভচর্মে রাখিয়া একুশদিবসপর্য্যন্ত কুটুজরক্ত সেচন করিবে, পরে অম্লুরিত হইলে ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ধাতু হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মে। ইহা অতি কোতুকজনক কার্য্য। ক্রমশঃ—

সর্ববিষপ্রতীকার।

মণ্ডলীসর্প দংশন করিলে রোগীর ঘৃক ও চক্ষু প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতল-দ্রব্যের অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তুকা, মত্ততা, মূর্ছা, জ্বর, উচ্ছ্বাসভাগে শোণিতনিঃসরণ, মাংসের অবসাতন অর্থাৎ মাংস ধরিয়া টানিলে খসিয়া পড়ে। দংশনস্থানে বেদনা, পীতবর্ণ দর্শন ও কোপনস্বভাব এই সকল লক্ষণ হয় এবং পিত্তজন্তু অপরাপর লক্ষণ হইয়া থাকে।

রাজীমস্তের বিবেচন্য ও চক্ষুঃ প্রভৃতির শুক্লতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, শরীরের শুক্লতা, দংশনস্থানের ক্ষীততা, গাঢ় কফস্রাব, বমন, সর্ষদা চক্ষুর কণ্ডু, কর্ণদেশের ক্ষীততা ও ঘড় ঘড় শব্দ, উচ্ছ্বাস-নিরোধ ও অন্ধকার দর্শন এবং কফজন্তু অস্ত্রান্ত উপদ্রব হইয়া থাকে।

পুরুষসর্প দংশন করিলে রোগীর উর্দ্ধদৃষ্টি হয়, স্ত্রীসর্প দংশন করিলে অধোদৃষ্টি এবং নপুংসক সর্প দংশন করিলে রোগীর দৃষ্টি ত্রিবিধ্যভাবে স্থির হইয়া থাকে। গর্ভিণী সর্পিণী দংশনে রোগীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও উদরের আত্মান জন্মে। নবপ্রসূতা সর্পিণী দংশন করিলে শূল, বেদনা, রক্তস্রাব ও উপজিহ্বিকা অর্থাৎ আলজীহ্বার রোগ এই সকল উপসর্গ জন্মে। ক্ষুধার্ত সর্পে দংশন করিলে রোগীর অগ্নি-অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ সর্পদংশনে বিববেগ মন্দ হয়, বালসর্পদংশনে বিববেগ তীব্র হয়। নিরীক্স সর্পদংশনে কোনরূপ বিষযাতনা প্রকাশ হয় না। অন্ধসর্পদংশনে রোগী অন্ধ হয়। অজাগরসর্পের বিষ নাই; তাহারা গ্রাস করিয়া প্রাণনাশ করে।

সকলপ্রকার সর্ববিষের সাতটি বেগ আছে, মহুয়াশরীরে রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতু আছে। বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রসধাতু তৎপরে রক্তধাতু দূষিত করে, এইরূপে ক্রমতঃ সপ্তধাতুকে দূষিত করিয়া থাকে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক এক বেগ বলিয়া থাকে।

দর্পকর বিষের প্রথমবেগে রোগীর শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দেহে যেন কৃষ্ণপিপীলিকা সঞ্চরণ করে, এই মত বোধ হয়। দ্বিতীয়বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর কৃষ্ণবর্ণ করে এবং শরীর ক্ষীত হইতে থাকে। তৃতীয়বেগে মেদঃ দূষিত হয় এবং দংশনস্থানে ক্ষেদ জন্মে। চতুর্থবেগে কফজন্তু সকলপ্রকার উপদ্রব, তজ্জা, মালাস্রাব ও সন্ধিস্থানবিসিষ্ট হয়। পঞ্চমবেগে বিষ অস্থিমধ্যে প্রবেশ করিয়া অস্থিদূষিত করে, পার্শ্বভেদ ও হিঙ্গা জন্মায় এবং গোপ বিনাশ করিয়া থাকে।

বর্ষাবশেষে বিব সন্ধ্যায় প্রবেশ করিয়া গ্রহদ্বিত করি এবং শরীরের শুষ্কতা, অভিসার, জ্বরের পীড়া ও সুষ্ঠু এই সকল উপদ্রব জন্মায়। সপ্তমবেগে বিব শুষ্কমধ্যে প্রবেশপূর্বক ব্যানবায়কে প্রস্থিত করে, রোমকণ প্রকৃতি হস্তধার হইতে ককড়াব, কটি ও পৃষ্ঠভঙ্গ, ইতিরোম, লালানাব, বেননিঃসরণ ও বাসরোধ হইয়া থাকে।

মণ্ডলীসর্পের বিবের প্রথমবেগে শোণিত দ্বিত হইয়া শরীরে অভিসার পীতল হয়। শরীরে দাহ জন্মে এবং শরীর পীতবর্ণ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়বেগে মাংসদ্বিত হইয়া পীতবর্ণ হয় এবং শরীরে দাহ ও দংশনস্থান ক্ষীত হইয়া থাকে। তৃতীয়বেগে মেদ দ্বিত ও দৃষ্টিহীন হয়, তৃষ্ণা এবং দংশনস্থানে রোম জন্মে ও বর্ষ নিঃসরণ হইতে থাকে। চতুর্থবেগে বিব কোষ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়া জর জন্মায়। পঞ্চমবেগে সর্ক-শরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে দর্কীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজীমস্তসর্পের বিবের প্রথমবেগে রক্ত দ্বিত হইয়া শরীরকে পীতবর্ণ করে। শরীরে দাহ ও শ্বेतবর্ণের আভা দৃষ্ট হয় এবং রোমাঞ্চ হইতে থাকে। দ্বিতীয়বেগে মাংস দ্বিত ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং দেহের জড়তা ও মস্তকের ক্ষীততা জন্মে। তৃতীয়-বেগে মেদদ্বিত, দৃষ্টিহীন, দন্ত ক্রিম, বর্ষনিঃসরণ এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে রক্ত-স্রাব এই সকল উপদ্রব জন্মে। চতুর্থবেগে বিব কোষ্ঠদেশে প্রবেশ করে এবং গ্রীবা-সঞ্চালনশক্তি রহিত ও মস্তক ভার হয়। পঞ্চমবেগে শ্বাসক্লেশতা, কম্প ও জর হইয়া থাকে। ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে পূর্বোক্ত দর্কীকর বিবের ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগের তায় লক্ষণ হয়।

পশুদিগের শরীরে সর্পাঘাত হইলে প্রথমবেগে শরীর ক্ষীত হয় এবং তাহারা দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে থাকে। দ্বিতীয়বেগে লালানাব ও অঙ্গ ক্লম্বণ হয় এবং হৃদয়ে পীড়া জন্মে। তৃতীয়বেগে মস্তকের পীড়া জন্মে এবং কণ্ঠ ও গ্রীবা ভঙ্গ হয়। চতুর্থবেগে পশুগণ কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হয়, দন্তে দন্তে পেষণ করে এবং প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তিনটীমাত্র বেগ হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে।

পক্ষীদিগের সর্পাঘাত হইলে প্রথমবেগে তাহারা চিন্তিত ও নিশ্চেষ্ট হয়। দ্বিতীয়বেগে বিছল হয় এবং তৃতীয়বেগে প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ বলেন পক্ষীদিগের সর্পাঘাত হইলে একটীমাত্র বেগ জন্মিয়া থাকে তাহাতেই পক্ষীগণ প্রাণত্যাগ করে। বিড়াল ও বেজির শরীরে সর্পাঘাত হইলে অধিক বিব সঞ্চারিত হইতে পারে না।

যেপ্রকার সর্পই হউক হস্তে বা পাদে দংশন করিলে দংশনস্থানের চারিঅঙ্গুলি উপরে কোনপ্রকার কোমলরজ্জ্ব দ্বারা বন্ধন করিবে। ইহাতে বিব দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না। অনন্তর বন্ধনের নিয়মনির্ণয়ান্ত ছেদন করিয়া দণ্ড করিবে। অথবা বস্ত্রবস্ত্র (শিঙ্গার জার একপ্রকার বস্ত্র) দ্বারা বিব চুষিয়া লইবে। মণ্ডলীসর্পের দংশনে কদাচ দণ্ড করিবে না, মস্তকিকিংসকেরা মস্তকদ্বারাও বিষবন্ধন করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ—

বটকর্মের প্রত্যক্ষফলদর্শনের উপদেশ ।

প্রথমমধ্যে ও এই দ্বিতীয়মধ্যে তাত্ত্বিক বটকর্ম অর্থাৎ শাস্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিবেষণ, উচ্চাটন ও মারণ ইত্যাদি কার্যের কতকগুলি প্রণালী লিখিত হইতেছে, কিন্তু ঐ সকল কার্যের কল দর্শন সহজে হইতে পারে না, ঐ সকল কার্য করার জন্ত যেসকল দেবতা, দিক্, ঋতু, তিথি, বার, নক্ষত্র, কাল, লগ্ন, নিরম, বর্ণভেদ, উখিত, হুণ্ড, উপবিষ্ট ও শাস্তিকারী বর্ণবিশেষভিত্তিক, মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মন্ত্রের বর্ণসংখ্যাজ্ঞেয়, কার্যবিশেষে যোজনপদ্ধতি নির্ণয়, কর্মবিশেষে ই' কট, বসট, জীপুংলপুংলক বস্ত্র, আসনানি, বিকটকুট্টাসন, বগুজা, দেবতাস্থান,

মকামর, হুণ্ডবিধি, কুস্তহাসন, মালানির্ঘর, কপালনির্ঘর, অপবিষ্টবিধি, হোম-কুণ্ডাদিবিধি, নিরম, হোমদ্রব্য সকল, বহিঃস্থিতি, অগ্নির নাম, হোমদ্রব্যস্বা, কক্ ও ক্রব্ নিরম এবং হোমযজ্ঞা, ইত্যাদি অগ্রে পরিজ্ঞাত হইয়া যথাবিধানমতে কার্য করিলেই সেই কার্যের কল দর্শিবে একজ্ঞ এথেষ্ট উপরোক্ত কার্যগুলি কিরূপে করিতে হয় তাহা বলা হইতেছে। বাহারা এই সকল কার্য করিবেন তাহাদের পক্ষে, উপরোক্ত নিরমগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ঐ সকল কার্য যেরূপে করিতে হইবে তাহা নিম্নে বলা হইতেছে।

অথ বটকর্মণাং দেবতা ।

রত্নকালী রমা জোটা ভূগা কালী যথাক্রমে। বটকর্মদেবতাঃ শ্রোতাঃ কণ্ঠ্যাদৌ জ্ঞাঃ প্রণয়নঃ। কালীতি ভক্তকালী।

বটকর্মের দেবতা কথিত হইতেছে, শাস্তিকার্যের দেবতা রতি, বশীকরণের দেবতা বাণী, স্তম্ভনকার্যের দেবতা রমা, বিবেষণের জোটা, উচ্চাটনের ভূগা ও মারণকার্যের দেবতা ভক্তকালী, কর্মের আদিতে যথাক্রমে এই সকল দেবতার যথাবিধি পূজা করিয়া কার্য করিবে।

অথ বটকর্মণাং দিগ্‌নিরমঃ ।

ঈশচন্দ্রেনবিবর্তিতাব্যুদীনাঃ দিশো মতঃ। জপেণ বটকর্মং দিশঃ প্রশস্তাঃ।

বটকর্মের দিগ্‌নিরম বলা যাইতেছে, শাস্তিকার্যে ঈশানদিক্‌ প্রশস্ত, এইরূপ বশীকরণে উত্তরদিক্‌, স্তম্ভনে পূর্বদিক্‌, বিবেষণে নৈঋতদিক্‌, উচ্চাটনে বায়ুদিক্‌, মারণে অমিকোণের প্রশস্ততা জানিবে। যে যে কার্যে যে যে দিকের প্রশস্ততা লিখিত হইল সেই সেই দিকে সেই সেই কর্ম করিবে।

অথ বটকর্মণাং ঋতুকালাদিনির্ণয়ঃ ।

সূর্য্যোদয়াৎ সমারম্ভ্য বটিকা দশকং দ্বয়াৎ। ঋতবঃ স্বাক্ষরম্ভায়া অহোরাত্রঃ দিনে দিবে।

বসন্তগ্রীষ্মবর্ষা শরৎকর্মশৈশবনিরমঃ। বটিকা জর দণ্ডরূপা।

সূর্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ড করিয়া দিনা ও রাত্রিতে দশস্তাদি হয় ঋতু হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম দশদণ্ড বসন্ত ঋতু, তৎপর দশদণ্ড গ্রীষ্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, তৎপর দশদণ্ড শরৎ, তৎপর দশদণ্ড হেমন্ত, তৎপর দশদণ্ড শিশির ঋতু জানিবে।

প্রকারান্তরং ।

বসন্তঋতব পূর্ণাঙ্কে গ্রীষ্মে মধ্যাহ্ন উচ্যতে। বর্ষা জ্যেষ্ঠাশ্রাভে তু প্রোধ্যাৎ শিশিরঃ শুভঃ।

অধ্বরাত্রী পরংকালঃ উষা হেমন্ত উচ্যতে। অস্ত্রে চ ঋতবঃ সফলং সারা(হা)দৌ প্রকীর্তিতঃ।

প্রকারান্তরে দিব্যারামমধ্যে ঋতুকাল কথিত হইতেছে, দিবসের পূর্ণভাগে বসন্তঋতু, মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, প্রোধ্যাকালে শিশির, অধ্বরাত্রী শরৎ এবং উষাকালে হেমন্তঋতু জানিবে। এইরূপে কোন সময় কোন ঋতুর উদয় হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া বটকর্ম করিতে হইবে।

হেমন্তঃ শাস্তিকে শ্রোতাঃ বসন্তো বশীকর্মণি। শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্যেষ্ঠা গ্রীষ্মে বিবেষণ ইতি। প্রাণকুচ্চাটনে জ্যেষ্ঠা মারণকর্মণি।

হেমন্তঋতুতে শাস্তিকর্ম করিবে, এইরূপ বসন্তঋতুতে বশীকরণ, শিশিরে স্তম্ভন, গ্রীষ্মে বিবেষণ, বর্ষাঋতুতে উচ্চাটন এবং শরৎঋতুতে মারণ কার্য করিবে।

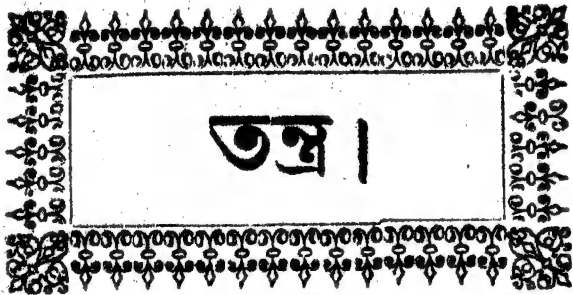
অথ বটকর্মণাং তিথিবারনিরমমাহ ।

প্রোক্তব্যানি বিধিনা তত্ত্ব সংমোচ্যতে২৫৮। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ পক্ষী সপ্তমী তথা। সুবেদ্যাকার্যাসোম্যাক্ত শাস্তিকর্মণি কীর্তিতাঃ। শুভচন্দ্রবৃত্তা পক্ষী চতুর্থী চ অরোহণী। সপ্তমী পৌষ্টিকে নভা চাষ্টমী পক্ষী তথা। পূর্ষদ্বর্ষজ্যাদীনাং বর্ধনং পরীক্ষিতং।

একণে বটকর্মের তিথি ও বার নিরম কথিত হইতেছে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পক্ষী ও সপ্তমী এই চারি তিথি এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম এই চারি বার

শাস্ত্রিকের প্রাপ্ত। বৃহস্পতি কিবা সোমবারযুক্ত বহী, চতুর্থা, আষাঢ়ী, মঘী, অশ্বীনি কিবা মঘী তিথিতে পুটিকর্ম করিবে। যে কর্মকারী ধনজনানি হুঁহি হয়, তাহাকে পুটিকর্ম বলে ॥

ক্রমশঃ—



গুরুসম্বন্ধে পূর্বপ্রকাশিতের পর।

ক্রিয়ানামসমূহের। বিত্তো চৈব গলংকুর্জী নেত্ররোগী চ বামনঃ। কনথঃ শ্রাবদন্তঃ জীভিতো-
হবিহারকঃ। হীনানঃ কপটী রোগী বহাশী বহুভোক্তাঃ। এইতদ্বৈবৈকমুক্তো যঃ স গুরুঃ
শিষ্যসম্বন্ধঃ। জামলে—অভিশপ্তমপুত্রক কর্মণ্যং কিতবং তথা। ত্রিরাহীনং শঠকপি বামনঃ
শুকনিম্বকং। জলরক্তনিকারক বর্জয়ৈবতিমান্ সগা। সগা মংসরসঃযুক্তঃ গুরুং তত্রৈব বর্জ-
য়েৎ। বৈশম্পায়ন সংহিতায়ঃ। অপুত্রো মৃতপুত্রক কুর্জী চ বামনস্তথা। ইত্যাদিপি বোধ্যমিতি ॥

পূর্বকথিত গুণযুক্ত হইলেও যেসকল দোষে দূষিতব্যক্তিকে গুরুস্বীকার
করিবে না তাহা বলা হইতেছে। যাহার শরীরে ঋত্ররোগ ও কুষ্ঠরোগ আছে কিবা
যে ব্যক্তি বামনাকৃতি তাহাকে গুরুকার্যে বরণ করিবে না। কনথী, শ্রাবদন্ত,
জীৱ বসীভূত, অধিকার, হীনান, কপটীচারী, বহুভোক্তা, চিররোগী ও বহুভয়ক
এই সকল দোষরহিত ব্যক্তিকেই গুরু স্বীকার করা কর্তব্য। জামলে বলিয়া-
ছেন—অভিশাপগ্রস্ত, পুত্রহীন, কুংসিতাকার, ধূর্ত, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য্যরহিত,
শঠ, বামন, শুকনিম্বক, জলদোষী, রক্তবিকারী ও সগা গর্জিত, এই সকল দোষ-
বিশিষ্ট গুরু পরিত্যাগ করিবে। বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলিয়াছেন—অপুত্র, মৃত-
পুত্র, কুষ্ঠরোগী ও বামন এই সকল ব্যক্তিকে গুরু স্বীকার করা অকর্তব্য।

অথ শিষ্যলক্ষণম্।

শাস্ত্রো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ শ্রোত্রঃ সচ্চরিতো বতিঃ ॥
এবমাদিত্যৈবৈকঃ শিষ্যো ভবতি মাতৃথা। অমৃত্যু। পুণ্যবান্ ধার্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো
জিতেন্দ্রিয়ঃ। শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সো হি দানধ্যানপরায়ণঃ। নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণমাহ। পাপিনে
ক্রুরচেতার শঠায় কুপণায় চ। দীনচারিত্যন্তর মন্ত্রদেবপরায় চ। নিম্ভকার চ মূর্খায় তীর্থ-
যেবপরায় চ। গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেহা মলিনায় চ। আগমসারে। অলসা মলিনাঃ স্ত্রী
বাতিকাঃ কুপণাভাঃ। ধরিত্রা রোগিণো রুটী রাগিণো ভোগালসাঃ। অস্থায়্যসংগ্রহাঃ
সগা গুরুবধাধিনঃ। অজ্ঞারোপাঙ্কিতধনাঃ পরদারহতাক বে। বিদ্রুবাঃ বৈরিগণৈব ত্যাগাঃ
পতিতবানিনঃ। অষ্টাচার্য্য বে কটবৃত্তরঃ শিশুনাঃ খলাঃ। বহাশিনঃ ক্রুরচেতা দুর্মান্দানন্দ
বিন্দিতাঃ। ইত্যেবমাদিরাহেতুপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ। এবমুভূতাঃ পরিত্যাগাঃ শিষ্যকে-
দোষকক্ষিতাঃ। গুরুতা শিষ্যতা বাপি তরোর্বৎসরবাসতঃ। তথাচোক্তঃ সারসংগ্রহে। সৎগুরুঃ
যাজ্ঞিকং শিষ্যং বর্জয়েৎ পরীক্ষয়েৎ। যমে তু ন কালমিহমঃ। যমে তু বিরমো নহীতি নারদ
বচনাৎ। তত্রৈব। রাজি চাষাষ্যজো দোষঃ পরীপাপং বতর্জরী। তথা শিষ্যার্জিতঃ পাপঃ
গুরুঃ আঘোতি বিন্দিতং। বর্জয়েৎ ভবেৎ যোগ্যো বিপ্রো গুণসমবিতঃ। বর্জয়েৎ রামভো
বৈশ্যভ্য বৎসরৈরিত্তিঃ। চতুর্ভির্বৎসরৈঃ পুত্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা। তারাগ্রনীপে। আগ-
মোক্তবিধানেন কোনো দেবান্ যজেৎ হব্যীঃ। ব হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কোনো চাত্তবিধানতঃ।
তথা—কুতে কৃত্যজমার্গঃ তাং ত্রৈভাঃ স্তুতিমন্তবঃ যাপয়ে তু পুরাণোক্তঃ কলাবান্দনমন্তঃ।
কুত্বাঃ পুত্রকর্ণীণো ব্রাহ্মণাঃ কলিসন্তবাঃ। তেভ্যামাগমমার্গেণ সিদ্ধির্ন জ্যোতিবন্তনা। গুরু-
বর্জ্যবাহ ভ্রাতৃর্গবে। গকারঃ সিদ্ধিঃ প্রোক্তো রেকঃ পাপভ দাহকঃ। উকারঃ শত্রুরিত্যুক্ত-
ক্রিয়ানামা ভকঃ পরঃ। গকারাঃ জ্ঞানসম্পত্তী রেকঃ পাপভ দাহকঃ। উকারাঃ শিষ্যভাষ্যঃ
বধ্যাদিতি গুরুঃ স্বতঃ। শব্দবচনকারঃ ভাষ্যবচনরোষকঃ। অক্ষকারবিদ্যোবিদ্যঃ গুরু-

ক্রিয়াক্রীয়েভ্যে। কুলচূড়ামণী। উদাসীকো ভ্রাতৃবিদ্যাঃ বসভো বদ্যাদিভ্যঃ। শব্দবচন-
প্রোক্তো বৃহদাক্যং গুরুপুত্রী। বৈকবে বৈকবো গ্রাকঃ শৈবে শৈবতবা পুত্রঃ। শাস্ত্রিকৈ ক্রিয়-
বিদ্যাশীলকাক্যী ন সংশয়ঃ। গুরুমপি বৃহৎ এব কুলার্গবে। সর্গশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহযো গুরু-
কৃত্যতে। ভবাচ করে। কলত্রপুত্রবান্ বিপ্রো ব্রহ্মগুঃ সর্গসম্বৃতঃ। ইবে পিত্রেহরিমিত্রে চ
গৃহযো বৈশিকো গুরুঃ। কুলচূড়ামণী। পিতৃমাতৃ তথা ভ্রাতৃ গুরুব্যো মাতুলতথা। বৈশ্যপ-
টিটভ্রাত্রেহস্মিন্ তং গুরুং সমুপাসয়েৎ। ন চ যানো ন বৃদ্ধক ন বয়ো ন কুলতথা। ইতি
হরিশীর্ষাৎ।

সমাদিশুগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিত্তব্রতাব, শ্রদ্ধাবান্, ধৈর্য্যশীল, সর্গকর্মসমর্থ, সৎশ-
জ্ঞা, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও যত্যাচারযুক্ত এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্যপদের
বাচ্য। ইহার বিপরীত গুণযুক্ত ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না। শিষ্যের লক্ষণান্তর
বলিতেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যশীল, ধার্মিক, শুদ্ধাত্মঃকরণবিশিষ্ট, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়,
দানশীল ও জৈমরাদনায় তৎপর সেই ব্যক্তি যথার্থ শিষ্যের উপযুক্ত পাত্র।
নিষিদ্ধ শিষ্যলক্ষণ বলিতেছেন। পাপাত্মা, ক্রুরকর্মা, বঞ্চক, কুপণ অতি দরিদ্র,
আচারভ্রষ্ট, মন্ত্রদেবী, নিম্বক, মূর্খ, তীর্থদেবী ও গুরুভক্তিবিহীন এই সকল ব্যক্তিকে
মন্ত্রপ্রদান করিবে না। আগমসারে বলিয়াছেন।—অলস, মলিনবেশী, অভিশয়
কাতর, দান্তিক, কুপণ, দরিদ্র, রোগী, সগা অসন্তুষ্টচিত্ত, ক্রোধী, লোভপরতন্ত্র,
হিংসা ও মাৎসর্য্যযুক্ত, কর্কশভাবী, অস্ত্রায় উপাঙ্কনে ধনবান্, পরজীরত, পণ্ডিত-
দেবী, পণ্ডিতাভিমানী, আচারভ্রষ্ট, সূচক, খল, বহুভোক্তা, ক্রুরকর্মা, দুষ্চরিত্র ও
নিম্মিত এই সকল ও অন্ত্যাত্ম প্রকারে পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না।
প্রথমত গুরু বা শিষ্য করিতে হইলে একবৎসর একত্রে সহবাস করিয়া উভয়ে
পরস্পরের স্বভাবাদি নির্ণয় করিয়া স্ব স্ব অভিমত হইলে গুরু বা শিষ্য করিবে।
এই বিষয়ে সারসংগ্রহকার বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হইলে, গুরু
শিষ্যকে একবৎসর আপন সাক্ষ্যতে রাখিয়া তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করিবেন।
স্বপ্নলক্ষ মন্ত্রে কোন কালাদি নিয়ম নাই এই কথা নারদ বলিয়াছেন। যেহেতু
মন্ত্রীর পাপ রাজ্যতে, দ্বীকৃত পাপ স্বীয় ভর্তাতে এবং শিষ্যার্জিত পাপ গুরুতে
সংক্রান্ত হয় অতএব স্বভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবে না। গুণবান্ ব্রাহ্মণ এক
বৎসর, ক্ষত্রিয় দুই বৎসর, বৈশ্য তিন বৎসর ও শূদ্র চারি বৎসর গুরুর সহবাসে
শিষ্য-যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। তারাগ্রনীপে বলিয়াছেন, কলিকালে আগমোক্ত
বিধানক্রমে দেবতার আরাধনা করিবে কলিতে অন্ত্যাত্মোক্ত বিধানে আরাধনা
করিলে তাহার প্রতি দেবতা প্রসন্ন হন না। সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে
স্মৃতিবিহিত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ও কলিযুগে আগমসম্মত অনুষ্ঠানে সমস্ত সং-
কার্য্য করিবে; কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ অপবিত্র ও শূদ্রাচারভংগর হুতরাং আগম-
সম্মত কার্য্যভিন্ন বেদাদিবিহিত কার্য্যে তাহাদের অধিকার নাই।

গুরু শব্দেরঅর্থ কহিতেছেন, গকার সিদ্ধিদাতা, রেক পাপ দাহক, উকার স্বয়ং শিব
এই ত্রিতয়ায়ক গুরু পরম দেবত। অন্তমতে—গকার উচ্চারণে জ্ঞানসম্পত্তি, রেক
উচ্চারণে পাপদাহ হয় এবং উকার শিবস্বরূপত্ব দান করে; এইরূপে গুরুশব্দের
অর্থ জানিবে। অন্তমতে—গ শব্দে অন্ধকার ও র শব্দে তাহার নিবারণক, অত-
এব গুরু এই শব্দ উচ্চারণ করিলে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়। কুলচূড়ামণি-
গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষে গুরুবিশেষ বলিয়াছেন, উদাসী উদাসীনকে, বনবাসী বন-
বাসীকে, যতী বতীকে, গৃহস্থ গৃহস্থকে বৈকব বৈকবকে, শৈব শৈবকে গুরু
করিবে। শক্তিদীকার শাস্ত্র, বৈকব ও শৈব এই তিনই দীক্ষাধারী হইতে পারেন।
কুলার্গবে বলিয়াছেন, সর্গশাস্ত্রার্থবেত্তা অথচ গৃহস্থ এইরূপ ব্যক্তিকে গুরু করিবে।
কলশাস্ত্রে কথিত আছে, শ্রীপুত্রবান্, ব্রহ্মগু ও সর্গলের প্রিয় এইরূপ ব্রাহ্মণ দৈব
ও পিতৃাদি কার্য্যে গুরু কর্মের উপযুক্ত পাত্র। কুলচূড়ামণি গ্রন্থে লিখিত আছে
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য ও মাতুল ইহাদিগের মধ্যে যিনি তত্ত্বশাস্ত্রে উপদেশ
প্রদান করেন তিনিই গুরু অতএব তাহার উপাসনা করিবে। হরিশীর্ষ বলিয়া-
ছেন যে, বালক, বৃদ্ধ, বঞ্চ ও কুশব্যক্তিকে গুরু করিবে না।

ক্রমশঃ—

ভূতডায়রঃ ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

ততঃ সন্ধ্যায় গ্রাহু রজাঘাঃ ক্রোধভূপতিঃ । পন্ডিতঃ সময়ে কালে দাবীবাঃ নিগ্রহঃ হুঃ ।
সকল ভূতাত্ত্বিকঃ করিয়াতি ভবনঃ ॥ ৪ ॥

ক্রোধভৈরব উদ্বলভৈরবীকে এইরূপ বলিলে, রুদ্রাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধভৈরবকে বলিলেন,—ভৈরব ! এই সময়ে আপনি ইহাদিগের নিগ্রহ করিবেন না । সকল ভূত ও ভূতিনী আপনার বাক্য প্রতিপালন করিবে ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞানাকর্ষণী মন্ত্র ভাবতেহতোতিবিস্মিতা । তারং ব্রহ্মমুখে শ্রোত্বা শরশৃঙ্গাত্মসীরিতম্ ।
অন্ত ভাবিতমাত্রেণ বজ্রভাণা বিনিঃসৃত্যঃ । মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা মৃতপ্রাণপ্রদারিনী । ভূতানাঃ
হুতিকাংসো ভবেদন্ত প্রভাবতঃ ॥ ৫—৬ ॥

অতীত বিশ্বজনক বিজ্ঞানাকর্ষণ মন্ত্র কথিত হইতেছে ।—“ও ব্রহ্মমুখে শর শর ফট্”,—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র বজ্রভর নিবারণিত হয় । ইহা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ইহাতেই মৃতব্যক্তি জীবিত হয় । ইহার প্রভাবেই ভূতাদির ভয় বিনষ্ট হইবে ॥ ৫—৬ ॥

অধাপরাজিতানাধো নাথপাশো অগৃহ্য চ । শিরসা বন্দয়িত্বা চ ত্রাজা স্বং ভগবান্ পরঃ ।
ত্রাহি মাং ভূতনিচরং জম্বুদীপে কলৌ যুগে ॥ ৭ ॥

অনন্তর ভূতনাথ উদ্বলভৈরবের পাদগ্রহণ ও নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি পরিজ্ঞাতা যদৈশ্বর্যশালী পুরুষপ্রধান । জম্বুদীপে কলিযুগে প্রাণি-
বর্গকে ও আমাকে পরিভ্রাণ করুন ॥ ৭ ॥

রসং রসায়নং সৌখ্যং স্বর্গবৈদ্যমৌক্তিকম্ । হংসেন্দুকান্তাদিমণিগন্ধবস্ত্রক কাঞ্চনম্ ।
হুহংসং কেনং বরং দাতাম ইলিতম্ ॥ ৮ ॥

উদ্বলভৈরব বলিলেন,—রস, রসায়ন (মহৌষধি), সুখভোগ, স্বর্গ, বিদ্য-
পার্কতজাত মণি (নীলকান্ত), মুক্তা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণি, গন্ধদ্রব্য, বমন, আহাৰ্য্য, পুষ্প, মোক্ষ আদি অতীষ্ট বর আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৮ ॥

ভূতিকাংসে ক্রোধজাপিনাঃ চেষ্টকা বরম্ । রাজা হি তত্ত্বভরং জরানিষ্টাৎসম্ভবম্ । ভূত-
প্রেষণিশাচাধীরাংশরামঃ প্রবর্ততঃ ॥ ৯ ॥

ক্রোধভৈরবের মন্ত্র বীহারী অপ করেন, আমরা তাঁহাদিগের ভূত্য এবং ভূতি-
নীরা তাঁহাদিগের দাসী । জরা, অনিষ্ট ও পাপ হইতে সম্ভূত ভয়, রাজা ও তত্ত্ব-
ভর, ভূত, প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতি সমস্ত অন্তত আমরা অতি যত্নপূর্বক বিনষ্ট
করিব ॥ ৯ ॥

যদি সিদ্ধিঃ ন ব্রজতি ভূতিকাঃ সাধকঃ প্রতি । কাটয়ামি ত্বা হুনঃ ক্রোধবজ্রেণ হৃদি ।
কটিকো মহাবোরে নরকে পাভয়ামি চ ॥ ১০ ॥

যদি ভূতিনী, যক্ষিণী ও পিশাচাদি সাধকের প্রতি সিদ্ধি প্রদান না করে, তাহা
হইলে নিশ্চিতই তৎক্ষণাৎ তাহাদের মস্তক ক্রোধবজ্রদ্বারা ফাটিত করি (কাটাইরা
মি), কিম্বা অগ্নিতে অথবা মহাবোর নরকে নিক্ষেপ করি ॥ ১০ ॥

এবমুখিতি তঃ গ্রাহুর্জিহ্বাতাঃ ক্রোধভূপতিঃ ॥ ১১ ॥

মহাদেবাদি দেবগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধভৈরবকে বলিলেন,—আপনি যাহা
বলিলেন, তাহাই হউক ॥ ১১ ॥

ভজো যুগাং হিতার্থাং প্রবণায়াপকারকম্ । ক্রোধরাজঃ পূবঃ গ্রাহু ভূতসঞ্জীবনীমহম্ ॥ ১২ ॥

অনন্তর ক্রোধভৈরব শোকের মঙ্গলের নিদিষ্ট পুনর্বার প্রেরণাদির উপকারক
যতসঞ্জীবনী বজ্র বলিলেন ॥ ১২ ॥

পঞ্চমঃ সপ্তমঃ সাত্ত্বিকঃ বিদ্যা পদম্ । ভূতানিহি নরঃ ক্রোধভৈরবায়ৈবম্ ॥ ১৩ ॥
অন্ত ভাবিতমাত্রেণ হুতিকা ভূতবেদন্যঃ । ভূতিকা দেবদান্যক উত্তীর্ণ্যতিবিস্মিতা ॥ ১৪ ॥

“ও সংঘট, সংঘট, মৃত্যু জীবন বাহা,”—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র ভূতাদি
দেবতা সমস্ত হুতিকা, ভূতিকা, কল্পিত এবং বিহ্বল হইয়া উঠে ॥ ১৩ ॥

অথ গ্রাহু মহাবোরে ভূপতিঃ তঃ হুহংসঃ । ক্রোধাধিপঃ বজ্রপাণিঃ হিতা ত্রাজা ন
বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর মহাদেব ক্রোধভৈরবকে হুহংস বলিতে লাগিলেন,—বজ্রপাণি ক্রোধ-
ভৈরবভিন্ন ভ্রাণকর্তা আর কেহই নাই ॥ ১৪ ॥

অথোবাচাশনিধরো মাতৈশ্বর্যভৈরবঃ । ভবভৈরবঃ দেবদান্য হিতার্থী ভূতহিংসরঃ ।
করিষ্যামি কলৌ জম্বুদীপানাং যুগাধিপ ॥ ১৫ ॥

তাহার পর বজ্রপাণি ক্রোধভৈরব মহাদেবকে বলিলেন,—ভীত হইও না ;
তোমার ও অন্তান্ত দেবগণের এবং জম্বুদীপস্থ মন্ত্রবাদিগণের হিতের জন্য কলিযুগে
ভূতনিগ্রহ করিব ॥ ১৫ ॥

রাক্ষাসানসকৃৎ গ্রাহুঃ প্রমথাত্মানরোহননাঃ । নাগিজো বক্ষ্যামিভ্যঃ ক্রোধীনাং এপিপত্য চ ॥ ১৬ ॥

প্রমথগণ এবং অঙ্গরগণ, নাগিনী ও যক্ষিণী প্রভৃতি অজ্ঞানারা ক্রোধভৈরবকে
প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—একণে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

অথ বজ্রধরঃ গ্রাহু ভৈরবো রৌমহর্ষণঃ । প্রমথি ত্রিপুরে ভয়কালি ভৈরবচণ্ডিকে ।
পিনাং যুগাং যুগপ্তদানঃ করিষ্যামি । স্বর্গলোকাজিতাঃ সিন্ধি জাগিবেদপি এতাজম্ব ॥ ১৭ ॥

অনন্তর কুলীশপাণি রৌমহর্ষণ ক্রোধভৈরব বলিলেন,—প্রমথি ! ত্রিপুরে !
ভয়কালি ! ভৈরবচণ্ডিকে ! তোমরা সকলে আমার আপক নরগণের উপাসনা
কর এবং তাহাদিগকে কাকন, অভিলষিত ভক্ষ্যবস্ত্র আদি প্রদান কর ॥ ১৭ ॥

যক্ষিণ্যোঃপারোদেবকক্কাদান্যককককাঃ । দাতামো দেবদেবেশ নিশিভ্যঃ ক্রোধজাপিনাঃ ।
করিষ্যাম উপদানঃ দাতামঃ প্রার্থিতং ধনম্ । যদি কুর্ষোহন্তথা নষ্টা ভবামঃ সফলং এভো ।
সর্বকর্ম করিষ্যামো দাসবঃ ক্রোধজাপিনাম্ । যদ্যন্তথা করিষ্যামো ভগবান্ হৃদি দাসরেন ॥
শতথা ক্রোধবজ্রেণ নরকে বা নিপাতয়েৎ ॥ ১৮ ॥

যক্ষিণী, অঙ্গর, দেবকজ্ঞা ও নাগকজ্ঞাগণ বলিতে লাগিলেন,—ও দেবদেবেশ !
আপনার উপাসকবর্গের উপাসনা করিব এবং তাহাদিগকে প্রার্থিত ধনও প্রদান
করিব । প্রভো ! যদি আমরা আপনার বাক্যের অজ্ঞতা করি, তাহা হইলে যেম
সবংশে বিনাশ পাই । বীহারী ক্রোধভৈরবের মন্ত্র উপাসনা করেন, আমরা তাঁহা-
দের দাসী হইয়া সর্বকর্ম্য সাধন করিব । আমরা যদি আপনার বাক্যের অজ্ঞতা-
চরণ করি, তাহা হইলে আপনি আমাদের মস্তক ক্রোধবজ্রদ্বারা শতধা বিদীর্ণ
করিবেন, অথবা আমাদের নরকে নিপাতিত করিবেন ॥ ১৮ ॥

সাক্ষিকৃত্য বজ্রপাণিঃ পুনঃ গ্রাহু হুহামিতি । করিষ্যামেতুপদানঃ নরাণাং ক্রোধজাপিনাম্ ।
বৈদ্যাদিহর্ষণং স্বর্গভূতভাবানি দাতাম ॥ ১৯ ॥

অশনিধর ক্রোধভৈরব দেবগণের প্রতি “তোমরা সাধু !”—এই কথা বলিয়া
পুনর্বার বলিলেন,—নাগিকাগণ ! যে সকল মন্ত্রয ক্রোধভৈরবের মন্ত্র অপ করে,
তোমরা তাহাদিগের উপাসনা কর এবং নীলকান্তাদি মণি ও কমল মৌক্তিক
ইত্যাদি দ্রব্যসকল তাহাদিগকে অর্পণ কর ॥ ১৯ ॥

এবমুখিতি তঃ নরাঃ ক্রোধরাজঃ প্রয়াস্তবম্ । গতা আজাঃ শিরঃ কুদ্রা বহানং বক্ষ্যামিভ্যঃ ॥ ২০ ॥

যক্ষিণীগণ “এই রূপই হউক” বলিয়া সুরাসুরাদিধনসকারী ক্রোধভৈরবকে
নমস্কারপূর্বক তাঁহার আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া, স্বপ্নানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২০ ॥

তেনেটনিজিহাঃ সর্গা জম্বুদীপে কলৌ যুগে ॥ ২১ ॥

এইরূপে কলিকালে জম্বুদীপে নাগিকাগণ অষ্টসিদ্ধিদায়িনী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

নাগিকাসিদ্ধির প্রণালী ।

উদ্বলভৈরব্যাক । ভগবন্ । হুহরীমহাদানঃ বব মে এভো । বজ্রোদ্ধারঃ ত্রাজা দ্রব্যসকল
দ্রপগচ্ছতি ॥

উন্নততৈরী কহিলেন,—ভগবন্! ‘স্বকরী’দেবতার মন্ত্রসাধন, মন্ত্রোচ্চারণ, মুক্তা ও অর্চনাপদ্ধতি আমাকে বলুন ॥

উন্নততৈরী উবাচ। একবৃক্ষে দেবগেহে বসে বস্তুবদ্যালে। দিগদাসকমে বাপি পিতৃভূমি-
বধাপি বা। সিদ্ধান্তি তুতভূতিতো বৃণানিষ্টকলম্বাঃ।

উন্নততৈরী কহিলেন,—তরুতল, দেবালয়, বন, শিবমন্দির, নদীসঙ্গমস্থল, অথবা শ্মশান,—এই সকল স্থানে উপাসনা করিলে, তুত ভূতিনী আদি সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতেই মন্ত্রবোরা ইষ্টকল প্রাপ্ত হয় ॥

ক্রমশঃ—



প্রেততত্ত্ব।

পূর্বপ্রকাশিতের পর সাধনকার্যের প্রণালী।

সাধনাকাজী সভ্যগণ একত্রিত হইয়া একটি টেবলের চতুর্দিকে গোলাকারে পরস্পরের হস্তধারণ কিম্বা ঐ টেবলের উপরে করস্থাপন করিয়া পবিত্রচিত্তে ও হিয়মনে চেয়ারে বসিয়া কোন মৃতব্যক্তির আত্মাকে চিন্তাকরতঃ আহ্বান করিলে ঐ আত্মার শক্তি ঐ চক্রস্থিত কোন সভ্যের উপর আসিয়া আভির্ভূত হইবে। কিন্তু অগ্রে উপাসনা করিয়া ঐ কার্য আরম্ভ করিতে হইবে এবং কখন কখন গান বা দ্ব্য সহকারে উপাসনা করিতে হয়। পরে ঐরূপ বসিয়া যখন ঐ আত্মার আগমন জানা যাইবে তখন ঐ চক্রস্থিত কোন সভ্য যে যে বিষয় জানিতে মানস কিম্বা প্রয়োজনীয় বোধ করিবেন তত্তাবৎ বিবরণ প্রশ্ন করিলে ঐ আভির্ভূত আত্মা তাহার উত্তরপ্রদান করিবে এবং ইচ্ছা করিলে ঐ আত্মা অলৌকিক নানাপ্রকার অদ্ভুত ও অসাধারণ কার্য ও শক্তি প্রদর্শন করাইবে। তদুপে সন্নিবিষ্ট ব্যক্তিগণ ও বিবেচী লোকের মনে ভৌতিককার্য; বাস্তব আর কিছুই উদ্ভব হইতে পারে না। সাহসী পাঠকবর্গ সাবধান হইয়া যথাবিধি পরীক্ষা করিলে সত্য মিথ্যা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস ও তৎপ্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই এবং যাহারা এই বিষয়ের বিবেচী, স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয় সকলের বশীভূত সেই সকল ব্যক্তি প্রেততত্ত্ব-চক্রের উপযুক্ত পাত্র নহে। ঐ সকল ব্যক্তিকে চক্রে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

প্রেততত্ত্বের চক্রস্থিত কোন ব্যক্তি চক্র হইতে উঠিয়া গেলে এবং ঐ স্থানে অল্প কোন নূতন সভ্য বসিলে ঐ সময় সাধনের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। এমন কি আত্মার আগমনের উপক্রম হইলেও তাহা রহিত হয়।

যে যে সাধনাকাজী ব্যক্তির প্রেততত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে এবং যাহারা এই কার্যসাধনোপযোগী প্রকৃত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহারাই অতি সহজে মৃতব্যক্তির আত্মা আনয়নে কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

মৃতব্যক্তির আত্মা চক্রস্থিত যে ব্যক্তির উপর আভির্ভূত হইবে সেই ব্যক্তির নাম মিডিয়ম। ঐ মিডিয়ম বহুপ্রকার তাহা নিয়ে কথিত হইতেছে।

বা মারিবার মিডিয়ম, তারিবন্ত উত্তোলন অথবা একস্থান হইতে অত্থানে রাখিবার মিডিয়ম, টেবল কাইত করিবার মিডিয়ম, লিখিবার মিডিয়ম (Writing), বাক্য উৎপাদন করার মিডিয়ম (Voice), বাদ্য করার মিডিয়ম (Musical), কম্পিত হইবার মিডিয়ম (Vibrating), নিদ্রাকালের মিডিয়ম (Trance), স্পর্শকারী মিডিয়ম (Sensation), রূপধারী মিডিয়ম (Personification), রোগ আরোগ্যকারী মিডিয়ম (Healing), চিত্রকারী মিডিয়ম (Painting), স্বপ্নদর্শী

মিডিয়ম (Vision), অনবগত ভাষা লিখিবার ও কহিবার মিডিয়ম (Unknown Language), দর্শনকারী মিডিয়ম (Seeing), মনোবৃত্তি বর্ণনকারী মিডিয়ম (Psychographic), ভ্রমণকারী মিডিয়ম (Itinerant), আলোক দর্শনকারী মিডিয়ম (Illuminating), ভবিষ্যদ্বাণী মিডিয়ম (Prophetic), বার্তাবহ মিডিয়ম (Telegraphic), বক্তা মিডিয়ম (Speaking), অপ্রত্যক্ষদর্শনকারী মিডিয়ম (Clairvoyant)।

১। বা মারিবার মিডিয়ম,—কোন প্রশ্ন করিলে টেবলের পায়া উচ্চ করিয়া বা মারিয়া তাহার উত্তরপ্রদান করা ইহার কার্য।

ক্রমশঃ—



ককলাসদীপিকা।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

অথ মুখিকসাধনং।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি মুখিকশাস্ত্রসাধনম্। উপোষা পূর্বেহহনি শুদ্ধমানসঃ প্রাতঃ শুচিঃ স্নানরবেশধারী। পদ্মা নদীতীরস্থঃ সতারাং ভেদ্যঃ নমোহস্তাং প্রশপেচ্চ যত্নাৎ। সিদ্ধাবিঃ ত্রিগিরাজকন্তাঃ প্রসাদতো মুখিকশাস্ত্রবিদ্যং ॥ ১ ॥

মহেশানি! অনন্তর মুখিকশাস্ত্র সাধন বলিতেছি। পূর্বেদিনে উপবাসী থাকিয়া সিদ্ধিদিবসের প্রাতঃকালে শুদ্ধচিত্তে পবিত্র হইয়া স্নানরবেশ ধারণপূর্বক নদীতীরে গমন করিয়া “ও মূর্ষ্যে নমঃ”—এই মন্ত্র ভক্তিভাবে জপ করিবে। এইরূপে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে, ভগবতীর অনুগ্রহে মুখিকশাস্ত্র জ্ঞান হয় ॥ ১ ॥

কিথা রমায়ুগ্মমূখী ভেদ্যঃ ষিঠাবধিপ্রোক্তমবীতিমন্ত্ৰং। জপেৎ সহস্রক শতং নিশান্তে ততো মহেশানি ভবেত্তদেব ॥ ২ ॥

প্রকারান্তরে মুখিকশাস্ত্রজ্ঞান। “শ্রীং শ্রীং মূর্ষ্যে স্বাহা—এই মন্ত্র নিশার শেষভাগে সহস্রবার জপ করিলে, মুখিকের শব্দ বুদ্ধিতে পারিবে ॥ ২ ॥

বাণীঃ রম্যক এদমাসি বিদ্যাং লজ্জাক ভারক পুনশ্চ লজ্জাম্। তারং পুনর্দ্বিগুণকপূর্কঃ বিচর্চিকে বহুবধুমন্তম্। শয্যামুপেতাং জপেচ্চ বিদ্যাং বকাস্তয়া বা পরকাস্তয়া বা। ততো মহেশানি সরাভগোষ্ঠী ক্রতে রহো মুখিকশাস্ত্রম্ ॥ ছর্ভিকং বা হুভিকং বা বন্ধুপাশি শুভাশুভম্। দেশনাক মহেশানি শীঘ্রঃ ক্রতে শুভাশুভম্ ॥

অন্তমতে মুখিকশাস্ত্রজ্ঞান “এং শ্রীং শ্রীং ও শ্রীং ও মুখিকবিচর্চিকে স্বাহা” এই মন্ত্র স্বীয় স্ত্রী কিম্বা পরস্ত্রীর সহিত শয্যাতে বসিয়া জপ করিবে। এইরূপ জপ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি হইলে, মুখিকের শব্দ বুদ্ধিতে পারিবে এবং দেশমধ্যে ছর্ভিক ও হুভিক আদি শুভাশুভ ঘটনা হইবে কি না, তাহাও বলিতে পারিবে ॥ ৩ ॥

ক্রমশঃ—



ভূতছাড়ান।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

অথ দানবানিদুরীকরণ জনপদা।—ও আং ক্রীং হুঁ মার হস্ত গাং হ্রীংকারে সমস্তদোষান্ হর হর বিগর বিগর হং কটু স্বাহা। যাহাকে দানবদৈত্যাদিতে পাইবে, তাহাকে এই মন্ত্রদ্বারা জল পড়িয়া ধাওয়াইবে ও গায়ে দিবে এবং কাঁচা

পরে শবসাধীপে উপবেশন করিয়া হ' কটু এই মন্ত্রে শবসাধন আত্মকণ
করিবে। অনন্তর ও হ' মৃতকার নমঃ কটু এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিগ্রন্থ প্রদানপূর্বক শব
স্পর্শকরিয়া প্রণাম করিবে। এই বিধরে ভাবচূড়ামণি গ্রন্থে যে সকল বচন
লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ এই হলে প্রেহকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। হে
বীরেশ, হে পরমানন্দ, হে শিবানন্দ, হে কুলেশ্বর! তুমি আনন্দৈতর্যবহরূপ ও
দেবীর পর্বাক্ষে শবরবৎ। আমি বীরব্রহ্মণে দেবীর অর্চনাতে তেঁরাকে নমস্কা
করি, তুমি গাজোখান কর, এই শবপ্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিয়া শব কালন করি
ও হ' মৃতকার নমঃ এই মন্ত্রে প্রেকালন ও হুগন্ধি জলদ্বারা শবকে স্নান করিলে
বস্ত্রদ্বারা শবশরীর মার্জন, ধূপদ্বারা শোষণ ও = বীর চন্দ্রনাসিদ্ধারা
করিবে এবং শবের কটাদেশে ধারণ করিয়া শবীরা স্নেহে আনিবন কামিন করি
এই বিধরের প্রমাণব্রহ্মণ কালীতন্ত্রের লিখিত বচন মূলে উদ্ধৃত লিখিত বাক্য
চূড়ামণিতে লিখিত আছে যে, শবকে ধূপদ্বারা ধূপিত করিয়া গজা
পূর্বক শবসাধনকার্য্য আরম্ভ করিবে। যদি শব রক্তবর্ণ হয়, তখিকালপ্রাণপ্রদোষনা
তকণ করে, পরে ধূপদ্বারা শবী করিয়া তাহার উপরে পূর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

অবলম্বীণা নহা তৎ কটু ইতি শব্দভূত্যা তৎ হু বৃত্তকার বহ: বক্তৃতি পুণ্যপ্রসিদ্ধঃ নহা।
 শব্দ: শুদ্ধ: এতদেব। কহুত: ভাবভূত্যাণ্যে—এতদাশাস্ত্রমত্রেণ শব্দত প্রোক্তকরণে। এতদা
 সূত্রবীজক বৃত্তকার বহত কহু। পুণ্যপ্রসিদ্ধঃ নহা এতদেব সর্গসূত্রক। এতদাশব্দত—
 বীয়েণ পায়সানিক শিবানক মুলেবহ। আনবভৈরবাকার শ্রেণীশব্দকমহর। বীয়েণ (শিবো)
 হহ: ভা: এতদাশি ইতি ভক্তিকার্ষে। অয়েন শব্দত্রেণ এ কালয়েন শব্দ। তৎ হু

করিতে হইবে। অনন্তর শব্দগুণে জাতিকল ও খসিরামিত্তক তাহল প্রদান করিয়া শব্দকে লব্ধকৃত করিয়া রাখিবে। শব্দপৃষ্ঠ চন্দ্রনাথিয়ারা অঙ্কলেন করিয়া বাহ-মূল হইতে কটাদেশপর্ষ্যস্ত চতুরঙ্গ মণ্ডল লিখিবে। চতুরঙ্গমধ্যে অষ্টদলপদ ও চতুর্দশ অঙ্কিত করিয়া পরমধ্যে ও হ্রীং ফট এই মন্ত্রের সহিত পূর্বোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিতে হইবে। তাহার উপরে কল্লাদি আসন আচ্ছাদিত করিবে পরে শব্দসমীপে গমন করিয়া শবের কটাদেশ ধারণ করিবে। ইহাতে যদি শব কোনপ্রকার উপদ্রব করে, তবে শবগাত্রে নিম্নবন (খু) নিক্ষেপ করিয়া পুনর্বার প্রকালন-পূর্বক জপস্থানে আনয়ন করিতে হইবে। পরে জপস্থানের দশদিকে ষাটশাবলি-পরিমিত অশ্বখাদি যজ্ঞীয়কাষ্ঠ প্রোথিত করিয়া পূর্বাদিক্রমে ঐ সকল কাষ্ঠে ইজ্রাদি দশদিকপালের পূজা করিবে। এই বিষয়ে অজ্ঞাত তত্ত্ব যেসকল বচন লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ এই স্থলে গ্রহকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ইজ্রাদি দশদিকপালের পূজাক্রম এই—পূর্বদিকে ও লাং ইজ্রায় সুরাধিপত্যে ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারদ্বারা অর্চনা করিয়া ও লাং ইজ্রায় সুরাধিপত্যে ইত্যাদি মন্ত্রে সামিষাঃ দ্বারা বলি প্রদান করিবে। এইরূপে ইজ্র, অগ্নি, যম, নিম্বতি, বজ্র, বায়ু, কুবের, ক্রীশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত এই দশদিকপালের পূজা করিবে। এই সকল দেবতার পূজামন্ত্র ও বলিমন্ত্র মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। এই প্রকারে দিকপালগণের পূজা ও বলিপ্রদান করিয়া সর্বভূতবলি প্রদান করিবে। সামিষ অঙ্গদ্বারা সকল দেবতার বলি দিবে। তৎপরে অধিষ্ঠাতৃদেবতা, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনীদিগকে বলিপ্রদান করিতে হইবে।

ক্রমঃ—



পূর্বে মান্দসপ্তক মধ্যসপ্তক এবং তারাসপ্তক উক্ত হইয়াছে এইক্ষণ তাহাদিগের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বলা হইতেছে।—

মান্দসপ্তক অর্থাৎ খাদের সুর যে পরিমাণ উচ্চ হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ মধ্যসপ্তক এবং মধ্যসপ্তকের যে পরিমাণ উচ্চসুর কথিত হইল, তাহার দ্বিগুণ তারাসপ্তক হইবে। পূর্বে যে সপ্তসুর কথিত হইয়াছে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যাহার যে পরিমাণ অন্তর অর্থাৎ ফাক্ নির্দ্ধারিত আছে ঐ অন্তরকে অম্মদেশীয় সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ কেহ দ্বাবিংশতি (২২) কেহ বা ততোধিকরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। এইসকল ভাগে সকল সুর পতিত হইয়াছে তাহারাও যথাস্থানহইতে ভাগানু-সারে পূর্বোক্তের দ্বায় দ্বিগুণ উচ্চ হইয়া থাকে। এই সুর বিভাগে যে সুর উত্তর-য় তাহার নাম ঐশ্রী, পূর্বে বলা হইয়াছে যে সাতটি সুর সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ ত্তেরা (২২) দ্বাবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এইক্ষণ তাহাদের নাম হইতেছে।

পূর্বোক্তরাষ্ট্র যোগ্য পাত্র এবং বা। বড়জপকমতাবেন ঐশ্রীদ্বাবিংশতিভঃ।
তীন্দ্রাক বাবহাঃ : তাসাং নামানি বক্ষ্যেহঃ নারদাঃ।
হলোবতী : দমাবতী তু রেজেরা রজনী রজিকোভা।
বজ্রিকাঃ প্রসারিণী। ঐতিহ্য বার্কনীত্যোভাঃ ক্রতয়ো বহামাত্রিতাঃ।
পতঙ্গ পক্ষমে। মন্দতী রোহিণী রম্যোভ্যোভা ত্রিভুত বৈবত। উগ্রা চ
বসতঃ ঐশ্রী। ইত্যুভাঃ সপ্তম শ্রোভাঃ শবেরু ক্রতয়ো বৃহেঃ। ইতি

১ তীন্দ্রা, ২ কুমাবতী, ৩ মন্দা, ৪ হলোবতী, ৫ দমাবতী, ৬ রজনী, ৭ রজিকা, ৮ রোজী, ৯ ক্রোধী, ১০ বজ্রিকা ১১ প্রসারিণী, ১২ ঐশ্রী, ১৩ বার্কনী, ১৪ ক্রিতি, ১৫ রক্তা, ১৬ সন্দীপিনী, ১৭ আলোপনী, ১৮ মন্দতী, ১৯ রোহিণী, ২০ রম্যা, ২১ উগ্রা, ২২ কোভিণী। যে সকল নামের উল্লেখ হইল ইহার কেবল সুরের অংশমাত্র অর্থাৎ একসুর হইতে অষ্টসুর অবিকল্পরূপে ব্যক্ত করিবার সময় সেই উভয় সুরের মধ্যে যে অতিশয় সুর সুরের অংশগুলি অঙ্কিত হয় সেই সুরের নাম ঐশ্রী। এই ঐশ্রীগুলি সাতটি সুরের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে কিন্তু সকল সুরের মধ্যে সমান অন্তর না থাকার সমানে বিভক্ত হইতে পারে নাই, সুতরাং কোন কোন সুরের মধ্যে চারিটি এবং কোন কোন সুরের মধ্যে তিনটি এবং কোন কোন সুরের মধ্যে দুইটি করিয়া ঐশ্রী বিভাগ করা হইয়াছে।

অর্থাৎ বজ্র ও ঐশ্রী এই দুই সুরের মধ্যে তীন্দ্রা, কুমাবতী, মন্দা এবং হলোবতী এই চারিটি ঐশ্রী; ঐশ্রী ও গান্ধার এই উভয়ের মধ্যে দমাবতী, রজনী এবং রজিকা এই তিনটি ঐশ্রী। গান্ধার ও মধ্যম এই দুই সুরের মধ্যে রোজী এবং ক্রোধী এই দুইটি ঐশ্রী। মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যে বজ্রিকা, প্রসারিণী, ঐশ্রী এবং বার্কনী এই চারিটি ঐশ্রী, পঞ্চম এবং ধৈবত এই উভয়ের মধ্যে ক্রিতি, রক্তা, সন্দীপিনী এবং আলোপনী এই চারিটি ঐশ্রী, ধৈবত ও নিষাদ ইহাদিগের মধ্যে মন্দতী, রোহিণী এবং রম্যা এই তিনটি ঐশ্রী এবং নিষাদ ও বজ্র এই উভয়ের মধ্যে উগ্রা ও কোভিণী নামে দুইটি ঐশ্রী পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে যে সুরে দুইটি ঐশ্রী আছে তাহাদিগকে অর্দ্ধসুর বলা যায়, যথা গান্ধার ও নিষাদ।

ক্রমঃ—



পূর্বপ্রকাশিতের পর পুনঃ পুনঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিলক্ষণ।

উদ্যানমানগতিসংসারবর্ণনেন্দ্রিয়স্বরূপকৃতিসম্বন্ধমুকমাদৌ চ। ক্ষেত্রঃ সূত্রাক বিধিবৎকুলো-
হলোক্য সামুদ্রিকবিদ্যতি বাতমনাগতক।

সুদক্ষ সামুদ্রিকশাস্ত্রবিৎ দৈবজ্ঞ প্রথমে মনুষ্যের দেহের (ক্ষেত্র,) সূত্র, (লাবণ্য) স্বর, বল, সক্তি, স্নেহ, বর্ণ, অনুক, (মুখের আকৃতি) উদ্যান, (উচ্চতা) মান, (পরিমাণ) প্রকৃতি ও গতি এই সকল বিশেষরূপে অবলোকনপূর্বক তাহার গতি ও অনাগত শুভাশুভ ঘটনা প্রকাশ করিবে।

অবিকলপাখা ধনিনো নিম্নৈর্কৈশ্চ ভোগসম্প্রদাঃ। সমকুলা ভোগাঢ্য নিম্নাভিভোগপরি-
হীনাঃ। উন্নতকুলাঃ ক্রিতিপাঃ কুটীলাঃ স্যাদানবা বিষমকুলাঃ। সর্পোদরা দরিদ্রা ভবাঃ
বহাশিনৈকৈব।

পার্শ্বদেশ অবিকল হইলে ধনী এবং নিম্ন বা বক্র হইলে ভোগহীন হয়। কুন্নি-
দেশ সমান হইলে ভোগশালী ও নিম্ন হইলে ভোগহীন হইয়া থাকে। বাহ্যর কুন্নি-
দেশ উন্নত, সেই ব্যক্তি রাজা এবং বিষমকুন্নি হইলে সেই ব্যক্তি কুটিল হইয়া
থাকে। ঈশ্বর সর্পোদরসদৃশ হইলে সে ব্যক্তি দরিদ্র ও বহুভোজী হইবে।

বলিমধ্যগতা বিষমা শূলাবাধ করোতি নৈঃশ্যক। শাঠ্যঃ কামাবর্তী করোতি মেঘাঃ প্র-
ক্ষিপতঃ।

নাভি বলিমধ্যগত ও বিষম হইলে শূলরোগ ও দরিদ্রতা জন্মে। নাভি রামা-
বর্ত হইলে সেইব্যক্তি ষষ্ঠ এবং দক্ষিণাবর্ত হইলে মেধাবী হয়।

পার্শ্বাভ্যাস চিরাহবুদগতিঃ ক্ষেত্রঃ দ্বাভ্যাসঃ। শতপত্রকর্ণিকায়া দ্ব্যধিঃ সুর্য্যঃ।
নাভির উত্তরপার্শ্ব বৃত্ত হইলে দীর্ঘজীবী, উপরিভাগে ত্রিভুগুণে বিভক্ত

করতলে বক্রচিহ্ন থাকিলে ধনী, মীমপুঙ্খাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হইলে বিদ্বান্ এবং পক্ষ, হস্ত, শিখিকা, পক্ষ, অক্ষ ও পক্ষ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তি সন্ন্যাসি হয় ॥

কলসস্থানপতাকাভূষণাভির্ভবতি বিধিগাথাঃ। দানবিভাজিতায়াঃ বক্তিকরণাভির্ভবতি ॥

করতলে কলস, মৃণাল, পতাকা, অঙ্কুশ, রজ্জু ও বস্তিক চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে সে ব্যক্তি ধনাধিপতি হয় ॥

চক্রাঙ্গিগরুড়ভোমরশক্তিধ্বংকুটসন্নিভা রেখাঃ। কুর্জতি চতুর্দশঃ বহানুদ্বন্দ্বাকারঃ ॥

বাহার করতলে চক্র, অসি, কুঠার, ভোমর, শক্তি, ধ্বং ও কুট চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া থাকে এবং উদ্বলের চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তি ব্যক্তিক হয় ॥

মকরমুখমোটাধারসরিত্তিরিহাথোপেতাঃ। বেলীনিভেম চৈবায়িহোত্রিশো ব্রহ্মভীর্ভবন ॥

বাহার করতলে মকর, ধ্বজা, গোষ্ঠ ও গৃহাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি মহা-ধনবান্ হয় এবং ব্রহ্মভীর্ভে অর্থাৎ ব্রহ্মভূক্তের মূলে বেলীচিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি অগ্নিহোত্রী হইয়া থাকে ॥

বাণীবেদনুহাট্যৈর্ভবতিঃ কুর্জতি চ ত্রিকোণাভিঃ। অঙ্কুশমুখোঃ পুত্রাঃ স্বাদারিকাঃ স্ত্রীয়াঃ ॥

করতলে পুষ্করী, মন্দির ও ত্রিকোণাকার চিহ্ন দৃষ্ট হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠারী হয়। অঙ্কুশের মূলেদশ রেখাসমূহের মধ্যে বৃহৎরেখাগুলি পুত্র এবং ক্ষুদ্র রেখাগুলি কন্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥

রেখাঃ এবেশিনীবাঃ পতাব্যঃ কলনীরদুনাভিঃ। হিরাভিক্রমপতনঃ বহরেখাথেধিগো বিধাঃ ॥

বাহার করতলে রেখা উর্জগামী হইয়া প্রদেশিনীপর্যন্ত গমন করে, সে ব্যক্তি একশত বৎসর জীবিত থাকে, ঐ রেখা ন্যূন হইলে সেই পরিমাণে বয়সেরও ন্যূনতা হইবে। বহিঃপ্রদেশীয়া হিরা হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি বৃদ্ধ হইতে পতিত হইবে এবং বাহ্য হস্তে বহরেখা দৃষ্ট হয় অথবা রেখামাত্র লক্ষিত হয় না, সেই ব্যক্তি নির্জন হয় ॥

অভিক্রমণীর্ভবতি কুর্জতি চৈব মাংসলৈর্ভবতি নোপেতাঃ। বিধোপময়বৈত্রয়ধরতুপাত্তুভির্ভবতি ॥

বাহার চিবুক অতি কৃশ এবং অতি দীর্ঘ হয়, সেই ব্যক্তি দ্রব্যবিহীন হইয়া থাকে। ঐ-চিবুক স্থূল হইলে তাহাকে ধনসম্পত্তিশালী বলিয়া জানা যায়। বাহার অধর শিখসদৃশ এবং অরুণ সেই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং বাহার অধর স্বস্ত্র সেই ব্যক্তি নির্জন হইয়া থাকে ॥

জিহ্বা রক্তা দীর্ঘা জলা হস্তা চ তোগিনাঃ জেহা। যেতা কৃপা পক্ষা নিহ্ন বাণাঃ তথা তালুঃ ॥

বাহার জিহ্বাবান্ হইবে, তাহাদিগের জিহ্বা রক্তবর্ণ, দীর্ঘ, কোমল এবং সমান্তরাল দেখা যায়। বাহাদিগের জিহ্বা খেত বা কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ, তাহারা দ্রব্যবিহীন হইবে। তালুরও উচ্চরূপ ব্যবস্থা জানিবে ॥

বকুঃ সৌম্যঃ সংবৃতমলঃ রক্তঃ সমঃ চ ভূগানাম্। বিপরীতঃ কেশভূজাঃ মহামুখঃ দুর্ভগাণাম্ ॥

বাহার বকু স্বেচ্ছাভন, সংবৃত, নির্মল, কোমল ও সমানাকার, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। মুখের লক্ষণ ইহার বিপরীত হইলে সেই ব্যক্তি ক্রেশভোগী হইয়া থাকে। আর বাহার মুখ অতি বৃহৎ সেই মনুষ্য দুর্ভাগ্য হইবে ॥

ত্রীমুখমপত্যাসাঃ পাঠ্যবতাঃ মণ্ডলং পরিভেদম্। দীর্ঘং নির্ভবাণাং ধীরুনাঃ পাপকরাণাঃ ॥

যে পুরুষের মুখ ত্রীলোকের মুখের সদৃশ, তাহার সন্তান জন্মিবে না, বাহার মুখ মণ্ডলাকৃতি সে শঠ, বাহার মুখ দীর্ঘ সেই ব্যক্তি দ্রব্যবিহীন এবং বাহার মুখ ত্রীকর জ্ঞান সেই ব্যক্তি পাপকর্ম্মী হইবে ॥

চতুর্ভুজঃ ধূর্তাঃ নিম্নঃ বকুঃ চ তদ্রহসিতানাং। কৃপণানামতিহ্বঃ সম্পূর্ণঃ ভোগিনাঃ কাঞ্চন ॥

বাহার মুখ চতুর্ভুজ সেই ব্যক্তি ধূর্ত, বাহার মুখ নিম্ন সেই মনুষ্য ভদ্ররহিত, যে ব্যক্তির মুখ অতি ক্ষুদ্র, সেই মানব কৃপণ এবং বাহার মুখ সম্পূর্ণ ও মনোরম সেই ব্যক্তি ভোগী হইবে ॥

অকস্মিকঃ নিকঃ পক্ষ তক্ষঃ বৃহ চ সন্ন্যাস চৈব। রক্তঃ পক্ষবৈশ্যঃ পক্ষভির্ভবন বিজেরাঃ ॥

বাহার পক্ষের অগ্রভাগ কুটিল নহে অথচ শিথ, কোমল এবং সরল, সেই ব্যক্তিকে শুভসম্পন্ন বলিয়া জানিবে। আর বাহাদিগের পক্ষ রক্তবর্ণ, কর্কশ ও অন্ন তাহারা চোর হইবে ॥

নির্ভাঃ সৈঃ কর্ণঃ পাপনৃত্যবন্দনপটেঃ হবহভোগাঃ। কৃপণান্ কৃষ্ণকর্ণাঃ পশুভবান্ কৃপণাঃ ॥

বাহাদিগের কর্ণ মাংসবিহীন, তাহাদিগের পাপকার্য্যে যত্ন হয়, বাহাদিগের কর্ণ চণেটাকার তাহারা ভোগশালী হইয়া থাকে, যে সকল মনুষ্যের কর্ণ বৃহৎ তাহারা কৃপণ এবং বাহারা শঙ্কুকর্ণ তাহারা রাজা হইয়া থাকে ॥

রোমশকর্ণা দীর্ঘাঃ বহু ধনভাগিনো বিপুলকর্ণাঃ। ক্রুরাঃ শিরাবদৈক্যলবৈর্ভাঃ সৈঃ সুখিনাঃ ॥

বাহাদিগের কর্ণ রোমশ তাহারা দীর্ঘা হয়, যে সকল মনুষ্যের কর্ণ অতিবিশাল তাহারা ধনভাগী, বাহাদিগের কর্ণ শিরাল তাহারা ক্রুর এবং বাহার কর্ণ মাংসল সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে ॥

ভোগী ঘনিষগণো মন্ত্রী সম্পূর্ণাঃ সগণো যঃ। হৃৎতাক শুকসবনাসচিরজীবী শুকনাসক ॥

যে সকল মনুষ্যের গণ্ড নিম্ন নহে, তাহারা ভোগশালী, বাহাদিগের গণ্ড সম্পূর্ণ মাংসবিশিষ্ট তাহারা মন্ত্রী হইবে। বাহার নাসিকা শুকপক্ষীর নাসিকার জায়, সেই ব্যক্তি সুখভোগী এবং বাহার নাসিকা শুক সেই মনুষ্য চিরজীবী হইয়া থাকে ॥

হিরাঙ্গুপদাঙ্গম্যগামিনো দীর্ঘা তু সৌভাগ্যম্। আকৃতিতর্য্য চোরঃ জীমূতাঃ ত্রাতিপিটনাসঃ ॥

বাহার নাসিকা ছিন্নের জায় দেখা যায়, সেই ব্যক্তি অগম্যাগামী, বাহার নাসিকা দীর্ঘ, সেই মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, বাহার নাসিকা কুটিল সেই ব্যক্তি চোর এবং বাহার নাসিকা চিপটাকার অর্থাৎ চেপ্টা, সেই ব্যক্তির জীবিত যত্ন হইবে ॥

ধনিনোঃ গ্রন্থজনাসা দক্ষিণবক্রাঃ প্রতক্ষাঃ ক্রুরাঃ। ধনী বরজিহ্বা হৃপুটা নাসা সত্যগানাম্ ॥

বাহার নাসিকার অগ্রভাগ বক্র, সেই ব্যক্তি ধনী, বাহার নাসিকা দক্ষিণ-দিকে বক্র সেই ব্যক্তি অতিভোগী এবং ক্রুর হয়, আর বাহার নাসিকা সরল, অন্নহিত্র এবং নাসিকার রক্ত স্বেচ্ছা, সেই ব্যক্তিকে ভাগ্যবান্ বলিয়া জানিবে ॥

ধনিনাঃ কৃতং সত্বদ্বিভিপিভিতং জ্ঞানি সাত্ত্বনাদক্। দীর্ঘাঃ প্রভুঃ বিজেরাঃ সংহতঃ চৈব ॥

যে ব্যক্তির একদা দুই তিনটি কৃত অর্থাৎ হাঁচি হয় এবং ঐ হাঁচির শব্দ যদি সুশ্রাব্য হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে ধনী এবং ঐরূপ হাঁচিসংকলের শব্দ যদি একপ্রকার শোনা যায় এবং গভীর হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে দীর্ঘায় বলিয়া জানিবে ॥

পদ্মলাভৈর্ভবিনো রক্তাভিলোচনাঃ জিরো ভাঃ। মধুপিলৈর্ভবতি মার্জারবিলোচনাঃ পাণাঃ ॥

বাহার নয়নগুল পদ্মদলের জায় আভাবিশিষ্ট সেই ব্যক্তি ধনী, বাহার নেত্রের রক্তবর্ণ সেই ব্যক্তি ত্রীসম্পন্ন, বাহার চক্ষু মধু-পিলবর্ণ সেই ব্যক্তি মহা অর্থশালী এবং বাহার নেত্র মার্জারনেত্রসদৃশ সেই ব্যক্তি পাপাশ্রয় হইবে ॥

হরিণাক্ষা মণ্ডলোচনাক্ষ বিক্রেত লোচনৈস্তোরাঃ। ক্রুরাঃ কেকরেন্দ্রা পশুভবান্ কৃপণাঃ ॥

য - - - - -
হইবে - - - - -
জানি - - - - -

এব - - - - -
বা - - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -

ব্যক্তি বিলাসী হইবে। আর বাহার নয়নদ্বয়ের তারকা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তাহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়া থাকে ।

মহিমা কুলদ্বয়ঃ প্রাণাধার্যঃ চ ভবতি সৌভাগ্যম্ । দীনা দুঃখিঃ বামাঃ বিজ্ঞা বিপুলার্থ-
ভোগবতাম্ ।

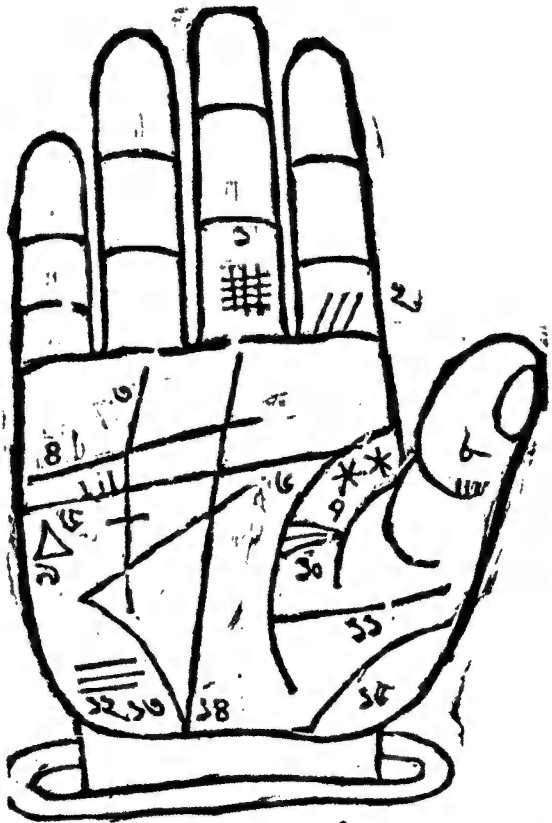
যে ব্যক্তির নেত্রদ্বয় সুদৃশ, সেই মানব মন্ত্রী এবং বাহার নয়ন প্রাণবর্ণ তাহার সৌভাগ্য হইবে। বাহার নয়ন অতি দীনভাবাপন্ন সেই ব্যক্তি দরিদ্র, আর বাহার নয়ন দৃষ্টি সেই ব্যক্তি বিপুল অর্থশালী হইয়া থাকে ।

অকৃত্যভাবিতরাহুবাঃ বিশালোত্তরভাবিতরাহুখিনিঃ । বিনমরুবাঃ দরিদ্রাঃ বালেন্দ্রবতরুবাঃ
সুখিনাঃ ।

বাহার জুগুপ্সা অতিশয় উন্নত সেই ব্যক্তি অল্লায়ুর্বিশিষ্ট, বাহার ক্রুর বিশাল এবং উন্নত সেই ব্যক্তি সুখী হইবে। বাহার ক্রু বিবম সে দরিদ্র এবং বাহার ক্রু নবোদিত শশিরেখার জায় সেই ব্যক্তি ধনী হইয়া থাকে ।

ক্রমশঃ—

অন্যমতে কররেখার দৃষ্টান্তসহ ফল ।



১। বাহার হস্তমধ্যে উপরি অঙ্কিত প্রতিকৃতির ১ অঙ্কের নিকটবর্তী চিত্রের জায় মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম পর্কে চিহ্ন অঙ্কিত আছে, সেই ব্যক্তি সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকে এবং তাহার ওদাত্ত হয় ।

২। বাহার হস্তমধ্যে উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ২ অঙ্কের নিকটবর্তী চিত্রের জায় কোন অঙ্গুলির প্রথম পর্কে চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি ধার্মিক হইবে ।

৩। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৩ অঙ্কের নিকট বেক্রপ রেখা কণ্ঠিত আছে, ঐরূপ রেখা বাহার হস্তমধ্যে থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে অর্থ ও অজ্ঞাত ব্রব্যাদির নিমিত্ত বধ করিবে, আর ঐ রেখা যদি ধর্ম ও অজ্ঞ রেখা দ্বারা কণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আশ্রিত প্রাপ্ত হইবে আনা যায় ।

৪। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৪ অঙ্কের নিকট বেক্রপ কোণরেখার তরীরেখা বিদ্যুৎ এবং দীর্ঘাকার অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা বাহার হস্তমধ্যে অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি বিলাসী হইবে ।

৫। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৫ অঙ্কের নিকট বেক্রপ দীর্ঘ এবং দুই রেখা অঙ্কিত আছে ঐরূপ রেখা বাহার হস্তমধ্যে চিত্রিত থাকিলে, সেই ব্যক্তি বক্রমুখে আশ্রিত পাইবে ।

৬। উপরি অঙ্কিত প্রতিকৃতির ৬ অঙ্কের নিকট বেক্রপ কোণরেখা আয়ুরেখার সহিত যুক্ত আছে, আর মাতুরেখা ছোট অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা বাহার হস্তে অঙ্কিত থাকে, তাহার অপমৃত্যু হইবে ।

৭। উপরি দ্বিত চিত্রের ৭ অঙ্কের নিকট বেক্রপ আয়ুরেখা মতান্তরে পিতৃরেখার আরম্ভে নক্ষত্র চিহ্ন অঙ্কিত আছে, ঐরূপ নক্ষত্র চিহ্ন বাহার হস্তে দৃষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি মাননীয় ও বশবী হইবে ।

৮। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৮ অঙ্কের নিকট বেক্রপ রেখা চিত্রিত আছে, ঐরূপ রেখা কাহারও হস্তমধ্যে দৃষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি মেঘামোমে অতিশয় দুর্ভাগ হইবে ।

৯। কাহারও হস্তমধ্যে উপরি চিত্রিত প্রতিকৃতির ৯ অঙ্কের নিকটবর্তী ত্রিকোণাকার চিত্রের জায় চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, সেই ব্যক্তি বক্রমুখে শত্রুর হস্তে পতিত হইবে ।

১০। কোন ব্যক্তির হস্তমধ্যে উপরি চিত্রিত প্রতিকৃতির ১০ অঙ্কের নিকট-
স্থিত রেখার জায় যুক্তরেখা অঙ্কিত থাকিলে, সেই ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা আশ্রিত পাইবে ।

১১। কোন ব্যক্তির হস্তে উপরি চিত্রিত প্রতিকৃতির ১১ অঙ্কের নিকটবর্তী রেখার জায় অঙ্কিত থাকিলে, সেই ব্যক্তি সর্বদা প্রবল শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত থাকে এবং ঐ রেখা যদি পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইবে, আর ঐ রেখা যদি কণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে ।

১২। উপরি দ্বিত চিত্রের ১২ অঙ্কের নিকট বেক্রপ রেখাগুলি অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা বাহার হস্তে দৃষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি জলপথে পরিভ্রমণ করিবে ।

১৩। উপরি চিত্রিত প্রতিকৃতির ১৩ অঙ্কের নিকট বেক্রপ উর্দ্ধরেখা পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখা হইতে দুই অঙ্কিত আছে, ঐরূপ বাহার হস্তে অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তির জন্মতে আশ্রিত পাইবে এবং তাহাতে ঐ জন্মের অধিভার হইবার সম্ভাব আছে ।

১৪। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ১৪ অঙ্কের নিকট বেক্রপ উর্দ্ধরেখা যদি অঙ্গুলিপর্ষাভ্যন্ত গমন করিয়াছে এবং তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা বাহার হস্তমধ্যে থাকিলে, সেই ব্যক্তি চোর ও চুইবস্ত্র হইবে ।

১৫। উপরি দ্বিত হস্তপাঞ্জার ১৫ অঙ্কের নিকট বেক্রপ রেখা অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা কাহারও হস্তমধ্যে দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি তাহার জাতি ও কুটুম্বের নিকট কতিপয় হইবে ।

ক্রমশঃ—

পশুপক্ষিসামুদ্রিক ।

কুন্দলক্ষণ ।

ক্ষতিকরতর্ঘণী নীলবর্ণাধিচিহ্নঃ কলসনৃপমুর্ধ্বিকাচরণেত কুর্ঘাঃ । অকণসনৃপমুর্ধ্বিকা
সর্বপাকারচিত্রঃ সকলনৃপমহঃ নক্ষিরহঃ করোতি ।

যে কুর্ঘের বর্ণ ক্ষটিক বা রক্তসদৃশ, বাহার দেহ নীলবর্ণ রেখার চিত্রিত, মুর্ধ্বিক কলসের জায়, পৃষ্ঠদেশের অধি মনোহর, গাত্র সুবাসনিত এবং বিন্দু বিন্দু সর্বপাকার চিত্রে অঙ্কিত, তাদৃশ কুর্ঘ গৃহে অবস্থিত থাকিলে রাজকুল্য সৌভাগ্য লাভ হয় ।

ক্রমশঃ—

পোলক্ষণ ।

পর্যাপন্নঃ গ্রাঃ বৃক্সবায় নোলক্ষণঃ বং ক্রিয়তে ভতোহিবহ । রমা সমাস্য ভলক্ষণাভাঃ
লক্ষণাভাঃ পান্যবতোহিভাঃ ।

স্বর্গকামে মহামুনি পরাশর বৃহত্ত্বের নিকট যে সকল গোলকণ কীর্তন করিয়া-
ছিলেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তৎসমস্ত গুলকণ বর্ণন করিতেছি।

ନାମାଂଶଲକ୍ଷଣାଦିଃ ସୁବଦନନାକ୍ତ ନ ଶୁଦ୍ଧାଂ ମାସଃ । ଶ୍ରେଣକ୍ଷିପିତିଦିବାମାଃ କରଟାଃ ସଂ-
 ଜ୍ଞାନସମାପ୍ତିଃ ॥

যে সকল গাভীর চক্ষু বোর ও অশ্রুপূর্ণ, আবিল (খোলা), রক্ত ও মূষিকের
সহস্রসংখ্য, আর বাহাদিগের শূল চকল ও চিপিট এবং যে সকল গাভী রক্তমেহ ও
বাহাদিগের বর্ণ গর্ভভের ভ্রান, তাহারা অন্তঃসায়ক ॥

ଦଳମତ୍ତଦୁର୍ବିଜ୍ଞା : ଯେମନ୍ତଦ୍ବନ୍ଦନା ସିନତପୁତ୍ରୀ : । ହସହୁଜଣିବା ସବନଧା ନାରିତଧୁନାକ । ଜ୍ଞାତାତି-
 ବୀ ବଞ୍ଚିବା ଶକ୍ତିକରତ୍ତତ୍ତବିରତ୍ତଦ୍ବିହୁକ୍ତିରା । ଅତିକହୁନା : କୁନେହା ନେତ୍ର ହିନାଧିକାନ୍ୟ ।

যে সকল গাভী দশ, সাত বা চারিটা দন্তবিশিষ্ট, যাহাদিগের মস্তক বা মুখ
 দক্ষিণ, মস্তক কোণশূন্য, পৃষ্ঠদেশ বিনত, গ্রীবা হ্রস্ব বা কূল, মধ্যদেশ যবদশ, খুর
 তর, জিহ্বা স্তম্ভবর্ণ ও দীর্ঘ, গুল্ক অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ, ককুদ্ বৃহৎ, দেহ
 ক্লশ এবং হীনাক বা অধিকাক, তাহারা অন্ততদারী জানিবে ॥

বৃক্ষোৎপোষ্যঃ স্নানান্তিলব্ধবর্ণঃ শিরাততজ্যোড়ঃ। স্নানশিরোচিতগুপ্তিহানং বেষ্টে যশঃ।
 মাজ্জারামঃ কপিলঃ কন্নটে। বা ন শুভদো বিজ্ঞেষ্ঠে। কৃষ্ণোষ্ঠারজিহ্বঃ স্বদনো যথ্য ঘাতকরঃ।

যে বৃষের অন্তর্কোষ স্থূল ও লবিত, ক্রোড়দেশ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, গণ্ডস্থল স্থূল ও শিরানারা সমাকীর্ণ, বাহার মূত্র ত্রিধারায় নির্গত হয়, আর যে বৃষের চক্ষু মাংসার্জচক্ষুবদৃশ, বর্ণ কপিল, দেহ রক্ষ এবং ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শ্লামবর্ণ, যে বৃষ অধিকপরিমাণে সশব্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রান্তকে বিরক্ত করে, তাদৃশ বৃষ ক্রান্তগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে ॥

ক্রমঃ:—

क्रमः—

अथलक्षण ।

ককপাত্তবৃক্ষগুণদগ্ধপ্রোথনখকটবত্তিভামুনি । যুখনাভিককুদে ভদ্রা গুদে সয্যকৃষ্ণচর
গেহ চান্ডকাঃ ।

যে সকল অখের নেত্রের নিম্ন, হস্ত, গণ্ড, হৃদয়, গলদেশ, চিবুক, শঙ্খ, কাটি, বস্তি, জাহ্ন, কোষ, নাভি, ককূদ, শুহ, দক্ষিণকুক্ষি ও চরণ এই সকল স্থানে বক্র রোমযুক্ত বিদ্যমান থাকে, সেই সকল ঘোটক অশুভদায়ক হয় ॥

বে অপ্রাপ্তলব্ধসংস্থিতাঃ পৃষ্ঠমধানয়োপরিস্থিতাঃ । ওষ্ঠমন্ধিভুক্তকুশিপির্গাত্তে ললাট-
সংস্থিতাঃ ভ্রুশোভনাঃ ।

যে সকল আখের ওষ্ঠ, গলদেশের উপরিভাগ, কণ, পৃষ্ঠ, মধ্যস্থল, নেত্রের উপর, সন্ধি, ভ্রু, কুঁকি, পাশ ও লগাট এই সকল স্থানে বক্ত রোমমণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই সকল অবস্থানকে বলা হয় ॥

ক্রমঃ:—

हस्तिलक्षण ।

বলাকল্পতঃ সুবিকল্পদেহ। ন চোপবিদ্ধান্ত কৃপাঃ কৰ্মান্ত। গায়েঃ সৰ্বৈক্যাপসামাধৰণ
 বলাকল্পদৈৰ্ঘ্যবৈশেষ্য ভজ্যঃ ॥

যে সকল হস্তীর দন্তের বর্ণ মধুর ছায়, দেহ সুগঠিত, যে সকল হস্তী কৃশ বা
কণীনহে, বাহারা ভার সহ্য করিতে সমর্থ, যাহাদিগের গাত্র সমান, পৃষ্ঠের অস্থি
মধুকসদৃশ এবং জঘনদেশ শূকরের ছায়, সেই সকল হস্তী ভদ্রনামে অভিহিত ॥

বকোব ককাদার: সখাচ লখোদরবগুহী গলক। মুলা চ কুকি: সহ পেচকেন নৈংই
চ মুলাবতদজত।

যেসকল হস্তীর বক, কক্কা ও বলি শ্রাথ, উদয় লম্বিত, চন্দ্র ও গলদেশ বৃহৎ, কুকি পেচকের ভায় হুল এবং চকু সিংহের চকুর ভায় তাহাকে মঙ্গল বলা যায় ॥

বুধাঙ্গ বুধাঙ্গবালমোহিতিকঃ হ্রিকঠবিলহকর্ণাঃ । বুলোকগাংগেতি তথোক্তটিষ্টঃ সৰীণ
নাগা ব্যতিবিলহিকঃ ।

যে সকল হস্তীর অধর, পৃষ্ঠ ও মেরু হ্রব; পাদ, কণ্ঠ, দন্ত, শুণ্ড ও কর্ণ ক্ষুদ্র এবং চকু বৃহৎ, সেই সকল হস্তী যুগনামে অভিহিত। যে সকল হস্তীর দেহে পূর্বোক্ত বিবিধ অর্থাৎ ভদ্র, মল ও যুগনামক হস্তীর চিহ্নসকল লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষীর্ণ।

পকোয়তি; সত্ত্ব বৃদ্ধক বৈদ্যাসন্যে চ হত্যা: পাল্লিগাহমানব। একবিবৃত্তাবিব বনজাহো নতী।
 বাগেহিবিবৃত্তমত্যাণ: ৪

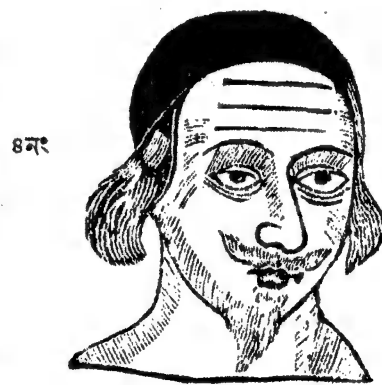
যুগনামক হস্তী উচ্চে পাঁচ, দৈর্ঘ্যে সাত এবং বিস্তারে আট হস্ত হইয়া থাকে ;
 মন্ডনামক গজের যুগগজ অপেক্ষা এক এবং ভদ্রের যুগাপেক্ষা দুই দুই হস্ত করিয়া
 দৈর্ঘ্যাদি হয় অর্থাৎ মন্ড উচ্চে ছয়, দৈর্ঘ্যে আট ও বিস্তারে নয় হাত এবং ভদ্র-
 নামক গজ উচ্চে সাত, দৈর্ঘ্যে নয় ও বিস্তারে দশ হস্ত হইয়া থাকে । সর্গীর্ণনামক
 গজের দৈর্ঘ্যাদি পরিমাণের কোনরূপ স্থিরতা নাই ॥

ষষ্ঠ বর্ষে হরিভো মল্লভ হারিত্রকসন্নিকাগ: । ককো মল্লভাতিহিতো বৃগভ সর্গোমাগভ
 মদো বিমিত্র: ।

ভজ্রজাতীয় হস্তী হরিবর্ণ ও মনোমত্ত; মন্মথসংস্কৃত গজ পীতবর্ণ; মৃদ-
নামক গজ কৃষ্ণবর্ণ ও মদমত্ত এবং সর্পীর্ণনামক হস্তী মিশ্রিতবর্ণ ও মনোমত্ত
হইয়া থাকে ॥

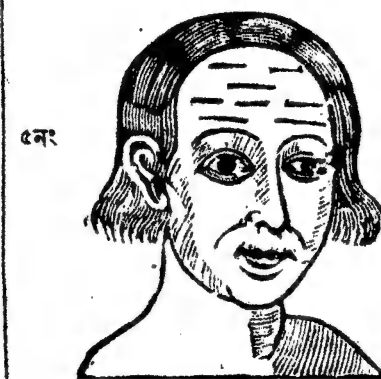
क्रमः—

বিনা গুরূপদেশে কপালরেখাজ্ঞান ।



৩নং। উপরের লিখিত মুণ্ডের কপালে যেরূপ রেখা অঙ্কিত আছে, বাহার ললাটে ঐরূপ রেখা নাসিকার দিকে ধলুকাকারে নত হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তি ছরবছাপন্ন হইয়া থাকে।

৪নং। উপরিলিখিত মুণ্ডের কপালের ছায় যাহার লগাটে সরল রেখা বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তি বাকপটু, সচরিত্র, সকলের প্রিয়, প্রশংসনীয়, নীতিজ্ঞ ও প্রব-
 ধনাশ্রয় হয় এবং সরলতা ও সংস্কারবাহিত মৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে।



এনং। যাহার লন্ডাটদেশের রেখাগুলি উপরিলিখিত প্রতিষ্ঠিত লন্ডাটই রেখার
সদৃশ, সেই ব্যক্তি নানাকার্যে রত ও বহুবিধ মানসিক গুণশালী হইবে, কিন্তু
তাহার সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হইবে না।

৬৮। উপরিনিখিত প্রতিকৃতির হুণ্ডই রেবার সদৃশ রেখা থাকিলে সেই ব্যক্তি
দনী ও সৌভাগ্যশালী হয়।

— 24 —

জ্যোতিষশাস্ত্র।

বারানয়ন।

শকাঙ্কাসারে বারানয়ন।—যে শকাঙ্কের যে মাসের যে দিবসের বার

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	৩
আষাঢ়	৬
শ্রাবণ	৩
ভাদ্র	০
আশ্বিন	৩
কার্তিক	৫
অগ্রহায়ণ	০
পৌষ	১
মাঘ	২
ফাল্গুন	৪
চৈত্র	৬

জানিবার প্রয়োজন হইবে, সেই শকাঙ্কার অঙ্কসংখ্যার সহিত সেই শকাঙ্কার অঙ্কের চতুর্থাংশ যোগ করিয়া তাহাতে পার্শ্বের লিখিত মাসাঙ্ক এবং সেই মাসের দিনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত ২ ছই যোগ করিলে যে সমষ্টি হইবে, তাহাকে ৭ সপ্তদ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্বারা বার জানা যাইবে। যথা—এক অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, ২ অবশিষ্ট থাকিলে সোমবার ইত্যাদি।

যদি শকাঙ্কার চতুর্থাংশ পূর্ণাঙ্ক না হইয়া ভগ্নাঙ্ক হয়, তাহা হইলে ভগ্নাঙ্কের পরিবর্তে ১ এক ধরিয়া লইতে হয় যেমন শকাঙ্ক ১৭৯৯ ইহার চতুর্থাংশ ৪৪৯৮ হয়, কিন্তু ঐরূপ না ধরিয়া উহার পরিবর্তে ৪৫০ ধরিতে হইবে। আর যে শকাঙ্কার চতুর্থাংশ ভগ্নাঙ্ক না হয়, সেই শকাঙ্কার কেবল, ভাদ্রের ৬ এবং আশ্বিনের ২ মাসাদ ধরিতে হইবে। নচেৎ পাশ্চলিগণিত ভাদ্র ও আশ্বিনের পূর্বে নির্দিষ্ট মাসাঙ্ক যোগ দিলে মিলিবে না। এই গণনাতে যদি কদাচিত্ ৭ না

মিলে তাহা হইলে এক বাদ দিলে নিশ্চয় মিলিবে।

দৃষ্টান্ত—১৮১২ শকাঙ্কার ২৫শে ফাল্গুন কি বার হইবে? এস্থলে শকাঙ্কসংখ্যা ১৮১২ তাহার চতুর্থাংশ ৪৫৩ এই ছই অঙ্ক যোগ করিলে ২২৬৫ হইল। এইরূপ ঐ ২২৬৫র সহিত উপরের পার্শ্বের লিখিত ফাল্গুনমাসের অঙ্ক ৪ ও তারিখের অঙ্ক ২৫ এবং অতিরিক্ত ২ যোগ করিলে সমষ্টি ২২৮৬ হইল। ইহাকে ৭ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট ১ থাকিল। অতএব ১৮১২ শকের ২৫ শে ফাল্গুন রবিবার হইবে জানা গেল।

সহজে তিথিগণনা।

কোন শকাঙ্কার কোন মাসের কোন তারিখে ৬০ দণ্ডের মধ্যে কোন তিথি হইবেক, তাহা অতি সহজে পরিজ্ঞানার্থ একটা টেবিল প্রস্তুত করিয়া নিয়ে অঙ্কিত করা গেল। যদিচ এই চক্রে কেবল ১২ বৎসরের তিথির গণনা লিখিত আছে, কিন্তু ইহাতে বহুকালের গণনা করা যাইতে পারিবেক। কেবল ১২৮৯ সালে ১৩০৮ ইত্যাদিরূপে সন পরিবর্তন করিলেই হইবে। ১২৮৯ সালের পূর্বের ঐ নিয়মে সন পরিবর্তন করিয়া গণনা করিলেই হইতে পারিবেক, প্রতিমাসের তন্ত্রের অঙ্ক পরিবর্তন করিতে হইবে না।

টেবিল প্রস্তুত করিবার বিধি।

বাশিচক্রে চক্রে ১২ বৎসর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় আর সেই সেই রাশির সেই আশাধি দ্বারা গমন করিতে উনিশ বৎসর অন্তে সেই সেই দিনে সেই সেই তিথি হইয়া থাকে। এই শকাঙ্কা অঙ্কে ১২ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,

তাহা ১১ দ্বারা পূরণ করিলে অন্তিমাত্ৰ যাহা হইবে তাহাতে অতিরিক্ত ৩ যোগ করিয়া ৩০ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট হইবে, সেই অবশিষ্ট পদ বৎসরের অমাবস্তা হইতে কত তিথি অন্তর হইয়াছে জানিয়া সেই অঙ্ক দ্বিতীয় শকাঙ্কার দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণের কলামে বৈশাখ মাসের নিম্নে সংস্থাপন করিবে, তৎপরে ক্রমে পর পর শকাঙ্ককে ঐ প্রক্রিয়ায় অথবা তাহাতে ক্রমে ১১ যোগ করিয়া ৩০শ এর অধিক হইলে ৩০ বিয়োগ করিয়া অবশিষ্টাঙ্ক ক্রমে ১২টী শকাঙ্ক পর্যন্ত যথানিয়মে স্থাপন করিবে। যথা—অঙ্কিত টেবিল দৃষ্টে ঐ অঙ্ক বৈশাখমাসের নিম্নে স্থাপন করিবে, তৎপরে প্রতিশকের বৈশাখের অঙ্কে ১ যোগ, জ্যৈষ্ঠমাসের অঙ্কে ৩ যোগ, আষাঢ়ের ৫, শ্রাবণের ৭, ভাদ্রের ৯, আশ্বিনের ১০, কার্তিকের ১০, অগ্রহায়ণের ৯, পৌষের ৯, মাঘের ৯, ফাল্গুনের ১০ এবং চৈত্রের অঙ্কে ১০ যোগ করিয়া যে মাসাঙ্ক নিরূপণ হইবে, তাহা যথানিয়মে সংস্থাপন করিয়া টেবিল প্রস্তুত করিবে।

তিথিগণনার চক্র।

শক।	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১২৮৯	২৫	১৬	২৮	০	২	৪	৫	৫	৪	৪	৫	৫
১২৯০	৬	৭	১৯	১১	১৩	১৫	১৬	১৬	১৫	১৫	১৬	১৬
১২৯১	১৭	১৮	২০	২২	২৪	২৬	২৭	২৭	২৬	২৬	২৭	২৭
১২৯২	২৯	১	২	৪	৬	৮	৯	৯	৮	৮	৯	৯
১২৯৩	১০	১১	১৩	১৫	১৭	১৯	২০	২০	১৯	১৯	২০	২০
১২৯৪	২১	২২	২৪	২৬	২৮	০	০	১	০	০	১	১
১২৯৫	২	৩	৫	৭	৯	১১	১২	১২	১১	১১	১২	১২
১২৯৬	১৩	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৩	২৩	২২	২২	২৩	২৩
১২৯৭	২৪	২৫	২৭	২৯	১	৩	৪	৪	৩	৩	৪	৪
১২৯৮	৫	৬	৮	১০	১২	১৪	১৫	১৫	১৪	১৪	১৫	১৫
১২৯৯	১৬	১৭	১৯	২১	২৩	২৫	২৬	২৬	২৫	২৫	২৬	২৬
১৩০০	২৭	২৮	০	২	৪	৬	৭	৭	৬	৬	৭	৭
১৩০১	৮	৯	১১	১৩	১৫	১৭	১৮	১৮	১৭	১৭	১৮	১৮
১৩০২	১৯	২০	২২	২৪	২৬	২৮	২৯	২৯	২৮	২৮	২৯	২৯
১৩০৩	০	১	৩	৫	৭	৯	১০	১১	১০	১০	১১	১১
১৩০৪	১১	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২১	২১	২০	২০	২১	২১
১৩০৫	২২	২৩	২৫	২৭	২৯	১	২	২	১	১	২	২
১৩০৬	৩	৪	৬	৮	১০	১২	১৩	১৩	১২	১২	১৩	১৩
১৩০৭	১৪	১৫	১৭	১৯	২১	২৩	২৪	২৪	২৩	২৩	২৪	২৪

এইরূপ টেবিল দৃষ্টে কিরূপে তিথিগণনা করিতে হয় তাহার নিয়ম লুকাঙ্কলহ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রথমবিধি। যে সনের যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে হইবে, সেই

অক্ষয়ীয়া নক্ষত্রগণনা ।

বাসের তারিখ উপরের টেবিলের লিখিত মাসের নিয়ে যে অক্ষ অঙ্কিত আছে সেই অক্ষের সহিত যোগ করিলে যে অক্ষ হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা ।

দৃষ্টান্ত—১২২৭ সনের ২রা ফাল্গুন বটদিনের মধ্যে কি তিথি হইবে ? জানিতে হইলে উপরের টেবিলের ১২২৭ সনের ফাল্গুন মাসের কলামের ৪ চারি অক্ষ এই মাসের ২রা তারিখের ২ হই অক্ষের সহিত যোগ করিলে ৬ হয় হইল অতএব এই ৬ হয় অক্ষের গুরুপক্ষের বটী জানা গেল । এতাবত এই ২রা ফাল্গুন তারিখে বটদিনও মধ্যে গুরা বটী স্থির হইল । পঞ্জিকাতে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন যে এই দিবস পক্ষমী ৩৬ নশ ৫৬ পল, পরে বটী লাগিবেক ।

দ্বিতীয়বিধি—কোন সনের কোন মাসের কোন দিনের বটদিনের মধ্যে অমাবস্তা জানিবার আবশ্যক হইলে উপরের টেবিলের সনের মাসের নিয়ে যে অক্ষ আছে তাহা ত্রিশ হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই সংখ্যক দিনের বটদিনের মধ্যে অমাবস্তা জানা যাইবে ।

দৃষ্টান্ত যথা—১২২৭ সনের ফাল্গুন মাসের কলামের ৪ অক্ষ আছে, এই চারি অক্ষ ৩০ ত্রিশ হইতে বাদ দিলে ২৬শ অবশিষ্ট থাকে । সুতরাং ফাল্গুনমাসের ২৬শে তারিখে বটদিনের মধ্যে অমাবস্তা হইবে ।

৩য় বিধি—কোন সনের কোন মাসের কোন তারিখের বটদিনের মধ্যে পূর্ণিমা হইবে তাহা জানিতে হইলে টেবিলের লিখিত মাসের অক্ষ হইতে ৩০ বিয়োগ করিলে যদি অবশিষ্ট ১৫ থাকে তাহাহইলে এই মাসের ৩০ শে তারিখে পূর্ণিমা হইবে । যদি এই অবশিষ্ট অক্ষ ১৫ অক্ষের অধিক হয় তাহাহইলে এই ১৫ অক্ষের অতিরিক্ত যাহা হইবে সেই সংখ্যক অক্ষে পূর্ণিমা হইবে । যদি ১৫ অক্ষের নূন হয় তাহা হইলে এই অক্ষের সহিত ১৫ যোগ করিলে যে সংখ্যা হইবেক সেই সংখ্যাহুসারে মাসের তারিখে পূর্ণিমা হইবে ।

দৃষ্টান্ত যথা—১২২৭ সনের ফাল্গুনমাসের কোন তারিখে বটদিনের মধ্যে পূর্ণিমা হইবে তাহা জানিতে হইলে এই সনের ফাল্গুনমাসের কলামের ৪ চারি অক্ষ ৩০ হইতে বিয়োগ করিলে ২৬ অবশিষ্ট থাকিল, এই ২৬ অক্ষ ১৫ অক্ষ হইতে অধিক সুতরাং উপরিলিখিত নিয়মাহুসারে ১১ অক্ষ এই ১৫ অক্ষের অধিক হওয়ায় ১১ই ফাল্গুন বটদিনের মধ্যে পূর্ণিমা হইবে ।

অন্যমতে তিথিগণনা ।

মাসাক	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
-------	-------	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------	-----	-----	---------	-------

শকাব্দার সংখ্যাকে ১১ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১১ দ্বারা পূরণ করিলে যাহা হয়, তাহাতে মাসাক, দিনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া ৩০ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অক্ষে যে তিথি হয়, তদ্বিবসে সেই তিথি জানিবে ।

দৃষ্টান্ত—১৮১২ শকের ২রা ফাল্গুন কি তিথি হইবে ? এই স্থলে ১৮১২ কে ১১ দ্বারা হরণ করিলে ৭ অবশিষ্ট থাকিল, উক্ত ৭ অক্ষকে ১১ দ্বারা পূরণ করিলে ৭৭ হয় হইল । এই ৭৭ সহিত পার্শ্বের লিখিত ফাল্গুনমাসের মাসাক ১০ নশ, মিনাক ২ হই এবং অতিরিক্ত ৬ হয় যোগ করিলে ৯৫ই হইল, উহাকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৫ পাঁচ থাকিল, অতএব এই ৫ পাঁচ অক্ষে ২রা ফাল্গুনের বটদিনের মধ্যে গুরুপক্ষমী জানা গেল ।

অর্থ নক্ষত্রগণনা ।

বটদিনও মধ্যে কোন নক্ষত্র হইবে তাহা সহজে জানার উপদেশ ।

মাসাক	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
-------	-------	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------	-----	-----	---------	-------

তিথিগণনারা তদ্বিবসের তিথি জ্ঞাত হইয়া সেই তিথিতে পার্শ্বের লিখিত মাসাক যোগ করিলে যদি ২৭ অশেকা অক্ষ অধিক হয়, তবে ২৭ বাদ দিলে বাকী যাহা থাকে, সেই অক্ষে যে নক্ষত্র হয়, তাহাই উত্তর । ইহাতে যদি ষথার্থ না মিলে তবে মাসের পূর্বার্ধে হইলে ১ যোগ এবং পরার্ধে হইলে ১ বাদ দিলে ঠিক মিলিবে কিন্তু সেই দিনের যে সংখ্যা তদপেক্ষা সেই দিনের তিথির অক্ষ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে সে মাসের মাসাক যোগ না করিয়া তাহার পূর্বমাসের মাসাক তাহাতে যোগ করিবে । যদি এইরূপ বৈশাখে ঘটে তাহা হইলে চৈত্রের মাসাক যোগ করিবে ।

দৃষ্টান্ত—১৮১২ শকের ২রা ফাল্গুন কি নক্ষত্র ? এস্থলে তিথি গণনারা উক্তদিবসে পক্ষমী তিথি পূর্বে স্থিরীকৃত হইয়াছে । অতএব এই ৫ পাঁচ অক্ষের সহিত পার্শ্বের লিখিত ফাল্গুনমাসের মাসাক ২৩ যোগ করিলে ২৮শ হইল এই ২৮ হইতে ২৭ বাদ দিলে অবশিষ্ট এক থাকিল, অতএব এই ১ একে ২রা ফাল্গুন বটদিনের মধ্যে অশ্বিনীনক্ষত্র জানা গেল ।

তিথি বার নক্ষত্রযোগে দৈনিক প্রত্যক্ষ শুভাশুভ-
ফলগণনার চক্র ।

অ আ	ই ঈ	উ উ	এ ঐ	ও ঔ
কহডধডব	ধজচনমশ	গবতপষষ	ঘটথফরস	চঠদবলহ
ববি, মঙ্গল	সোম, বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
নন্দা	ভদ্রা	জয়া	রিক্তা	পূর্ণা
প্রতিপদ	দ্বিতীয়া	তৃতীয়া	চতুর্থী	পঞ্চমী দশমী
ষষ্ঠী	সপ্তমী	অষ্টমী	নবমী	পূর্ণিমা
একাদশী	দ্বাদশী	ত্রয়োদশী	চতুর্দশী	অমাবস্তা
রেবতী	পুনর্বসু	উত্তরফল্গুনী	অমুরাধা	শ্রবণা
অশ্বিনী	পুষ্যা	হস্তা	জ্যেষ্ঠা	ধনিষ্ঠা
ভরণী	অশ্লেষা	চিত্রা	মূল	শতভিষা
কৃত্তিকা	মঘা	স্বাতী	পূর্বাষাঢ়া	পূর্বভাদ্রপদ
রোহিণী	পূর্বফল্গুনী	বিশাখা	উত্তরাষাঢ়া	উত্তরভাদ্রপদ
মৃগশিরা				
আর্দ্রা				

এই চক্রে পাঁচটি ঘর অঙ্কিত করিয়া তাহার এক একটি ঘরে নামের আদ্যাক্ষর ও এই আদ্য অক্ষরে যে যে বার, তিথি ও নক্ষত্র হইবে তাহা বিভাজন করা হইল । এই তিথিবারাদি সেই সেই নামের জন্মবার, জন্মতিথি জন্মনক্ষত্র কল্পনা করিয়া লইতে হইবে । যে ঘরে যাহার নামের আদ্য অক্ষর দৃষ্ট হইবে সেই ঘরটির অঙ্কিত তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি তাহার প্রথম ঘর বা বালঘর হইবে, তাহার পরের ঘরের অঙ্কিত তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি দ্বিতীয় ঘর বা কুমারঘর, তৃতীয়ঘরের লিখিত তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি তৃতীয়ঘর বা যুবাবর, চতুর্থঘরের তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি চতুর্থঘর বা বৃদ্ধঘর এবং পঞ্চমঘরের লিখিত তিথি, বার, নক্ষত্রগুলি তাহার পঞ্চম বা মৃত্যুঘর কল্পনা করিয়া পঞ্জিকাদৃষ্টে সেই দিবসের শুভাশুভকর জানিতে পারিবে । আর এই মতে যে দিবসের গণনা করিবে পঞ্জিকাদৃষ্টে সেই দিবসের

নক্ষত্রতি ও তারোতি দেবীরা শুভাশুভকলের ভারতমা বুঝিয়া লইতে হইবে ।

বধা—যাহার নামের আদ্য অক্ষর অ আ ক ছ ড ধ ভ ব হইবে, তাহারপক্ষে ঐ দ্বয়ের লিখিত রবি কিম্বা মঙ্গলবার জন্মবার, প্রতিপদ, বসী এবং একাদশী, এই তিথিগুলি জন্মতিথি এবং রেবতী হইতে আর্দ্রাপর্যন্ত লিখিত নক্ষত্রগুলি জন্মনক্ষত্র এবং ঐ ঘরটী তাহার পক্ষে বালস্বর করনা করিয়া লইতে হইবে । এইরূপ ঐ পাঁচটী ঘরের অধিক্ত যে ঘরে যাহার নামের আদ্য অক্ষর দৃষ্ট হইবে সেইটী তাহার পক্ষে প্রথম ঘর বা বালস্বর হইবে এবং পর পর ঘরগুলি যথা—দ্বিতীয় (কুমার) তৃতীয় (যুবা), চতুর্থ (বৃদ্ধ) এবং পঞ্চম (মৃত্যুস্বর) হইবে ।

এই যে বাল, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ এবং মৃত্যুস্বর বলা হইল এইকণ ইত্যাদিগের অর্থ ঐ সকল ঘরের লিখিত বার, তিথি ও নক্ষত্রযোগে কাহার কি ফল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইতেছে । যে দিবস বালস্বর উদয় হইবে, সেই দিবস কিঞ্চিৎ লাভ, কুমারস্বর উদয় হইলে অর্দ্ধলাভ, যুবাস্বর উদয় হইলে সম্পূর্ণ লাভ ও সর্বকক্ষে সিদ্ধি হইবে, বৃদ্ধস্বর উদয় হইলে লাভের হানি এবং মৃত্যুস্বর উদয় হইলে সেই দিবস সর্বনাশ হইবে ।

ঐরূপ স্বরযোগে যে দিবস শক্রর মৃত্যুস্বর উদিত হইবে সেই দিবস শক্রর মৃত্যুর দিন জানিয়া তাহার বিনাশার্থ মন্ত্র, যন্ত্র, ক্রিয়া ও হোমাদিকর্ম করিলে সিদ্ধি হইবে, নচেৎ সিদ্ধি হইবে না ।

তিথিবারনক্ষত্রযোগে দৈনিকশুভাশুভকলের দৃষ্টান্ত ।

১২৯৭ সালের পঞ্জিকাতে ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে লিখিত আছে যে, ঐ দিবস বধবার, সপ্তমী তিথি এবং মঘানক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, অতএব যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর ই ঐ খ জ চ ন ম শ হইবে, যথা—মোতিনী, অগম্মাণ, নারায়ণ, ঐশ্বর ও শশী ইত্যাদি হইবে তাহাদিগের পক্ষে ঐ সকল তিথি, বার ও নক্ষত্রে বালস্বরের উদয় হইবে । যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর উ উ গ ঙ ত প ব য হইবে, যথা—গোপী, পঞ্চানন, উমা ইত্যাদি হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ দিবসে মৃত্যুস্বর হইবে । যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর এ ঐ ঐ ট থ ফ র স হইবে যথা—রমণী, মসিক ইত্যাদি হইবে তাহাদের পক্ষে ঐ দিবস বৃদ্ধস্বর হইবে । যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর ও ঙ ঙ ঠ দ ব ল হ হইবে, যথা—চন্দ্র, হরি ইত্যাদি হইবে তাহাদিগের পক্ষে ঐ দিবস যুবাস্বর হইবে । যাহাদিগের নামের আদ্য অক্ষর অ আ ক ছ ড ধ ভ ব হইবে, যথা—আনন্দ, কালী ইত্যাদি হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ দিবসের তিথি, বার, নক্ষত্র কুমারস্বর হইবে । এইরূপে পঞ্জিকাদৃষ্টে যে দিবস মৃত্যুস্বর উপস্থিত হইবে সেই দিবস হানি ও মৃত্যুর জানিয়া সর্ব কর্ম হইতে বঞ্চিত থাকিবে ।

দশাগণনা ।

অথ নিত্যদশা ।—তিথিবারনক্ষত্রঃ স্বনক্ষত্রসমায়ুতঃ । অষ্টাতিষ্ঠ হরতাপঃ পেষে নিত্যদশাকলঃ । কলং বধা—

যে দিনেতে নিত্যদশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি, বার ও নক্ষত্র ইহাদিগের অঙ্ক ও যাহার দশাগণনা করিবে, তাহার জন্মনক্ষত্রকে এই চারি অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া আট দিরা ভাগ করিবে । এইরূপে ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা কল নির্ণয় করিবে । অবশিষ্ট ১ এক থাকিলে সেই দিনে রবির দশা, ২ দুই থাকিলে চন্দ্রের, ৩ তিন থাকিলে মঙ্গলের, ৪ চারি অবশিষ্ট থাকিলে বুধের, ৫ পাঁচ থাকিলে শনির, ৬ ছয় থাকিলে বৃহস্পতির, ৭ সাত থাকিলে রাহুর, ৮ আট বা নুহ থাকিলে শুক্রের দশা হইবে । এই দশা প্রতিদিন গণনা করিয়া প্রতিদিনের শুভাশুভ কল নির্ণয় করিবে ।

যদ্যে বিভাবিগ্নকঃ প্রকৃতঃ বর্গাধিসিদ্ধিঃ নষ্টী তৌঃ পরবিঘাতনঃ প্রকৃতঃ সোমায়ুঃ

সম্পদঃ । যদ্যে মনবতিঃ শুভঃ বিভবঃ রাহুঃ নষ্টা বধবা শুভঃ সনৎসোমঃ প্রকৃতঃ বর্গাধিসিদ্ধিঃ ।

নিত্যদশার ফল ।—উক্তরূপ গণনার যে দিনে সূর্য্যের দশা হইবে, সেই দিনে বিভবনাশ এবং চন্দ্রের দশায় ধর্ম ও অর্থলাভ, মঙ্গলের দশায় অসুখাশুভ, বুধের দশায় সম্পদ লাভ, শনির দশায় মন্দবুদ্ধি, বৃহস্পতির দশায় সম্পত্তি, রাহুর দশায় বন্ধন ও শুক্রের দশায় সর্বপ্রকার দুঃখ হয় । বর্গাধিসুনিগণ এই দশা ও কল বলিয়াছেন । ইহার পরথমে বিশোত্তরীদশামতে নিত্যদশার গণনার ক্রম ও ফল লিখিত হইবে ॥

ক্রমঃ—

নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ।

পূর্ব্বথমে বচন দেওয়া হইয়াছে, এই খণ্ডে তাহার টীকা ও অনুবাদ আরম্ভ করা হইল ।

টীকা—অথ প্রধাকরণপরি দষ্টমাতকমাহ—প্রণীতিঃ । প্রধাকরণাং সৌম্যঃ পংক্তিঃ তদ্ব্যক্তি-
কণিতা তদ্ব্যক্তিঃ তয়োঃ প্রধাকরণাং তদ্ব্যক্তিঃ উত্তরিতঃ অষ্টকাসংখ্যা ভূমিতা পরস্পরঃ ভূমিতা
ইত্যর্থঃ । তৎসংখ্যাঃ পিতৃ ইতি সংজ্ঞা । ততঃ নামবর্ণন যুক্তা প্রধাকরণাং বৈ বর্ণাঃ ততঃ
বাব্যাকরণসংখ্যা তেন যুক্তা কায়া । ততঃ সৎসংখ্যায়ানয়নঃ দষ্টমাতকমাহ প্রধাকরণাঃ ।
অষ্টোত্তরশতান্যো ক্রোড়াকারঃ । তান্ সংখ্যোক্তা যথাবিভাগঃ বিভক্ত্যা পেষণে সৎসংখ্যায়ান্যো
বিভজ্যন্ত । সৎসংখ্যায়ান্যো প্রধাকরণমাহ দষ্টমাতকমাহ ।

ক্রোড়াকারোত্তরশতঃ ১০৮ সৎসংখ্যাঃ ৪৬ বর্গ ৬০ ক্রমাৎ । ত্রিসংখ্য ৭৩ বর্গ ৮০ বর্গ ৪৬
মষ্টপদ ৮৮ মূর্ধন্যঃ ৪৭ ১০ । সৎসংখ্যায়ান্যো জ্যোতিঃ কণিতা মূর্ধন্যঃ ১০৮ । প্রধাকরণ
রসংখ্যা ১০৮ । অষ্টমী বর্গঃ ১৬ ৮ ৩৪ । একবিংশঃ ক্রমে ২১ সৌম্যো দষ্টা ৩২ । অষ্টোত্তরো ক্রমাৎ ২৩
চতুর্দশো ক্রমে ২৪ প্রাকঃ শনৌ তদ্ব্যক্তিঃ ২৫ ৪৪ । রাহৌ সৎসংখ্যায়ান্যো ৩৬ বর্গ ক্রোড়াকার
প্রধাকরণমাহ । শতঃ ত্রিসংখ্য ১০৮ তরগে ক্রোড়াকারঃ ৩৩ বর্গে বর্গে ৪০ । সৎসংখ্যায়ান্যো ৪১
ভূমৌ ত্রিসংখ্য ৪৩ ক্রমে ২৫ ৮ ১০৮ ৮ রাহৌ বর্গাধিঃ ৭৭ কণিতা ক্রমে ৪৪ । প্রধাক-
রণাক্রোড়াকার পিতৃ তদ্ব্যক্তিঃ শেখরিতাঃ রাহিঃ ৪৪ ।

টীকা—সৎসংখ্যায়ান্যো ক্রোড়াকারঃ । প্রধাকরণমাহ প্রধাকরণমাহ ক্রোড়াকারমাহ ১—৪৪ ।
অষ্টোত্তরশতঃ অষ্টোত্তরশতঃ প্রধাকরণমাহ । ক্রোড়াকারমাহ ১—৪৪ ।

স্বরব্যঞ্জন-অক্ষরস্বর ।

অবর্ণ ১, কবর্ণ ২, চবর্ণ ৩, টবর্ণ ৪, তবর্ণ ৫, পবর্ণ ৬, যবর্ণ ৭ এবং শবর্ণ ৮ ।
স্বরবর্ণ—অ ১, আ ২, ই ৩, ঐ ৪, উ ৫, ঊ ৬, ঋ ৭, ঌ ৮, ৯ ১০, এ ১১,
ঐ ১২, ও ১৩, ঔ ১৪, অং ১৫, অঃ ১৬ ।

ব্যঞ্জনবর্ণ—ক ১, খ ২, গ ৩, ঘ ৪, ঙ ৫, চ ৬, ছ ৭, জ ৮, ঝ ৯, ঞ ১০ ;
ট ১১, ঠ ১২, ড ১৩, ঢ ১৪, ণ ১৫ ; ত ১৬, থ ১৭, দ ১৮, ধ ১৯, ন ২০ ; প ২১, ফ ২২, ব ২৩, ভ ২৪,
ম ২৫ ; য ২৬, র ২৭, ল ২৮, ব ২৯, শ ৩০, ষ ৩১, স ৩২, হ ৩৩ ।

প্রধাকরণের পংক্তিমাধ্যে উপরিলিখিত অক্ষরস্বরদ্বয়ে প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরস্ব-
টিকে ঐরূপ প্রত্যেক স্বরবর্ণের অক্ষরস্বটী দ্বারা গুণ করিলে যে গুণফল হয়, তাহার
নাম পিতৃক । এই পিতৃকের সহিত প্রধাকরণে বস্তু অক্ষর থাকিবে, শুভসংখ্যা
যোগ দিতে হইবে । তৎপর উক্ত যোগ্যকর সহিত নিরলিখিত বৎসরাদি প্রধাকরণ
ক্রোড়াকারি যোগ করিয়া এই যুক্তাককে বস্তু প্রধাকরণ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগশেষ
থাকিবে, তাহা দৃষ্টে নিরলিখিত প্রণালীতে বৎসরাদি আনয়ন করিতে হয় ।

বৎসরাদির প্রধাকরণ বধা—বৎস জানিবার সময় বৎসের প্রধাকরণ ৩২, ক্রোড়াকার ১০৮
এবং ভাজক ৩০ । বৎস জানিবার সময় প্রধাকরণ ৮ ক্রোড়াকার ৪৬ এবং ভাজক ১২ ।

পক্ষ জানিতে হইলে মানসনয়ন প্রক্রিয়াতে ভাগাবশিষ্ট অঙ্কের সমবিষয়তা দৃষ্টে নষ্টজাতকের পক্ষ স্থির করিতে হইবে। অর্থাৎ যুগ্ম অঙ্কে শুক্রপক্ষ আর অযুগ্ম অঙ্কে চন্দ্রপক্ষ জানিবে। তিথি জানিবার সময় ঐবাৎ ১০ ও কেপাক ৬০ এবং ভাজক ১৫। দিন অর্থাৎ নষ্টজাতকের অঙ্গবার জানিতে হইলে ঐবাৎ ১২ এবং কেপাক ৭০ এবং ভাজক ৭। নষ্টজাতক জানিবার সময় ঐবাৎ ১৮, কেপাক ৮০ এবং ভাজক ২৭। নষ্টজাতকের যোগ জানিবার সময় ঐবাৎ ৭, কেপাক ৪৬ এবং ভাজক ১২। শর জানিবার সময় ঐবাৎ ২০ এবং কেপাক ৫৮ এবং ভাজক ১২। রাশি জানিবার সময় ঐবাৎ ২১, কেপাক ৫৮ এবং ভাজক ১২ গ্রহণ করিতে হইবে।

নষ্টজাতকের গ্রহানয়নকালে উক্ত পিণ্ডকের সহিত নিম্নলিখিত ঐবাৎ ও কেপাক যোগ করিয়া যুক্তাক্ষকে ১২ দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে কোন রাশিতে কোন গ্রহ আছেন, তাহা জানা যায়। সূর্যের ঐবাৎ ৩০ কেপাক ১০৩, চন্দ্রের ঐবাৎ ১৬ কেপাক ০, মঙ্গলের ঐবাৎ ২১ কেপাক ৩৫, বুধের ঐবাৎ ৩২ কেপাক ৪০, বৃহস্পতির ঐবাৎ ২৩ কেপাক ৬৬, শুক্রের ঐবাৎ ২৩ কেপাক ৫৩, শনির ঐবাৎ ২৫ কেপাক ১০৩, রাহুর ঐবাৎ ৩৬ কেপাক ৭৭ নির্দিষ্ট আছে। ক্রমশঃ—

নষ্টজাতকের শুক্রজ্ঞান।

অন্যকালে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন তাহা সহজে কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার উপদেশ লিখিত হইতেছে। গ্রহগণ কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্রে হইতে গমন করিয়া পরে কতিপয় বৎসর অন্তরে পুনরায় সেই সেই নক্ষত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন যথা—

মঙ্গলগ্রহ ৭২ উদানীবৎসর পরে, বুধগ্রহ ৪৬শ বৎসর, বৃহস্পতি ৮৩ বৎসর, শুক্র ৮ বৎসর, শনি ৫৯ বৎসর, রাহু ৯৩ বৎসর পরে সেই সেই নক্ষত্রে দ্বিগুণ গমন করিয়া থাকেন।

এইরূপ এই খণ্ডে শুক্রগ্রহ অন্যকালে কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন কেবল তাহারই গণনার সঙ্কেত ও টেবিল এবং উপদেশ নিম্নে লিখিত হইল।

যে শকে অম্ব হইয়াছে সেই শকাব্দ হইতে ১৩৩০ বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্কসংখ্যাকে শুক্রের হারকাঙ্ক ৮ দ্বারা ভাগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্ক শুক্রগ্রহের টেবিলের যে কলামের উপর দৃষ্ট হইবে সেই নম্বরের কলামের মধ্যে মাসাত্মক শুক্রগ্রহস্থিত নক্ষত্র জানা যাইবে।

শুক্রের টেবিল।

	১	২	৩	৪
বৈশাখ	৩১৬২	২১০২১	২৫১২২২	৪১ ৮২২
জ্যৈষ্ঠ	২১২১	৪১ ৫১২২৩	২৭১ ২১৪২৪	৬১ ৫২৭
আষাঢ়	১১ ২১৬২২	৭১ ৩১৪২৬	৩১ ৪১৫২৬	৮১৭১৭
শ্রাবণ	৪১ ৮২২	১০১ ৫১৭২৮	৬১ ৫১৬২৭	৭১ ২৬৩০
ভাদ্র	৬১ ২১৬২৫	১৩১ ৮২১	৯১ ৭১৮২২	৭১ ১৮
আশ্বিন	৯১ ৫১৬২৭	১৫১ ৩১৮	১২১ ৮১৯৩০	৮১ ১১৫২৭
কার্ত্তিক	১২১ ৮১৯৩০	১৭১২	১৫১০২০	১১১ ২১১
অগ্রহায়ণ	১৫১০২১	১৮২৫১৭	১৭১ ১১১২২	১৩১ ২১৩২৪
পৌষ	১৭১ ১১২২৩	১৭১	২০১ ৪১৪২৫	১৬১ ৫১৬২৭
মাঘ	২০১ ৪১৫২৫	১৭১ ৫১৯	২৩১ ৬১৬২৮	১৯১ ৮১৯
ফাল্গুন	২৩১ ৬১৬২৭	১৯১ ২১২২৫	২৬১০২১	২৪১ ১১১২২
চৈত্র	২৬১ ৯২০	২২১ ৭১৯২৯	২৯১ ২১৪২৫	২৪১ ৩১৬২৪

	৫	৬	৭	৮
বৈশাখ	২৭১ ৫১৬২৬	২৪১ ৯২২	৩১ ৭১৮৩০	২৬১০১৩৩০
জ্যৈষ্ঠ	৩১ ৬১৭২৮	২৬১ ২১৫২৬	৬১০২২	২১ ২২১
আষাঢ়	৬১ ৭১৮২২	২১ ৭১৮২২	৮১ ৩১৬	৪১ ৫১৩২২
শ্রাবণ	৯১ ৯২০৩১	৫১ ৯২০৩১	১১১২	৭১ ১১২২৩
ভাদ্র	১২১ ৯২১	৮১১২২	১২১৭২৯১২	১০১ ২১৩২৪
আশ্বিন	১৪১ ১১১২৬	১০১ ২১৩১৪	১২১৮৬১১	১৩১ ৪১৪২৫
কার্ত্তিক	১৭১ ৫১৬২৮	১৩১ ৩১৪২৫	১১১ ৭১২৫	১৬১ ৬১৭২২
অগ্রহায়ণ	২০১০১২	১৬১ ৫১৬২৬	১৩১ ৯২১	১৯১ ৮১৯৩০
পৌষ	২৩১ ৬২৩	১৯১ ৮১৯২২	১৫১ ৬১৮২২	২২১ ৮২৩
মাঘ	২৪১	২২১১২১	১৮১০২১১	২৪১ ৫১৭
ফাল্গুন	২৪১৪২৩	২৪১ ২১৩২৩	২০১ ৩১৪২৫	২৬১ ১১৪২৯
চৈত্র	২৩২১	২৭১ ৪১৫২৬	২৩১ ৬১৭	২১

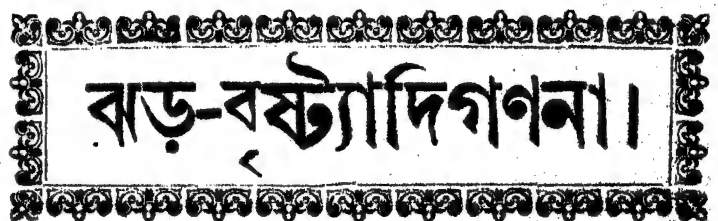
শুক্রগ্রহস্থিত নক্ষত্রের টেবিলের বিবরণ।

নিম্নলিখিত টেবিলের বামদিকে বৈশাখ হইতে চৈত্রমাসের নাম লিখিত হইল। ঐ মাসসমূহের দক্ষিণে এক হইতে আটটা কলাম অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে নক্ষত্রের অঙ্ক এবং নক্ষত্রের অঙ্কে দাড়ি দিয়া তৎপরে যে অঙ্ক লিখিত হইল তাহা সন্ধারের তারিখ, অর্থাৎ ঐ তারিখে জানা যাইবে যে পূর্বনক্ষত্রে হইতে পর নক্ষত্রে শুক্র গমন করিবে, আর “ব” অঙ্কর দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে বক্রগমনে ঐ তারিখে তাহার পূর্বনক্ষত্রে গমন করিবে।

দৃষ্টান্ত ১৮১২ শকের ১লা বৈশাখ শুক্র কোন্ নক্ষত্রে স্থিত ছিলেন তাহা জানিতে হইলে ১৮১২ হইতে ১৩৩০ বিয়োগ করিলে ৪৮২ অবশিষ্ট থাকে, ঐ ৪৮২ চারিশত বিরানীকে ৮ আট দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ ৬০ বাইট, অবশিষ্ট ২ দুই থাকিল, এইরূপ দেখিতে হইবে যে বৈশাখমাস হইতে একটি সরলরেখা ২ দুই নম্বর কলামে টানিলে প্রথম অঙ্ক ২ দুই দৃষ্ট হইবে, ঐ ২ দুইয়ে জানা গেল যে বৈশাখমাসের প্রথম তারিখে শুক্র ভরণীনক্ষত্রে স্থিত ছিলেন, ঐ ২ দুই অঙ্কের পর যে ১০ দশ অঙ্ক লিখিত আছে উহাতে জানা গেল যে ১০ দশই বৈশাখ শুক্র কৃত্তিকানক্ষত্রে যাইবেন, তৎপর যে ২১ অঙ্ক লিখিত আছে উহাতে জানা গেল যে ২১শে বৈশাখ শুক্র রোহিণীনক্ষত্রে যাইবেন এইরূপ গণনায় যে শকের যে মাসে শুক্র যে নক্ষত্রে থাকিবেন তাহা সহজে জানা যাইবে।

অতীত গ্রহের নক্ষত্রগণনা ক্রমে বিবৃত হইবে।

ক্রমশঃ—



গর্ভলক্ষণ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

যেখের গর্ভ কাহাকে বলে তাহা কথিত হইতেছে। বৎসরের মধ্যে কোন বিশেষ ঋতুতে যে দিনে আকাশমণ্ডলে যের দৃষ্ট হয় সেই দিনেই যের গর্ভ হইল এইরূপ কল্পনা করিবে। আর ঐ দেখুয়ে ঐ গর্ভদিন হইতে কল্পনায় পরে

এক কোম্বায়ে দুই হইবে, তাহা গণনাযায়া নির্ণীত হইবে। ইহার বিশেষ-
কাল মিলিথিত বচন কয়েকটি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে।

কৃষ্ণপক্ষি দুইটিয়াসি দিবসাবি তারি হুইকম্। ত্রিযতে গণপায়নকাতপবাংতাবি-
রতিতামি।

গর্গ, পরায়ন, কাতপ, বাংত, প্রভৃতি ঋষিগণ বর্ষার লক্ষণ যেরূপ নিরূপিত
করিয়াছেন, আমি তক্তে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ করিলাম।

বৈবস্বতবহিঃসিঃ দ্বাষিঃ বো গর্ভলক্ষণে ভবতি। তত মুনৈব বাণী ন ভবতি বিখ্যা-
দুর্দিশে।

যে বৈবস্বত দিবসাবি অবহিতচিতে মেঘের গর্ভলক্ষণ দৃষ্টে বিবেচনাপূর্বক বর্ষার
বিষয় নিরূপণ করেন, তাহার বাক্য মুনিকোয়র ভায় কদাচ বিফল হয় না।

কিংবাতঃ পরম্যাচ্ছাতঃ জ্যোতিহতি বহিঃসিঃ। একংসিঃপি কালে ত্রিকালদর্শো কলো
জনতি।

বর্ষাগণনা শাস্ত্র অপেক্ষা অল্প কোন্ শাস্ত্রফলে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? এই বর্ষা-
গণনারূপ শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও এই কালযুগে ত্রিকালদর্শী বলিয়া
পরিগণিত হয়।

কেচিবহিঃ কার্তিকগুহ্যমতীতা গর্ভবিবসাঃ হ্যঃ। ন তু তদন্তঃ বহুনাঃ গর্গাদীনাঃ মতঃ বক্ষ্যে।

কেহ কেহ কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের অর্ধেক অতীত হইলে অর্থাৎ অষ্টমীতিথি
হইতে মেঘের গর্ভদিন নির্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই মত বহুসম্মত নহে;
একজ্ঞ গর্গপ্রভৃতি ঋষিগণের মত বর্ণন করিতেছি।

সিতপক্ষত্বাঃ কৃষ্ণে শুক্রে কৃষ্ণা দ্ব্যস্তবা রাজৌ। নক্তঃ প্রভবাৎহানি সক্ষ্যাজাতাঃ সক্ষ্যায়াম্।

শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে (একশত পঞ্চদশতি দিন পরে) কৃষ্ণপক্ষে এবং
কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে ঐরূপ শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইবে, দিব্যভাগে গর্ভ হইলে রাত্রিতে,
রাত্রিতে হইলে দিব্যভাগে বর্ষণ হইবে এবং প্রাতঃ সক্ষ্যাকালে গর্ভ হইলে সায়াং
সক্ষ্যার ও সায়াং সক্ষ্যাকালে গর্ভ হইলে (ঐরূপ ১০৫ দিন পরে) প্রাতঃসক্ষ্যাসময়ে
বর্ষণ হয়।

বৃশসীর্ষায়া গর্ভা মক্ষফলাঃ পৌষশুক্লজাতাঃ। পৌষশুক্লপক্ষে নির্দিষ্টেচ্ছাংগত সিতম্।

অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণ-
পক্ষে গর্ভ হইলে আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইবে, কিন্তু ঐ বর্ষণ অতি অল্পপরিমাণে
হয়। ঐরূপ পৌষমাসের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে মন্দ মন্দ বারি-
বর্ষণ হয় এবং পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষে
বর্ষণ হইয়া থাকে।

মাঘসিতোবা গর্ভাঃ জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণে প্রভৃতিয়াসি। মংগত কৃষ্ণপক্ষে নির্দিষ্টেচ্ছাংগত সিতম্।
কান্তনগুরুসমুখা ভাদ্রপক্ষাসিতঃ বিনির্দিষ্টাঃ। তত্বেব কৃষ্ণপক্ষেভবন্তঃ বে ভেৎখবুৎক্রে।
চৈত্রসিতপক্ষাতাঃ কৃষ্ণেবমুৎক্রে বারিবা গর্ভাঃ। চৈত্রাসিতসকৃতাঃ কার্তিকশুক্রেভবতি।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষে, মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষে
গর্ভ হইলে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে, কান্তনের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে,
কান্তনের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে আশ্বিনের শুক্লপক্ষে, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে হইলে
আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে এবং চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে কার্তিকমাসের শুক্ল-
পক্ষে বর্ষণ হইয়া থাকে।

পূর্বাচ্ছাতাঃ পশ্চাদগোবাঃ প্রাপ্তবতি জীমূতাঃ। শেবাষপি বিক্বেং বিপদ্যো ভবতি
যাতোক।

পূর্বদিকে মেঘের গর্ভ হইলে পশ্চিমদিকে এবং পশ্চিমদিকে গর্ভ হইলে পূর্ব-
দিকে বর্ষণ হয়। এতদ্বিধি অজ্ঞাত দিকে এইরূপ বিপরীতভাবে বর্ষণ হইবে।
যদি পশ্চিমদিকে এইরূপ জালিবে অর্থাৎ বহন মেঘের গর্ভ হয়, তখন বায়ু যে দিকে
প্রবাহমান দেখা যায়, বর্ষণপক্ষে তাহার বিপরীতদিকে প্রবাহিত হয়। ক্রমশঃ—

ধারণা।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

তত্বেব বাত্যায়ে বৃষ্টে ততুইরে কবামাসাঃ। জ্যৈষ্ঠপূর্ণী জেরাঃ পশ্চিমতা বাবামাসাঃ হ্যঃ।

যদি উল্লিখিত দিনচতুর্দশের মধ্যে বারিবর্ষণ হয় এবং তৎকালে চন্দ্র বাতী
হইতে জ্যোষ্ঠাপর্যন্ত চারি নক্ষত্রে গমন করে, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্তিক-
পর্যন্ত চারিমাসে প্রচুর বর্ষণ হইবে।

যদি তাঃ স্যারেকরুণাঃ শুভাততঃ সাত্বাত ন বিহার। তৎকরুণাঃ জ্যোষ্ঠাঃ সৌক-
তাপাত্ত বাপিষ্টাঃ।

যদি বায়ু উল্লিখিত ধারণাদিনচতুর্দশ মধ্যে সমভাবে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে
দেশের মঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু বিনমভাবে বহন হইলে অমঙ্গল ও তৎকরুণ উৎ-
পন্ন হয়। বিশিষ্টঋষিও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সবিদ্রাতঃ সপুংবতঃ সপাঃপুংকরমাকতাঃ। সার্কচন্দ্রপরিচ্ছাদা ধারণাঃ শুভবামাসাঃ।

যদি ধারণাদিনে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল মেঘে সমাচ্ছাদিত থাকে এবং তৎকালে
বিদ্রাৎ, বজ্রাঘাত, ও মূলিবৃষ্টি ও বায়ুবহন হয়, তাহা হইলে উত্তম বারিবর্ষণ হইবে।

যদা তু বিদ্রাতঃ শেঠাঃ শুভাশাশ্রুতাপিতাঃ। তদাপি সর্বসম্রাট্যঃ বুদ্ধিঃ জ্যোতিষকণাঃ।

ধারণাদিবসে শুভদিকের বিপরীতদিকে ধারাবাহিকরূপে অত্যন্ত বিদ্রাৎ বৃষ্টি
হইলে রাজ্যে সর্ববিধ শস্ত সুখপ্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ—

সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

আর্দ্রঃ জবাঃ স্পৃশতি যদি বা বারি তৎসংজকঃ বা তোরাসরো ভবতি যদি বা জোয়কাব্যো-
মুখো বা। প্রো বাচাঃ সলিলমচিরাংসি নিঃসংগেয়ং পূজ্যকালে সলিলমিতি বা জয়সে
বত্ৰ মলঃ।

জল প্রস্রবালে যদি প্রস্রবতা কোন আর্দ্রবস্ত, জল কিবা জলনামক কোন বস্তু
স্পর্শ করে, জলের নিকটবর্তী হয়, জলকার্য্য করিতে উৎসুক থাকে অথবা জল এই
শব্দ শ্রুত হয়, তাহা হইলে মেঘজল বলিলেন অতি শীঘ্র বৃষ্টি হইবে।

উদগলিগরিসংগো দুনিরীক্ষাচাতীপ্তা। ক্রতকনকবিকশাঃ হিহবৈবুধ্যাক্ষিতাঃ। তবহি
কুরতেহতত্তোরকালে বিবহান প্রভৃতি যদ্বিষোচ্চঃ ধং সতোচীব তীকম্।

যখন সূর্য্য উদয়াচলে উপস্থিত হন তখন যদি তাহার দীপ্তি অতি প্রচণ্ড হয়
অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শক্তি হয় না অথবা সেই সূর্য্য তদুৎকালনের
পাভাবিশিষ্ট কিবা স্নিগ্ধ সৈন্দূর্যামণির স্থায় দীপ্তিমান হয় অথবা মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য
তি প্রদীপ্ত কিরণ প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

বিরসমুদকঃ গোনেভাতঃ বিরবিবলা বিমো লবণমিকৃতিঃ কাণ্ডাতঃ যদা চ তৎকরুণাঃ।
পবনবিগমঃ পোল্লহন্তে যবাঃ হলগামিষো রসবসকৃৎকানাঃ জলাগমহেতবঃ।

যদি জল বিরস ও গোনেভের স্থায় পরিকার, আকাশ ও দিকসকল বিমল, লবণ-
জলবৎ, আকাশের বর্ণ কাকডিম্বের স্থায় ও সর্বত্র বাতশূন্য হয়, মীন সকল স্থলে
উল্লম্বন করে এবং বারবার ভেকসকল শব্দ করিতে থাকে, তাহা হইলে অবশ্য বৃষ্টি
হইবে ইহা জানা যায়।

মার্জ্জার ভূশবনিঃ নৈলগিগছো লোহানাঃ মলবিচঃ সবিগমঃ। রথ্যায়ঃ শিউরিচিচাতঃ
সেতুবত্যাঃ সস্তাঃ জলমচিরাংসিবেতবতি।

যদি মার্জ্জার বারবার নখদ্বারা ভূমিবিদারণ করে, লোহের বলে অতি ভগ্ন হয়,
এবং বালকগণ মিলিত হইয়া পথিমধ্যে সেতুবন্ধন করে, তাহা হইলে সমস্ত বৃষ্টি
জানা যায়।

গিরয়োজগপুংসরিতা যদি বা বাপনিরুদ্ধকরঃ। কৃষ্ণাহুবিলাচনোপবাঃ পরিবেবাঃ
পলিনন্দ বৃষ্টিয়াঃ।

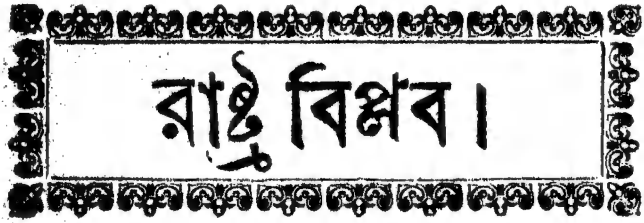
যদি পর্বতসকল অল্পপুংসরিতা স্থায় বর্ণবিমল হয়, গিরিচূড়া সকল বাপে পরি-

পূর্ণিত হয় এবং চন্দ্রমণ্ডল যদি কুর্কটের চকুর ভাৱ আভা ধারণ করে তাহা হইলে নিম্নের নীচ বৃষ্টি হইবে ॥

দ্বিগোপবাতেন পিপীলিকাবাসভোগসংক্রান্তিভিষ্যবারঃ। অমাবস্যাংস্তে কুর্কটমাসঃ।
কুর্কটমাসে পূর্ণাষাঢ়মাসঃ ॥

যদি পিপীলিকাগণ কোন আঘাত ব্যতিরেকে তাহাদিগের ডিম লইয়া গর্ত হইতে উল্লভ হয়, সর্পগণ ব্যব্যাপ্ত থাকে, উহারা বৃক্কের অগ্রভাগে আরোহণ করে এবং গোসকল মাঠে উল্লম্বন করে, তাহা হইলে অবশ্য নীচ বৃষ্টি হইবে ॥

ক্রমশঃ—



কেতুচার।

পূর্বাশ্বিনতের পর।

শতমেকাদিকমেক সহস্রমণের বহুত্ব কেতু নাম। বহুগণমেকমেব গ্রাহ সুনির্ভারনঃ কেতুঃ ॥

কেহ কেহ বলেন, একশত একটিমাত্র কেতু বিদ্যমান আছে, কেহ কেহ সহস্রসংখ্যক কেতু নির্দেশ করেন, নারদ বলেন যে, একটিমাত্র কেতুই নানাসময়ে নানাস্থানে নানারূপে প্রকাশিত হয় ॥

বয়োকে বসি বহবঃ কিমেনেব ফলস্ত সর্গধা বাচ্যম্। উদয়াস্তময়ৈঃ স্থানৈঃ স্পর্শৈরাধুনৈকৈর্নৈঃ ॥

কেতু একই হউক বা বহুসংখ্যকই হউক, তাহাদের ফল নানাবিধ হয় এবং তাহার উদয় ও অস্তময়, স্থিতিস্থান, গ্রহাদি সহ তাহার যোগ এবং তাহার বর্ণ এই সমস্ত দ্বারাই ঐ কল নিরূপিত হইয়া থাকে ॥

বাবল্যাদি বৃদ্ধো মাসাত্ত্বিত্য এব ফলপাকাঃ। মাসৈরজ্যাক্ত বদেৎ প্রথমাং পক্ষত্রয়াং পরতঃ ॥

কেতু বহুসংখ্যক দিন উদ্ভিত থাকে, প্রথমোদয়ের তিন পক্ষ পর হইতে ততসংখ্যক মাসপর্যন্ত তাহার কল প্রদান করে এবং যতসংখ্যক মাস উদ্ভিত থাকে, প্রথমোদয়ের তিন পক্ষ পর হইতে ততসংখ্যক বৎসর যাবৎ তাহার কলপ্রদান করিয়া থাকে ॥

হৃদয়তঃ অসমঃ দিক্‌স্বত্বচরিত্রসংহিতঃ গুরুঃ। উচিতো বাপ্যতিদৃষ্টে শুভিকসৌখ্যাবহঃ কেতুঃ ॥
উচ্চবিপন্নতরুণো ন শুভকরো ধূমকেতুঃ পরঃ। ইন্দ্রাধ্বানুক্যারী বিশেষতো দ্বিজিহ্বলো বা ॥

ধূমকেতু হ্রস্ব, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, কণ্ঠহারী, শুক্লবর্ণ এবং উদ্ভিত সময়ে বা তৎপর-কণে দৃষ্ট হইলে সুভিক ও লোকের সুখলাভ হয়। আর ইহার বিপন্নত লক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে এবং ইন্দ্রাধ্বানুক্য অথবা হুইটী কিম্বা তিনটী চূড়া বা পুচ্ছবিশিষ্ট হইলে সেই কেতু অন্তঃকারী হইয়া থাকে ॥

হাসমণিহেমরূপাঃ কিরণাখ্যাঃ পক্ষবিশতিঃ সশিখাঃ। আগশরদিশোবৃদ্ধা বৃপতিবিরোধা-বহা রবিজাঃ ॥

যে সকল কেতু বা ধূমকেতু মালা, মণি ও স্বর্ণের জ্বায়, তাহাদিগকে কিরণ-কেতু কহে। ইহাদিগের সংখ্যা পক্ষবিশতি ও ইহার শিখাবিশিষ্ট। (এই শিখাকে পুচ্ছ বলে) এই সকল ধূমকেতু রবির পুত্র, ইহার পূর্ক ও পশ্চিমদেশে আবিস্কৃত হয়, ইহার উদ্ভিত হইলে রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ জন্মিয়া থাকে ॥

ক্রমশঃ—

উচ্চালকণ।

পূর্বাশ্বিনতের পর।

অশনিঃ নবদেব মহতা বৃক্ষাবমুনাযবেরতকণ্ডম্। দিপতিভি বিহারয়তী ধরাতলং চক্ৰসংহালা ॥

অশনি অর্থাৎ বজ্রনামক উচ্চা চক্রাকৃতি, উচ্চা ভীষণ পক্ষ সহকারে বৃগতি,

হস্তী, অশ্ব, হৃগ, পর্বত, বাটী, বৃক ও মেবাদি পক্ষর উপরে নিপতিত হয় এবং উচ্চা পতিত হইয়া ভূমিতল বিলীর্ণ করিয়া যায় ॥

বিহ্বাংসদ্ব্যাসং জনরতী তটতটমহা সহসা। কুটিলবিশালা দিপতিভি কীবেদনরাশিহু অলিতা ॥

বিহ্বাং কুটিলাকৃতি, বৃহৎ ও অশ্লিষ্ট, উচ্চা প্রাণীগণের ভয়ানক ও তটতট শব্দসহকারে জীব ও কাষ্ঠরাশির উপর নিপতিত হয় ॥

ধিকা কুশালগুচ্ছা ধনুং বি দশ বৃহতেহস্তারজ্যধিকম্। অমিতাকারমিকাশা যৌ বহৌ সা প্রমাণেন ॥

ধিক্যনামক উচ্চা প্রজ্জলিত অগ্নির জ্বায়, কুশ ও ক্ষুদ্র পুচ্ছবিশিষ্ট, ইহা দশ ধনু অর্থাৎ ৪০ হস্ত অন্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহার পরিমাণ দুই হস্ত ॥

ভারা হস্তং বীধা গুহা ভাষান্ততরুণা বা। তিথ্যগম্যশোদ্ধা বা নাকি বিরতুমানেন ॥

তারানামক উচ্চা দীর্ঘে এক হস্ত, উচ্চা খেতবর্ণ বা তাজবর্ণ অথবা পদ্মতন্ত-সন্নিভ, উচ্চা শূভমার্গে কোন অদৃশ্যশক্তিদ্বারা আকৃষ্যমাণের জ্বায় উচ্চ বা অধোমুখে তিথ্যগুভাবে গমন করে ॥

উচ্চা শিরসি বিশালা নিপতন্তী বর্জতে প্রতমুগুচ্ছা। বীধা ভবতি চ পুরুষং তেষা বহবো ভবন্ত্যস্তাঃ ॥

উচ্চানামক উচ্চার মস্তক বৃহৎ, পুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র এবং একটী মানবের জ্বায় দীর্ঘ। উচ্চা পতনকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই উচ্চা বহুবিধরূপে দৃষ্ট হয় ॥

শ্রেতপ্রহরণধরকরতনত্রকপিদ্যঃ। লাজলমুগাতাঃ। গোদাহিধুমরূপাঃ। পাপা বা চোত্তরশিরসা ॥

যে সকল উচ্চা শব, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র, কুস্তীর, বানর, দন্তবিশিষ্ট জীব, লাজল, হরিণ, গোষা, সর্প, অথবা ধূমের জ্বায় আকৃতিবিশিষ্ট কিম্বা যাহারা দুইটী মস্তক-যুক্ত, তাহারা অন্তঃকারী হয় ॥

ধ্বজবধকরিগরিকমলেদুত্তরমস্তুগুরুজতংসাতাঃ। জীবৎসবজ্ঞশখ্যতিকরূপাঃ শিবদ্রুতিকাঃ ॥

যে সকল উচ্চার আকৃতি ধ্বজা, মংস্ত্র, হস্তী, পর্বত, পদ্ম, চক্র, অশ্ব, তণ্ড-রোপা, হংস, বিহ্বাক, বজ্র, শখ অথবা ত্রিকোণের জ্বায়, তাহারা রাজ্যের কল্যাণ ও সুভিককর হইয়া থাকে ॥

ক্রমশঃ—

ইন্দ্রাধ্ব।

পূর্বাশ্বিনতের পর।

বিদিশুতঃ দিক্‌খানিধানং ব্যজ্রমঃ মরককারি। পাটলপীতকনীলৈঃ শস্ত্রাধিকুৎকতা বোবাঃ ॥

ইন্দ্রাধ্ব বিশেষ বিশেষ দিকে উদ্ভিত হইলে সেই সেই দিকে যে সকল ব্যক্তি বুঝায়, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদি ইন্দ্রাধ্ব মেঘমণ্ডলে দৃষ্ট না হইয়া অন্তর-দেখা যায়, তাহা হইলে মারিভয় জন্মে। ইন্দ্রাধ্ব পাটলবর্ণ হইলে শত্রুভয়, পীত হইলে অগ্নিভয় এবং নীলবর্ণ হইলে ক্ষুধাজনিত ভয় হয় ॥

জলমধোহনাবৃষ্টিভূঁবি শত্রুবধরো হিতে ব্যাধিঃ। বন্দীকে শত্রুভয়ং নিশি সচিববধার ধনুর্নৈরজম্ ॥

ইন্দ্রাধ্ব জলমধ্যে দৃষ্ট হইলে অনাবৃষ্টি, মৃত্যিকার হইলে শতনাশ, বৃক্ষোপরি দৃষ্ট হইলে রোগ, বন্দীকে (উইয়ের চিপে) দৃষ্ট হইলে অন্তঃভয় এবং রাজ্যকালে দৃষ্ট হইলে সেই দেশের রাজমন্ত্রী বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥

বৃষ্টিঃ করোত্যবৃষ্টিঃ বৃষ্টিঃ বৃষ্টিঃ নিবারয়তোজ্ঞানম্। পক্ষাৎ সঠৈব বৃষ্টিঃ কুলিশভূতশাপহাটো ॥

অনাবৃষ্টি সময়ে ইন্দ্রাধ্ব দৃষ্ট হইলে জলবর্ষণ হয় এবং জলবর্ষণকালে দৃষ্ট হইলে বৃষ্টি প্রশমিত হইয়া যায় আর পশ্চিম দিকে যে কোন সময়েই হউক না কেন, লক্ষিত হইলে বারিবর্ষণ হইবে ॥

ক্রমশঃ—

গন্ধর্বনগর।

পূর্বাশ্বিনতের পর।

মায়রূপভিজরাধবমুলাধিকম্। বিবর্ণনাশার। শাভাশার্য্যঃ বৃষ্টিঃ অতোহনং বৃপতিবিরোধার ॥

গন্ধর্বনগর উত্তর দিকে দৃষ্ট হইলে নগরবাসী ও রাজার লক্ষ্যভ্যস্ত হয়, কোন

100

তুর্জিকাদি।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

বৃহত্তরহীপুত্রা জৌহরকসমাজিতাঃ। নবতি লোকাঃ হুধিনঃ হুতিকং জনরতি চ।
যদি বৃহ, শুক্র ও মঙ্গল এই সকল গ্রহ অগ্নিবানক্রে অবস্থিতি করে, তাহা-
হইলে লোকসকল আনন্দিত ও সুখী হয় এবং রাজ্যমধ্যে তুর্জিক হইয়া থাকে।
অগ্নিবানক্রে সৌর্যকোটারাহু বৃহস্পতিঃ। পশ্চিমভাগে তথা বৃহঃ একাশাং প্রয়াতি চ।
যদি অগ্নিবানক্রে শনি এবং কোষ্ঠানক্রে বৃহস্পতি থাকে, তাহাহইলে
পশ্চিমদেশে বৃহ উপস্থিত হয় এবং প্রজাবর্গ বিনাশ পায়।
বৃহঃ মঙ্গলঃ বৃহঃ স্বাত্যং স্বাত্যাক্রমঃ হিতঃ। সংগ্রহে নরধাতানাং লাতো ভবতি মাতৃবা।
যদি জুলামক্রে শনি, স্বাতীনক্রে বৃহ এবং ময়ানক্রে চন্দ্রের স্থিতি হয়,
তাহাহইলে নরধাতুর ধাতুসংগ্রহে বহুলাভ হইয়া থাকে।
অগ্নিকর্মে বলা কুরো গ্রহ কতিং সমাজিতঃ। অগ্নঃ স্বাত্যং স্বাত্যাক্রমঃ হিতঃ।
যদি প্রবানক্রে কোন গ্রহগ্রহ অবস্থিতি করে তাহাহইলে তদুপ মহার্ঘ
হইয়া থাকে। বিশেষত গোধূমের অতিশয় মূল্যবৃদ্ধি পায়।

ক্রমশঃ—



প্রশুগণনা।

অঙ্গবিদ্যা।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

অঙ্গরসমুদ্রা বাহুগণনাং যদি কুরোতি পূজকঃ। সেন্দ্রবৃত্ততাক্রমঃ পাতয়েৎ কর-
তলমবত চৈৎ।

যদি প্রেকর্তা প্রেকালে অন্তঃস্থ অঙ্গপরিচয় করিয়া বহিঃস্থিত অঙ্গ স্পর্শ
করে, অথবা স্নেহা, মূত্র বা মলবিসর্জন করিতে করিতে হস্তবৃত্ত ভূতলে পাতিত
করে, তাহাহইলে চৌর সম্বন্ধীয় চিন্তা বৃদ্ধায়।

তুর্জিককতিবিস্তারপরিমোচনোপায়ঃ। জনধৃতরিত্তাক্রমঃ চ চৌরজনঃ। অপহৃত-
পজিতকতিবিস্তারপরিমোচনোপায়ঃ। জনধৃতরিত্তাক্রমঃ চ চৌরজনঃ।

যদি প্রেকর্তা প্রেকালে আপনার দেহ অবনামিত বা অঙ্গকোণে করে এবং
সেই বসনে কোন ব্যক্তিকে শূক্কুল লইয়া গমন করিতে দেখা যায়, তাহাহইলে
চৌর সম্বন্ধীয় প্রেক বৃদ্ধায়। যদি প্রেকালে অপহৃত হইল, পড়িল, ক্ষত হইল,
বিলট হইল, ভগ্ন হইল, গেল, মরিল, ইত্যাদি অন্তঃস্থ ধনি সমুখিত হয় তাহা-
হইলে অপহৃত বস্তু পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বিস্তারিতঃ স্বতঃ সর্গঃ। তুর্জিকবিদ্যাঃ। সহ স্তিকরঃ পীড়ার্তানাং সমঃ স্তিককুতঃ।
অঙ্গরসমুদ্রা বাহুগণনাং যদি কুরোতি পূজকঃ। সেন্দ্রবৃত্ততাক্রমঃ পাতয়েৎ কর-
তলমবত চৈৎ।

যদি প্রেকালে তুহ, অস্থি বা বিষাদি দৃষ্ট হয় এবং বিলাপ বা হাঁচির শব্দ
কতিপোত হয়, তাহাহইলে পীড়িত ব্যক্তির মরণ বৃদ্ধায়। যদি প্রবলবায়ু উপ-
স্থিত হইয়া অঙ্গস্পর্শপূর্বক গৃহের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য উড়ীন করিয়া দেয়, তাহাহইলে
কোন ব্যক্তি তুরিমাণেও তুষ্টিসহকারে অন্নভোজন করিয়া মৃত্যুবন্ধন অবস্থিত
আছে বৃদ্ধায়।

অঙ্গস্পর্শপূর্বক কর্ণনাঙ্গালিভোজনঃ। উগ্রঃ স্পর্শঃ বহুকারঃ প্রীতঃ স্পর্শঃ চ বাবকঃ।

প্রেকালে অঙ্গস্পর্শ বা পত্রপ্রভাগ স্পর্শ করিলে শালিঅন্ন, বক স্পর্শ করিলে
বহুকারের স্রব এবং প্রীতি স্পর্শ করিলে বাক্য সম্বন্ধীয় প্রেক বৃদ্ধায়।

তুর্জিককতিবিস্তারপরিমোচনোপায়ঃ। জনধৃতরিত্তাক্রমঃ চ চৌরজনঃ।

প্রেকালে তুর্জিক স্পর্শ করিলে বাব, তনস্পর্শ করিলে হুহ, অঙ্গ স্পর্শ করিলে
তিল এবং অঙ্গস্পর্শ করিলে বহাগুসম্বন্ধীয় প্রেক বৃদ্ধায়। যদি প্রেকালে ওষ্ঠ স্পর্শ
করে তাহাহইলে মধুরস সম্বন্ধীয় প্রেক বৃদ্ধিতে হইবে।

বিশুদ্ধকে কেটিলেজিলাবারে বক্তৃৎ বিদুগয়েৎ। কটুতিকবাহ্যোৎকর্ষিতঃ জিবেত সৈবদে।

প্রেকালেজিলা আহত হইলে স্পৃহনীর বক্ত, মুখ বক্ত করিলে অন্নপ্রব্য, হিতা-
পরিচয় করিলে কটু, তিক্ত, কষার বা উষ্ণপ্রব্য এবং নিম্নবন (পুণ্ড) পরিচয়
করিলে লবণাক্ত প্রব্য সম্বন্ধীয় প্রেক বৃদ্ধায়।

স্নেহযোগে শুকতিকঃ তদন্নঃ স্বতঃ। ক্রব্যায়ং প্রেক্য বা মাংসবিলঃ। অঙ্গভোজনস্পর্শে শাহুনঃ
তদুৎকঃ তেনেভ্যাক্রমঃ তদ্রিতিঃ।

যদি প্রেকালে স্নেহাপরিচয় করে বা মাংস ও হিংস্রভক্ত দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে
অন্নপরিমাণে শুক্র ও তিক্তপ্রব্য সম্বন্ধীয় চিন্তা বৃদ্ধায় এবং ক্র, গণ্ড ও ওষ্ঠ স্পর্শ
করিলে শকুনমাংস আহার করা হইয়াছে বৃদ্ধাইবে।

বৃহ্মীকাকেশবহুগলকর্ণজাং বক্তৃৎ স্পৃহু। গজমহিবমেষপূকরণোপশয়মাংসবৃদ্ধুৎকঃ।

প্রেকালে মস্তক স্পর্শ করিলে হস্তীমাংস, গ্রীবা স্পর্শ করিলে মহিবমাংস, কেশ-
স্পর্শ করিলে মেঘমাংস, চিবুকস্পর্শ করিলে শূকরমাংস, গলদেশস্পর্শ করিলে
গোমাংস, কর্ণস্পর্শ করিলে শশমাংস এবং জজ্বা বা বক্তিলে স্পর্শ করিলে মৃগমাংস
ভোজন করিয়াছে বৃদ্ধায়।

দৃষ্টে ক্রতেহপাশকুনে গোধামংস্তামিঃ বদেভুতন্। গর্তিগ্যা গর্তত চ নিপতনমেষং গ্রহ-
জয়েৎ প্রয়েৎ।

প্রেকালে হুনিমিত্ত স্পর্শ বা প্রবণ করিলে গোধা ও মংস্তমাংস আহার করা
হইয়াছে বৃদ্ধায়। অতঃপর যেক্রমে গর্তিগীর গর্তপ্রব্র নিরূপণ করিবে তাহা কথিত
হইতেছে।

ক্রমশঃ—

প্রেকাকরদ্বারা প্রশুগণনা।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

অথ বর্ণকথনং।

তিথিঃ প্রহরঃ। তারকাবারমিতিঃ। নবতি হরেক্রমঃ পোষাক বর্ণনামিতিঃ।
১ মুক্তাসদৃশঃ ২ খেতমিশ্রিতরক্তঃ ৩ দুর্দাসদৃশভ্রামঃ ৪ স্বর্ণবর্ণঃ ৫ মুক্তাসদৃশঃ ৬ ভ্রামবর্ণঃ ৭
আরক্তনীলখেতঃ ৮ নীলরক্তবর্ণঃ ৯ জাভা বিহীন বর্ণবর্ণঃ।

প্রেকালে কোন তিথি, কত প্রহর বেলা, কোন নক্ষত্র ও কি বার এই সমুদায়
অঙ্গ একত্র যোগ করিয়া তাহা ৯ নয়দ্বারা বিভক্ত করিবে। যে অঙ্গ অবশিষ্ট থাকিবে
তাহাদ্বারা বর্ণনির্ণয় করিবে। এক থাকিলে ভ্রামবর্ণ, দুই থাকিলে মুক্তার ভ্রাম
উজ্জলবর্ণ, তিন থাকিলে খেতমিশ্রিত রক্তবর্ণ, চারি থাকিলে দুর্দাসদৃশ ভ্রামবর্ণ,
পাঁচ থাকিলে স্বর্ণবর্ণ, ছয় থাকিলে মুক্তাসদৃশ ভ্রামবর্ণ, সাত থাকিলে ভ্রামবর্ণ,
আট থাকিলে জৈব রক্তাক্ত নীলখেতবর্ণ, নুস্ত থাকিলে নীলরক্তবর্ণ নিরূপণ
করিবে।

অথ তাৎকালিকগ্রহাং ধাতুদিলকণঃ।

পূর্বোক্ততাৎকালিকগ্রহাং গ্রহোপরি বদেৎ সম্যকাত্মদুলালিকণঃ। চন্দ্রে শুক্রে তথা
জীবে জীবতিভাঃ বিদিশিৎ। জোমে বৃধে তথা কেতো ধাতুতিভাঃ বদেৎ। রবৌ মঙ্গলৌ চ
রাহৌ চ ধাতুতিভাঃ বিদিশিৎ।

পূর্বোক্ত তাৎকালিক গ্রহদ্বারা ধাতুদুলালি নিরূপণ হইবে। চন্দ্র, শুক্র বা
বৃহস্পতি তাৎকালিক গ্রহ হইলে জীবতিভা হির করিবে। মঙ্গল, বৃহ বা কেতু
তাৎকালিক গ্রহ হইলে ধাতুতিভা নিরূপিত হইবে। স্বর্গ, রাহু বা কেতু ভ্রামবর্ণ
গ্রহ হইলে ধাতুতিভা হির করিবে।

পাঠ্যবই-সংকলনকারী : বঙ্গীয় পুস্তকনিগম।
প্রথম ভাগ : ক্রিষ্ণা-চন্দ্র-বিদ্যা

রাজন! চরণস্পর্শনে উত্তমহান প্রাপ্তি হয়। নরপতে! পদতল স্পর্শিত হইলে
পঞ্চদশ ও লাভ হইবে ॥

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

କ୍ରମାଂଶ:-

বহিঃস্থঃ ১। প্রসঙ্গঃ কথ্যব্যাখ্যা শালগ্রামস্ত লক্ষণঃ। বিদ্যামো নুত্তিরাগ্নোতি নুত্তিঃ
 ব্যান্ শব্দং জ্ঞানম্। শালগ্রামশিলাস্পর্শং কোটিজ্ঞানবান্দনঃ ২। শব্দচক্রগদ্যসমী কেম-
 ন্যথো গদ্যধরঃ। সাজকোবোবকী চক্রলম্বী নারায়ণো বিভূঃ ৩। সচক্রলম্বাজগদো দ্যাবঃ
 জিগদ্যধরঃ। গদ্যাজলম্বচক্রী বা গোবিন্দ্যথো গদ্যধরঃ ৪। পদ্যলম্বাবিশমিমে বিকৃতপার-
 তে সমঃ। সমাজগদ্যচক্রবৃন্দবনমূর্তে ৫। কসো গদ্যলম্বাজনুত্তিঃ বিক্রমার চ। পারি-
 ভোক্তাস্ত্রীকীপদ্যলম্বাবিশমবৃন্দে ৬। চক্রাজলম্বাবিশমে সমঃ জিগদ্যবৃন্দে। কবীকেশনাজগদা-
 চক্রমে লমঃ ৭। সাজকগদ্যলম্বপদ্যলম্বগদ্যসিমে। দ্যাবোহরশব্দচক্রগদ্যলম্বগদ্যসিমে।

হরি বলিলেন, প্রসঙ্গত শালগ্রামলক্ষণ বলিব। নিকামী ব্যক্তি এই শালগ্রামের ধ্যান, স্তব ও যন্ত্র জপ করিলে স্তম্ভিত্য লাভ করিতে পারে। একবার শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে কোটিজন্মান্বিত পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ১—২ ॥ যে শালগ্রাম শিলাতে শম্ব, চক্ৰ, গদা ও পদ্ম এই চতুর্দশ চিহ্ন আছে, তাহার নাম কেশব। যে শিলাতে পদ্ম, গদা, চক্ৰ ও শম্বাকার চিহ্ন থাকে, তাঁহাকে নারায়ণ বলে ॥ ৩ ॥ চক্ৰ, শম্ব, পদ্ম ও গদা চিহ্নধারী শিলার নাম মাধব এবং গদা, পদ্ম, শম্ব ও চক্রাঙ্কিত শালগ্রামকে গোবিন্দ বলা যায় ॥ ৪ ॥ যাহাতে পদ্ম, শম্ব, চক্ৰ ও গদার স্তায় অক্ষ আছে, তাহার নাম বিষ্ণু। শম্ব, পদ্ম, গদা ও চক্রাঙ্কিত শিলার নাম মধু-সুদন ॥ ৫ ॥ গদা, চক্ৰ, শম্ব ও পদ্মচিহ্নাঙ্কিত শিলার নাম দ্বিবক্রম এবং চক্ৰ, গদা, পদ্ম ও শম্বাঙ্কিত শালগ্রামের নাম বামন ॥ ৬ ॥ চক্ৰ, পদ্ম, শম্ব ও গদাঙ্কিত শিলাকে ত্রিধর এবং পদ্ম, গদা, শম্ব ও চক্রযুক্ত শালগ্রামকে চতুর্দিকেশ বলে ॥ ৭ ॥ পদ্ম, চক্ৰ, গদা ও শম্বধারী শিলাকে পদ্মনাভ এবং শম্ব, চক্ৰ, গদা ও পদ্মবিধিষ্ট শালগ্রামকে দামোদর বলা যায় ॥ ৮ ॥ চক্ৰ, শম্ব, গদা ও পদ্মাঙ্কিত শিলার নাম বাজ্রেশ্বর; শম্ব, পদ্ম, চক্ৰ ও গদাযুক্ত শিলার নাম সত্তর্কণ ॥ ৯ ॥ শম্ব, গদা, পদ্ম ও চক্রাঙ্কিত শালগ্রামের নাম প্রতাপ; গদা, শম্ব, পদ্ম ও চক্রাঙ্কিত শিলার নাম অনিরুদ্ধ ॥ ১০ ॥ পদ্ম, শম্ব, গদা ও চক্রবিধিষ্ট শিলার নাম পুরুষোত্তম; গদা, শম্ব, চক্ৰ ও পদ্ম-চিহ্নিত শিলার নাম অদোহকজ ॥ ১১ ॥ পদ্ম, গদা, শম্ব ও চক্রধারী শিলার নাম নৃসিংহ; পদ্ম, চক্ৰ, শম্ব ও গদাধারী শিলার নাম অচ্যুত ॥ ১২ ॥ শম্ব, চক্ৰ, পদ্ম ও গদাচিহ্নিত শিলার নাম জনার্দন; গদা, চক্ৰ, পদ্ম ও শম্বচিহ্নাঙ্কিত শিলার নাম উপেন্দ্র ॥ ১৩ ॥ চক্ৰ, পদ্ম, গদা ও শম্বাকারচিহ্নযুক্ত শিলার নাম হরি এবং গদা, পদ্ম, চক্ৰ ও শম্বচিহ্নিত শিলার নাম ঐক্য ॥ ১৪ ॥ যে উল্লান্ত শালগ্রাম শিলার দ্বারদেশে চক্রাকার দুইটি চিহ্ন লব আছে, সেই শিলাকে জগদ্বাধর বলা যায় ॥ ১৫ ॥ সত্তর্কণ

নারিক শিলাতে চক্রাকার ছইটি চিহ্ন লক্ষ্য থাকে। ইহার রক্তাক্ত এবং ইহার পূর্বভাগে পদ্মচিহ্ন আছে। প্রাচ্যশিলা পীতবর্ণ, ইহার স্বল্প চক্র আছে ॥১৬॥ অনিরুদ্ধাখ্য শালগ্রাম দীর্ঘ, অখচ বর্তুল ও নীলাভ। ইহার শিরোনামে একটি ছিদ্র ও চক্রদ্বারে দুই তিনটি রেখা বিদ্যমান থাকে। নারায়ণ শিলা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যভাগে গদ্যাকৃতি রেখা আছে এবং নাভি উন্নত। নৃসিংহাখ্য শালগ্রামের বক্রঃস্থল বিস্তৃত। ঐ শিলা কপিলবর্ণ ও ত্রিবিদ্যুক্ত ॥১৭—১৮॥ বরাহশক্তিবিজ্ঞানামক শালগ্রাম পঞ্চ-বিদ্যুক্ত, এই শিলার বিপরীতদিকে দুইটি চক্র আছে। উক্ত শিলা ব্রহ্মচারি-গণের পূজনীয় ॥১৯॥ কৃষ্ণাখ্য শালগ্রাম নীলবর্ণ, ত্রিরেখাভূষিত, স্থূল, কৃষ্ণবস্তু-বিশিষ্ট, বিদ্যুক্ত, বর্তুলাবর্ত পাণ্ডুরবর্ণ ও উন্নতপৃষ্ঠ ॥২০॥ শ্রীধরনামা শালগ্রাম পঞ্চরেখাভূষিত, বনমালাবিভূষিত ও গদ্যাকারচিহ্নাঙ্কিত। বামনশিলা বর্তুলাকার, ধর্ম, বামভাগে চক্রাঙ্কিত; এই শিলাময়মূর্তি সর্বদেবশ্রেষ্ঠ ॥২১॥ অনন্তাখ্য শাল-গ্রাম নানাবর্ণ ও বিবিধমূর্তি-বিশিষ্ট। দামোদর শালগ্রাম স্থূল ও নীলবর্ণ, এই শিলার মধ্যভাগে চক্র আছে ॥২২॥ ব্রহ্মাখ্য শালগ্রামের চক্রদ্বার অতি সঙ্গীর্ণ। এই শিলা লোহিতবর্ণ, দীর্ঘরেখাভূষিত, সচ্ছিন্ন, একচক্র, পদ্মাঙ্কিত ও বিস্তৃত ॥২৩॥ হরগ্রীবাখ্য শালগ্রাম বিস্তৃত ছিদ্রবিশিষ্ট, স্থূলচক্র, কৃষ্ণবর্ণ, বিদ্যুক্ত, অক্ষুশা-কার পঞ্চরেখাভূষিত ও কৌন্তভভূষিত ॥২৪॥ বৈকুণ্ঠাখ্য শালগ্রাম, মণিরক্তাভ, এক চক্রাঙ্কিত, পদ্মচিহ্নাঙ্কিত, নীলবর্ণ, মংগুকার দীর্ঘরেখাবিশিষ্ট ও চক্রদ্বারে রেখা-বিশিষ্ট ॥২৫॥ রামাখ্যশালগ্রামের দক্ষিণভাগে একটি রেখা আছে। ত্রিবিক্রমাখ্য শালগ্রাম শ্রামবর্ণ। এই সকল লক্ষণ দ্বারকাসমুদ্র শিলাতেই দৃষ্ট হয়। দ্বারকাসমুদ্র চক্রে একটী গদ্যাকার চিহ্ন থাকে ॥২৬॥ যে শালগ্রাম শিলাতে এক দ্বারে চারি চক্র এবং বনমালা, স্বর্গরেখা ও গোম্পদাকারচিহ্ন লক্ষিত হয় ও যে শিলা কদম্ব-কুসুমের স্তায় বর্তুলাকার, সেই শিলাকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলে ॥২৭॥ পূর্ব কথিত শাল-গ্রাম সকলের বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে শিলাতে একটীমাত্র গদ্যাকার চিহ্ন থাকে, তাহাকে সূদর্শন বলে। যে শিলাতে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাকে লক্ষ্মী-নারায়ণ বলে। তিন রেখা থাকিলে ত্রিবিক্রম, চারিরেখায় চতুর্ভূত, পঞ্চরেখায় বাহুদেব, ছয় রেখায় প্রাচ্য, সপ্তরেখায় সঙ্কর্ষণ, অষ্টরেখায় পুরুষোত্তম, নবরেখায় নবব্রাহ্ম, দশরেখায় দশাবতার, একাদশ রেখায় অনিরুদ্ধ ও দ্বাদশরেখায় দ্বাদশাঙ্গী শালগ্রাম হয়। ইহাই হইতে অধিক সংখ্যক চিহ্ন যে শিলাতে দৃষ্ট হয়, তাহাকে অনন্ত বলা যায়। যে ব্যক্তি এই বিস্তৃত মূর্তিময় স্তব পাঠ করে, তাহার স্বর্গপূরে গমন হয় ॥ ২৮—৩১ ॥

ক্রমশঃ—

রনারন।

অন্যমতে রূপা প্রস্তুত করার প্রণালী।

আদীশ বহুভূতের সখল তোলকদণ্ড। বহুরাশ্য শিবকায়ঃ মায়াবিন্দুসমবিতঃ। বীজত্রয় কাষ্টশতঃ একপেং সখলোপরি। অধীতিতোলকমিতঃ কৃষ্ণধেনুসমুদ্রবৎ। দুহমানীশ বহুভূত চাটোত্তরশতঃ জপেং। বহুভূতেন স্তূত্রেণ হৃদমধ্যে বিনিক্ষিপেং। উত্তাপঃ জ্বালরেখীমান্দ মল-অশ্বেন বহিনা। রিপুর্বেদাঙ্গপদ্যন্তমধঃসেং ভবেদ্বহি। তথৈবোতোলা তদুবাং দক্ষঃ তোয়ে বিনিক্ষিপেং। ততঃ স্রীকাকর্ডব্য। বিদ্যুৎ পাবকে ত্রয়াঃ দুষ্টা উখাপ্য বহুতঃ। তত্রৈব একপেংস্তঃ সর্গমলমাস্রকঃ। সার্ধেন তোলাকঃ তাত্রঃ বহিমধ্যে বিনিক্ষিপেং। যথা বলিতথা তাত্রঃ দুষ্ট। উখাপ্য বহুতঃ। শুভ্রাশ্রমাং তদুবাং সত্যঃ সত্যঃ হি লবরি। রোপ্যঃ ভবতি তদুবাঃ নাকথা পঙ্করোচিতঃ।

ছইতোলাপরিমিত সখল আনিয়া তাহার উপরে ও হ' হু এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আটপত বার জপ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ গাভীর ছদ্ম ৮০ তোলা আনিয়া তাহাতে উক্ত মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিবে। তৎপরে ঐ সখল বস্ত্রখণ্ডে পুটলী করিয়া তাহাতে সূর্যবজ্রনামা উক্ত শুদ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করত মল মল অগ্নিতে জাল দিবে। বৎকালে ঐ ছদ্মের অর্ধ অর্থাৎ ৪০ তোলা শেষ হইয়া ৪০ তোলামাত্র অবশিষ্ট

থাকিবে, তৎকালে ঐ সখলের পুটলী ছদ্ম হইতে উঠাইয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ঐ সখল জল হইতে আনিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে যদি তাহা হইতে ধূম নির্গত না হয়, তবেই সখল যথার্থ কাব্যার্থ হইয়াছে জানা যায়। তৎপরে ঐ সখলের উপরে পূর্বলিখিত মন্ত্র অষ্টসহস্রজপ করিবে। অনন্তর অর্ধতোলাপরি-মিত তাত্র অগ্নিতে দহ করিবে, যখন ঐ তাত্র অগ্নিবৎ হইবে, তখন উহা অগ্নি হইতে উঠাইয়া তাহাতে একশুভ্রাপরিমিত উক্ত সখল দিলেই তৎক্ষণাৎ রূপা হইবে।

তাত্রাদিদ্বেবীকরণক্রম ও জরিবুটির বিবরণ।

- ১। খোঁড়ার খুর, বকের অস্থি ও মূষিকের অস্থি ভিন্ন তাত্র উত্তমরূপ গলিত হয় না।
- ২। যথার্থরূপে পারদ ভস্ম হইল কি না? তাহার প্রমাণ—গলিত তাত্র এক-রস্তু পারদ ভস্ম দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ সোণা হইবে।
- ৩। নির্জল বিষপত্রের রস, আমকলীর রস, খেতকটকারীর রস, খেত অপরাজিতার রস, গুড়গুড়িয়া গাছের রস, কাকজন্ডা বৃক্ষের রস, কৃষ্ণতুলসীপত্রের রস, সিজের রস, ভুঙ্গরাজের রস, অতসীকুলের পাতার রস এবং বৃহত্তীর পাতা ও বৃক্ষের রস এই সকল দ্রব্য সোণার সাহায্যকারী।
- ৪। কুশারীবৃক্ষের রস ও পদ্মখুরী রাস, ইহাদ্বারা রূপার সাহায্য হয়। কুশারী-বৃক্ষের আকৃতি ছোঁলার গাছের ছায়। তাহার নিম্নে, ঘূত পড়িয়া থাকিলে বেকুপ হয়, সর্বদা এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

মৃত্যুকালজ্ঞান।

পূর্বপ্রকাশিতের পর।

গোচরঃ কুসুমৈর্গান্ধানামিকারতঃ সূতঃ। দ্বাদশাং লিখং পদ্মং তদ্বহিঃশিব তৎ সমঃ। বোড়শাং ততোবাহুঃ মূলঃ বীজঃ ততোলিখং। প্রথমস্ত দলে বর্ষং মাসাঃ দ্বিঃ বহিঃশিবঃ। দ্বিঃ বোড়শাং ততোবাহুঃ মূলঃ বীজঃ ততোলিখং। প্রথমস্ত দলে বর্ষং মাসাঃ দ্বিঃ বহিঃশিবঃ। দ্বিঃ বোড়শাং ততোবাহুঃ মূলঃ বীজঃ ততোলিখং। প্রথমস্ত দলে বর্ষং মাসাঃ দ্বিঃ বহিঃশিবঃ।

অনন্তর কালবক্ষন, অর্থাৎ মৃত্যুকালজ্ঞান কথিত হইতেছে। গোচরোচনা, কুসুম, লাক্ষা ও অনামিকার রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্বারা দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহু পুনর্বার দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহু বোড়শ দল পদ্ম লিখিবে। তৎপর বহিঃভাগে ও ধন্তঃকাল ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবে। প্রথম দ্বাদশদলে বৎসর, দ্বিতীয় দ্বাদশদলে মাস ও বোড়শদলে দিবস লিখিয়া পদ্মের কর্ণ-কাতে অভিলিখিত ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। এইরূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া সেই চক্রোপরি পূজা করিবে। তৎপর ঐ চক্রের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলে যে দলের অক্ষর বিলুপ্ত দেখিবে, সেই দিবসে মৃত্যু নিশ্চয় করিবে। এইরূপে মাস-বর্ষাদি লিখিত দলের অক্ষর বিলুপ্ত দৃষ্ট হইলে সেই মাসবর্ষে মৃত্যু জানিতে হইবে। যদি কোন দলে অক্ষর বিলুপ্ত দৃষ্ট না হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে না। এইরূপে দ্বাদশবর্ষের মধ্যে মৃত্যু হইবে কি না? তাহা জানা যাইতে পারে। ইহা মহাদেবের উক্তি। ও ধন্তঃকাল পুরুষোত্তম সংখ্য বিদ্যমূর্তে কালক্ষরঃ অন্তকালঃ প্রদর্শয় প্রধান-কালঃ দর্শয় স্বাহা। এই মন্ত্র প্রতিদিন অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিবে এবং উক্ত মন্ত্রে সপ্তাহপর্যন্ত পূজা করিয়া এই কার্য করিবে ॥

বার্হর্ষিঃ কু কুকারাঃ পক্ষমাং বীরঃ ওতঃ। কুর্গপত্রঃ সর্বাঙ্গীঃ সাক্ষীঃ কুসুমৈর্গোচরঃ। বর্হীরাণামিকারকৈর্মিষেবিহাঃ শিবোহিভাঃ। জবপুত্রঃ দ্বিঃ দ্বিঃ দ্বিঃ পদ্মবিহাঃ সর্গমলঃ। শরাবপুটমধ্যাহ্নাঃ সাক্ষীপুটঃ স্রবোহিভাঃ। শুভপাঠে বিদ্যমূর্তে কালক্ষরঃ।

क्रमः—

कथनः—

আস্তিকতা ।

ধর্ম অনেকপ্রকার, তন্মধ্যে বাহ্যিক পুনর্জন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা-
 দ্বিপক্ষে আন্তরিক বলা যায় এবং বাহ্যিক জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহা-
 দ্বিপক্ষে নাস্তিক বলে। “পুনর্জন্মবোধহি এবং পুনর্জন্মেরো নাস্তি” এইরূপ তর্ক

বিভিন্ন চারিদিকেই ক্রমাগত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত উক্ত ভক্তের মীমাংসা করিয়া সকলে একমত হইতে পারেন নাই।

বাহারী ঈশ্বরের অতিথি স্বীকার করেন, তাহাদিগের মধ্যেও সাধনের নানামত দেখা যায়। কেহ নিরাকার, কেহ বা সাকাররূপে ঈশ্বর চিত্তা করিয়া থাকেন। বাহ্যিক সাকার চিত্তা করেন, তাহাদিগের মধ্যেও ঐ সাকাররূপী পরমেশ্বরের নানা আকার গঠিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যেও আবার নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়, যথা—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি। বাস্তবিক যে যে প্রকারেই সাধন করুক না কেন, সকলেরই উদ্দেশ্য এক ভিন্ন ছই নহে। যে যে পথেই গমন করুক না কেন, সকলেই শেষে একই স্থানে আসিয়া পৌঁছবে। তবে কেহ বা সহজে, কেহ বা কষ্টে, কেহ বা বিলম্বে, কেহ বা সম্বর উদ্দেশ্য স্থান পাইয়া থাকে।

ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু যখন তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং সর্ব-ভূতে বিরাজিত, তখন যে সাধক যেরূপে দর্শন পাওয়ার প্রার্থনা করেন, তিনি সেইরূপ ধারণ করিয়াই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকেন।

মহুয়া সাকার, স্তূতরাং সাকার হইয়া নিরাকারের দর্শন বা চিত্তা করিবার ক্ষমতা নাই। তবে যে মানব সর্বশাস্ত্রদর্শী ও জ্ঞানী, সেই ব্যক্তি নিরাকার ঈশ্বর সাধন করিতে পারে, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাইয়া পাছে তাহার মাস্তক হয়, এই নিমিত্ত প্রথমত সাকাররূপে ঈশ্বরের ভজনা করিবার প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে এবং জ্ঞানের ন্যূনত্ববিশিষ্টতা হেতু ভজনার দেবতা ও প্রণালী পৃথক পৃথক হইয়াছে। ঐশ্বরভাগবতে লিখিত আছে যে, “অঙ্গু দেবা মহুয়াগাং দেবোদেবা মনোবিগাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেণ মূর্ত্যাং যুক্তঃ স্বান্মনি দেবতা।” অর্থাৎ বাহারা অল্পজ্ঞানী মহুয়া, তাহারা জলকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করে, বাহারা অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক জ্ঞানশালী, তাহারা দেব, দেবী, গ্রহ, রাশি, নক্ষত্রাদিকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভজনা করে, আর বাহারা মূর্ত্ত, তাহারা কাষ্ঠ কিম্বা মৃৎকলা প্রভৃতির দ্বারা মূর্ত্তি গঠন করিয়া ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়া থাকে এবং বাহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাহারা নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা করেন, ফলতঃ বাহারা জ্ঞানী ও সর্বদর্শী এবং বাহাদিগের ঈশ্বরকে নিরাকাররূপে চিত্তাকরিবার ক্ষমতা অন্নিয়াছে, তাহারা যদি জল কি কাষ্ঠ কি মৃৎকলা নির্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করে তাহা হইলে তাহাদিগের ঐ ভজনা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ঐশ্বরভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, “যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্ত মাঙ্গানমীশ্বরং। হিষার্চ্যঃ ভজতে মূঢ়ো ভস্মভেব জুহোতি সঃ” অর্থাৎ যে মূঢ় ব্যক্তি সর্বভূতবাপী আমাকে অর্চনা না করিয়া কাষ্ঠপাষাণাদি দ্বারা মূর্ত্তি নির্মাণপূর্ব্বক তাহার ভজনা করে, ভস্মমধ্যে দ্বতাহতির দ্বায় তাহার অর্চনা বিফল হইয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে যে, “পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্ত নির্ণয়োহমলং। তালবৃন্তেন কিং কার্যং লঙ্কে মলয়মাক্রতে।” অর্থাৎ এক-মাত্র ব্রহ্ম পরিজ্ঞান হইলে তাহার শাস্ত্রোক্ত কোন ক্রিয়া করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন মলয়পর্ব্বতের চন্দনমুগুরতি বায়ু সেবন করিতে পারা যায়, তখন তালের পাতার বাতাস কোন কার্যে লাগে না। ঐ তন্ত্রে হানান্তরে লিখিত আছে যে, “পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমনৈঃ সাধনান্তরৈঃ।” অর্থাৎ বাহারা পরব্রহ্মোপাসক, তাহাদিগের অস্ত কোন সাধনের আবশ্যকতা নাই। উক্ত মহানির্বাণতন্ত্রে আর লিখিত আছে যে, “নায়াসো নোপবাসশ্চ কারকেশো ন বিদ্যতে। নৈবচাচারাদি নিরমো নোপবাসশ্চ ভূরিণঃ। ন দিকালবিচারোহস্তি ন মূত্রাস্তাসংহতিঃ। যৎ-সাধনে কুলেশানি তং বিনা কোভ্যমাত্রয়েৎ।” অর্থাৎ পরমেশ্বরের আরাধনার কোন পরিশ্রম নাই, উপবাস নাই, কারকেশ নাই, আচার বিচারাদি নাই এবং ভাদ্ধ

উপচারেরও আবশ্যকতা নাই, দিকালের বিচার নাই, মূত্রা বা স্ত্রাসের আ-
বশ্যকতা নাই, অন্তএব কোন ব্যক্তি এই পরমেশ্বর ব্যতীত অস্তকে আশ্রয় করে।

মহাদেব ভগবতীকে যেরূপ ঈশ্বরমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা মহানির্বাণ-
তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

স এক এব সজ্জগঃ সত্যোহমৈতঃ পরাংপরঃ। স্বপ্রকাশঃ সৰ্বাপূর্ণঃ সচিদানন্দসকলঃ। বিষ্ণু-
কারো নিরাধারো নির্বিশেষো নিরাকুলঃ। গুণাতীতঃ সর্বসাক্ষী সর্বাত্মা সর্ববৃদ্ধিঃ। পূৰ্ণ-
সর্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী সনাতনঃ। সর্বোদ্রিষ্টগুণাত্মনঃ সর্বোদ্রিষ্টবিবর্জিতঃ। লোকাতীতো
লোকহেতুরবাণ্ড মনসগোচরঃ। স যেতি বিষ্ণু সর্বজ্ঞতং ন জানাতি কন্তন। তদধীনঃ জগৎ
সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। তদাবলম্বনতত্ত্বৈতৎসংবিদ্যামিহঃ জগৎ। তৎসত্যাত্মসুপারিত্য
সমজ্ঞাতি পৃথক পৃথক। তেনৈব হেতুভূতেন বয়ঃ জাতা মহেশ্বরী। কারণং সর্বভূতানাং স একঃ
পরমেশ্বরঃ। লোকেষু সৃষ্টিকারণাং স্রষ্টা ব্রহ্মোক্ত গীয়তে। বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহরিতা
তদ্বিচ্ছয়া। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্বো তদ্ব্যবস্থিনঃ। যে যেষ্বধিকারে নিরত্যাগে শাসতি
তদাজ্জারা।

তিনি এক, অদ্বিতীয় নিত্য সত্য পরাংপর স্বপ্রকাশ সর্বদা পূর্ণ সচিদানন্দ
অর্থাৎ নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়। তিনি নির্বিকার নিরাধার অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য,
নির্বিশেষ নিরাকুল গুণাতীত সর্বসাক্ষী সর্বাত্মা, সর্বপ্রভা ও অগ্নিনাদি ঐশ্বর্য-
সম্পন্ন। তিনি সর্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্বব্যাপী ও
তিনি নিত্য। তাহা হইতে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ হইতেছে।
তাহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, তিনি সর্বলোকাতীত, তিনি সকল লোকের
কারণ তিনি বাক্যমনের অগোচর, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি জগতের সমুদায়
জ্ঞাত হইতেছেন, কিন্তু জগতের কোন ব্যক্তি তাহাকে জানিতে পারিতেছে না।
এই জগৎ সমুদায় তাহার অধীন। এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাহাকে অবলম্বন করিয়া
রহিয়াছে। এই অপরিজ্ঞেয় জগৎ সেই ঈশ্বরের সত্যতা আশ্রয় করিয়া সত্যের
দ্বায় পৃথক পৃথক প্রকাশমান হইতেছে। মহেশ্বরী! সেই ঈশ্বর হেতুভূত হওয়াতে
তাঁহা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি। সেই একমাত্র পরমেশ্বর সর্বভূতের কারণ,
তিনি লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে স্রষ্টা এবং তিনি বৃহৎ, এই
নিমিত্ত তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে। দেবি! তাহার ইচ্ছাক্রমে
বিষ্ণু পালন করিতেছেন, আমি সংহার করিতেছি, ইন্দ্রপ্রভৃতি লোকপালগণ স-
কলেই তাঁহার বশবর্তী। তাহারা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকলেই স্ব স্ব অধিকারে
নিযুক্ত থাকিয়া জগৎ শাসন করিতেছে।

ক্রমশঃ—



এই অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকা কলিকাতা ৫নং শিমলাস্ট্রীট, জ্যোতিষ-
প্রকাশ বজ্রালয় হইতে প্রতিমাসে রয়েল চারিপেন্সি কম্বার ৮ কম্বা করিয়া প্রকাশ
হইতেছে। গ্রাহকমহোদয়গণের পক্ষে বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩০ তিন টাকা,
ডাকমাণ্ডল ৬০ বার আনা। বাৎসরিক ২০ ছই টাকা, ডাকমাণ্ডল ১০০ ছই আনা।
ত্রৈমাসিক ১০ একটাকা চারি আনা। নগদমূল্য প্রতিখণ্ড ১০ আট আনা ও
ডাকমাণ্ডল ১০ এক আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণজ্ঞ মহোদয়গণ উপরি
উক্ত ৫নং শিমলাস্ট্রীট ঐরাসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অগ্রিম মূল্য ৩০ ডাক-
মাণ্ডল পাঠাইলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।